ডেমন হেডলি চেজ

শয়তানের প্রথম প্রহর

শয়তানের প্রথম প্রহর

ভাষান্তর

সমুদ্র সেন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পরিবেশক

পাত্র বুক এজেন্সী

৮।১ সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০৭৩

Hotter than Hell

A spy thriller

by

James Hadley Chase

Saytaner Pratham Prahar

A Bengali Version

SAMUDRA SEN

প্রথম প্রকাশ :

জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮, ইং জুন '৮১

দ্বিতীয় প্রকাশ :অক্টোবর, ১৯৯২

প্রকাশিকা :

শ্রীমতি আলোরানী পাত্র

প্রগতি প্রকাশনী

২৮, পঞ্চানন ঘোষ লেন,

কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক :

জয়দেব আড়ু

জয়তারা প্রেস

৩৫ সি, গোরাচাঁদ বোস রোড

কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :

প্রদোষ কান্তি বর্মণ

মূল্য : ২০ টাকা মাত্র

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

১

অনেকদিন ধরেই উইলি ম্যাডেনকে খোঁজা হচ্ছিল। ওর অপরাধ-এর মাত্রা এত বেড়ে যাচ্ছিল যে ন্যাশনাল প্রেসেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। কিন্তু বছর পাঁচেক পর সোরগোলটা উঠলো।

কয়েক সপ্তাহ ধরে উইলি সবচেয়ে নতুন ভাবে সুসজ্জিত হোটেলে ছিল। হোটেলটা ট্রোপিকের বীচে। উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার সবচেয়ে বিলাস বহুল হোটেল এটা। ও দিনে পঁচিশ ডলারের স্যুইট ভাড়া করে ছিল। আর এই স্যুইটটিও উইলির মতো সস্তার স্যুইট। অন্ততঃ এর মিয়ামি বীচে থাকার সময় ও একটা স্যুইটের জন্যে যে খরচ করতো তার তুলনায় অনেক সস্তা। ও অনেক সস্তার হোটেলে থাকতে পারতো কিন্তু এর এধরণের হোটেলে থাকার দরকারটা কি? সস্তায় থাকা ওর ইচ্ছাবিরুদ্ধ। সবসময়েই সবচেয়ে ভাল জিনিসটাই ও চেয়েছে। ছোটবেলা থেকেই ওর এ-ধরণের স্বভাব। চল্লিশ বছর বয়েসে উইলি তার ছজন ম্যাটাডের সঙ্গেএক মিলিয়ন ডলার উপায় করেছে। এই অপরাধটাই উইলির জীবনে সবচেয়ে বড় কাজ। এখন ও ফার্ষ্ট ক্লাশে যাতায়াত করে।

ট্রোপিকোয় যাবার সময় ও জেমস্ শ্যানন নামে পরিচিত—কালো চেহারা আর নীল চোখদুটো অন্যরকম আভাস দিতো। ও খুব বিলাসিতা পছন্দ করতো। দামী পোষাক-টোষাক ব্যবহার করতো।

জানলা থেকে এ ট্রোপিকো হার্বার দেখতে পেতো।

গ্রীষ্মের উজ্জ্বল দিনগুলি উইলি খুব অলস বোধ করতো। একটা বেশি দামের ইটালিয়ান সার্ট আর সর্টশ পরে ঘুরতো তখন। একা একাই ঘরে আসতো অনেকদূর। জনি কোয়েটের মতো নিঃসঙ্গ লোককেও হার মানাতো তখন উইলি।

হোটেলের তীর অতিক্রম করতেই উইলি—ওয়ালডোর দেখা পেল। খুব সুন্দর ছেলেটা। ওর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল কিছু মাঝবয়েসী স্ত্রীলোক অতিথি। ওয়ালডোর লাজুকতাই ওর একমাত্র কারণ। উইলি যখন দেখতো একে দিয়ে মাঝবয়েসী বুড়িগুলো ভালোবাসার চেষ্টা করছে তখন ওর হাসি পেতো। ওরা ওর সঙ্গে হাসাহাসি, চোখাচোখি করতো আর লজ্জায় লাল হয়ে যেতো ছেলেটার সুন্দর মুখ।

ওয়ালডো এগিয়ে এল উইলির কাছে।

'এইযে, মিঃ শ্যানন, আপনার কি খুব গরম লেগেছে?'

'এই একটু।' উইলি বললো।

'এরকম আবহাওয়া কিন্তু শিকাগোয় নেই?'

'শিকাগো?' উইলি আবার বললো।

'নিশ্চয়ই,'মিঃ টুর্লি বললেন আপনি শিকাগো থেকে এসেছেন।

উইলি কাঁধঝাঁকিয়ে বললেন, আমি এখন রোদ পোয়াচ্ছি, ভাই।

ওয়লডো বুদ্ধিমানের মতো মাথা নাড়িয়ে বললো, 'বাঃ খুব ভাল।'

উইলি ওয়ালডোর চোখে একধরণের ধূর্ত ভাব লক্ষ্য করলো যেন ওয়ালডো ইচ্ছে করেই এরকম করছে। উইলি বললো, তুমি এরকম কাজে সময় দিতে পারবে না। যদিনা তুমি ঐ বুড়িদের হাত থেকে উদ্ধার পাও।

ওয়ালডোর মুখের রং পাল্টিয়ে গেল। ও বললো' 'এটা তো খুবই শক্ত ব্যাপার।'

উইলি বললো, 'হতে পারে, হতে পারে, কিন্তু আরো শক্ত উপায় আছে।'

একজন স্ত্রীলোককে ভাবলো ওয়ালডো। তারপর বললো, 'আমাকে ক্ষমা করুন, মিঃ শ্যানন, কিন্তু কিছু পরে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি? ধরুন, ছটার সময়?'

BanglaBook.org

উইলি মৃদু হেসে বললো, 'যদি খুব হালকা ভাবে বলো তবে উত্তরটা হবে না।'

'আমার মনে হয় আপনি আনন্দ পাবেন।'

উইলি হাসলো বটে, তবে ওর মনে কম্পিউটারের মতো একটা গলার স্বর ফিসফিস করে বলে উঠলো, ব্যাপারটা কিছুই না। কিন্তু এই গাধাটা কি জানতে পারে?

উইলি বললো, 'ঠিক আছে, আজ রাতে আমি কোথাও যাচ্ছিনা। ছটার সময় আমার ঘরে এসো।'

'হ্যাঁ স্যার। ধন্যবাদ, স্যার।' বলে ওয়ালডো সেই স্ত্রীলোকটার কাছে চলে গেল যে ওয়ালডোর দিকেই জুলজুল করে তাকিয়েছিল।

উইলি নিজের ঘরে ফিরে গেল। খুব তাড়াতাড়ি ওর পোষাক বেঁধে ফেললো। তারপর কয়েকটা দোকান থেকে পুরনো কিছু জিনিস কিনে বেরিয়ে গেল। ওর টাকার ব্যাগটা এখন ভর্তি। ও এখন জেমস্ শ্যানন এই ছদ্মনামটা ছেড়ে দেবে।

আগে ও ভাবতো চেক প্যারী থেকে আসা একটা মেয়ের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটবে।

যাই হোক, ও ঘরে ফিরে বসে লিখতে লাগলো।

প্রিয় জোকার,

তোমার স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই ভাল। এবং ভাগ্যও ভাল যাচ্ছে নিশ্চয়ই। আর ভাগ্যটা বৃত্তাকারে ঘোরে। আমার এখন ভাগ্য খারাপ যাচ্ছে। একবার একজন পুরোহিত চড় মেরেছিল আমাকে। বদমাইসটাকে যোগ্য উত্তর দিয়েছিলাম আমি।

ও এই লেখাটা ছিঁড়ে অ্যাসট্রের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলেদিল। তারপর আবার ওটা কুড়িয়ে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো।

ওয়ালডো একটা মিষ্টি সার্ট আর টাইট প্যান্ট পরে উইলির স্যুইটে ফিরে এল। ওর নীল চোখদুটোতে যেন চাপ চাপ রক্ত জমে আছে।

BanglaBook.org

উইলি জিজ্ঞেস করলো, 'এটা কি ?'

ওয়ালডো একটু লজ্জা পেয়ে গেল।

উইলি এটা লক্ষ্য করে দরজাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিল।

ওয়ালডো বললো 'বুঝলেন মিঃ শ্যানন, এটা কেবল……বোধহয় বলাটা ঠিক হবে না। মানে এটা ফাজলামি হয়ে যাবে আর কি।'

উইলি বললো, 'ওয়ালডো, চলে এসো।'

ওয়ালডো ওর কথা শুনে বললো তারপর একটা অপরাধ সংক্রান্ত পত্রিকা দেখালো উইলিকে।

ওয়ালডো বললো 'ওটা এখানে। দশ পাতায় আছে।'

উইলি ওয়ালডোর কাছে থেকে পত্রিকাটা নিয়ে নিল। প্রথমেই ওর নিজের ছবিটি দেখেতে পেল। এখনকার চেয়ে আগের মুখটা কত সরু।

ও জিজ্ঞেস করলো, 'এটা কি, ঠাট্টা ?'

ওয়ালডো বললো, 'আমি আপনাকে প্রথমেই বলেছিলাম ব্যাপারটা পাগলামি হবে।'

উইলি ওয়ালডোর দিকে তাকিয়েই রইলো। তারপর এক সময় বললো,

'এটা কি ?'

'ছবি—অপরাধীর।' ওয়ালডো

তোৎলাতে আরম্ভ করলো, আমি ভাবলাম……

মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার মনে হচ্ছেনা ওকে আপনারই মতো দেখতে মিঃ শ্যানন ?

এক মুহূর্ত পরে ও বললো, 'হ্যাঁ, তা হতে পারে। তবে ছোট দেখাচ্ছে। মুখটা খুবই সরু। আর চুলটাও আমার মতো কালো নয়। কিন্তু ……হ্যাঁ একটা সাদৃশ্য আছে।'

ওয়ালডো পত্রিকাটা নিয়ে নিল তাড়াতাড়ি। আচ্ছা ঠিক আছে মিঃ শ্যানন। মানে আমি ভেবেছিলাম আপনার দেখতে ভাল হবে।

BanglaBook.org

উইলি বললো, 'আমার মতোই দেখতে, না ওয়ালডো। তুমি এখানে এসে এই পত্রিকার ছবিটা দেখিয়ে আমাকে খুবই ঝামেলায় ফেললে দেখছি। সমুদ্রের পাড়ে তোমার গলার স্বর দেখেই ধরেছিলাম তোমার মাথায় অন্য কিছু মতলব আছে।'

'ওহ, না স্যার।' ওয়ালডো তাড়াতাড়ি বললো।

'ওয়ালডো,' উইলি বললো, যদি আমি অন্য ধরণের মানুষ হতাম তবে আমি এটার সম্বন্ধে জানতে মিঃ টুর্লির কাছে যেতাম। কিন্তু আমি চাইনা লোকেরা ঝামেলায় পড়ুক। সেইজন্যই ভাল আছি আমি। কিন্তু ওয়ালডো আমাকে কিছু বলতে দাও তুমি। আমি শিকাগোয় অনেকদিন ধরেই ছিলাম। আমাদের অজুহাতে ওখানে অনেক অপরাধীই ছিল। আমি অনেক অপরাধ সংক্রান্ত রিপোর্টারকেও জানতাম। ইচ্ছে করলে আমি ওদের বলতে পারতাম। কিন্তু ওয়ালডো, আমি সে ধরণের লোক নই। কেন জানো?

'কেন, স্যার?' ওয়ালডো তোৎলাতে তোৎলাতে বললো।

'কারণ,' উইলি বললো, আমি যদি সেরকম হতাম তবে আগামীকাল সকালে তোমাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যেত।

ওয়ালডোর বড় লাল টকটকে মুখটা এখন কিরকম সাদাটে মেরে গেল।

'কিন্তু, মিঃ শ্যানন, আমি চাইনি.....'

'ব্ল্যাকমেইল, করাটা' উইলি বললো, খুব বিচক্ষণ না হলে মানায় না। আর এ চেষ্টা কোরোনা।

উইলি ওর দিকে তাকিয়ে রইলো।

'মিঃ শ্যানন,' ওয়ালডো অবশেষে বললো, আমি আশা করি আপনি কোনকিছু বলবেন না মিঃ টুর্লিকে। প্লীজ, আমি এখানে একটা ভাল কাজ পেয়েছি। আমি বড়লোক হতে চাইনা, কিন্তু আমি আমার ডিগ্রীর জন্যে.....'

'তোমার কি?' উইলি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

BanglaBook.org

ওয়ালডো ব্যাখ্যা করার মতো করে বললো, ফিজিক্যাল এডু-কেশনে ডিগ্রী নিতে আমি সারাটা শীতকাল কলেজে যাই। আমি প্রশিক্ষক হবো বলে আশা রাখি।

'আচ্ছা, প্রশিক্ষক', উইলি বললো 'তোমার চাকরিটা ঠিক করে রেখো।'

'আপনি কিছু বলবেন না তো, স্যার?'

'আমি তো বললাম আমি, আমি বলবোনা।'

'ধন্যবাদ। আমি আপনাকে বলেছিলাম ব্যাপারটা পাগলামি। এই কাজের জন্যে আমার নাম ওয়েটিং লিস্ট এ ঝুলেছিল। আমি অন্যতম এক ভাগ্যবান।'

'ঠিক আছে, সেটা মনে রেখো ওয়ালডো; আর ভাগ্য বানই থেকো।' উইলি বললো।

অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওয়ালডো বেরিয়ে গেল।

যদিও বাইরে থেকে মনে হোলো উইলি শান্ত আছে তবুও ভেতরে ভেতরে তুমুল ঝড় উঠতে আরম্ভ করেছে। একসময়ে ও রেগে গেল। রাগ চরমে উঠলে ওর মনে হোলো ঐ পত্রিকার সম্পাদককে একটা ফোন পাঠায়।

শেষে ওর মন শান্ত হোলো। তারপর ও আর একটা চিঠি লিখতে বসলো।

BanglaBook.org

প্রিয় জোকার,

তোমার মাথাটা ঠিক রেখো। এটা কিছুই না। তুমি খুব নরম হয়ে পড়েছ। ভলে কথা পরামর্শ দিলাম। কিছুই ঘটেনি কিছুই ঘটবে না।

সম্পাদক নিপাত যাক। যদি একটা বোমা থাকতো তবে একেবারে বন্ধ করে দিতাম আমি। কিন্তু একটা বোমা এখানে দরকারই বা কী? ধ্যুত্, যত্তো সব।

আর এক সপ্তাহ এখানে ছিল ও।

ও নিশ্চিত হয়েছিল যে ওয়ালডো আর কোন ঝামেলায় ফেলতে পারবে না।

২

বেক প্যারী থেকে এল এ্যাভেল। সুন্দরী এ্যাভেল। উইলি অনেকক্ষণ ওর সঙ্গে কাটালো।

এধরণের খেলা বছর বছর চলতে থাকলেও ওর ক্লান্তি আসে না। ও সাধারণতঃ একটুকরো আসবারপত্রের চেয়ে কোনক্রমেই একটা মেয়েকে বেশি মূল্য দেয় না।

এ্যাভেল পোষাক পরতে পরতে ওর দুবছরের মেয়ের কথা বলতে আরম্ভ করলো। উইলি কিন্তু শুনছিল না। এ্যাভেল ওর দিকে তাকিয়ে বললো,

'তোমার কোনো ছেলেমেয়ে নেই?'

'না।'

'তুমি নিশ্চয়ই বিবাহিত।'

'কেন, নিশ্চয়ই।'

'এ ধরণের মেয়েরা সবসময়েই বিবাহিতাই হয়।'

'সত্যিই কি?'

'আমি বলতে চাইছি, এটা ওদের কাছে খুব সুবিধাজনক এরকম পাকাপোক্ত ব্যবস্থা। অবিবাহিত লোক দেখেই তারা টোপ ফেলে তারপর তার সঙ্গে……। আর, বিবাহিত লোকের ধারে-কাছেও ঘেঁষে না ওরা।'

'খুব মজার ব্যাপার তো।' উইলি বললো। মনে মনে চাইছিল তাহলে যেন এই মুহূর্তে বেক প্যারিতে ফিরে যায়।

BanglaBook.org

'ভেরা আমাকে বলেছিল তোমার বিয়ে হয়ে গেছে।' এ্যাভেল চিন্তান্বিত হয়ে বললো'

'তোমার মনে হচ্ছে যে, আমি খুব বদমাইস?' উইলি জানতে চাইলো।'

এ্যাভেল ঘিন্‌ঘিন্ করে হাসতে লাগলো। ওর বড় বড় বুকদুটো ওঠানামা করছিল।

'না, নিশ্চয়ই না।' ও বললো. 'তুমি খুবই নিঃসঙ্গ। ভেরা তোমাকে পছন্দ করে খুব। আমার মনে হয় ও আমাকে ঠিক সহ্য করতে পারে না। তবে দোষটা আমার।'

উইলি কোনরকম মন্তব্য করলোনা। এ্যাভেল নিজের পোষাকটা ঠিক করে বললো, আমার চেনটা ঠিক করে দাও তো।'

উইলি ওর চেইনটা ঠিক করে দিয়ে ওর হাতে একটা খাম দিল। এ্যাভেল ইতঃস্ততঃ করলেও তারপরে দেখলো ওটা। এ ধরণের ব্যাপারগুলো ভেরা আর এ্যাভেলের মতো মেয়েদের কাছে খুবই শোচনীয়। কয়েকবছর অগাধ সম্পত্তির মধ্যে থেকে তারপর তারপর নিজের বাড়ীতে ফিরে যায়।

হঠাৎ এ্যাভেল ওকে জড়িয়ে চুমু খাবার চেষ্টা করলো। উইলি ওকে বারন করলো।

'কেন, এরকম নিয়ে দুবার হোলো!' এ্যাভেল বললে।

'তোমার জন্যে তো সবসময়ই আমি আছি।'

'আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি ভেরা এতকিছু পায়নি।' এ্যাভেল বললো।

এ্যাভেলদরজায়গিয়ে বললো,'তুমি আমাকে যখন তখন ডাকতে পারো? তোমারমতোলোকেরসেবারজন্যে আমি সবসময়েই আছি।'

বলে বেরিয়ে গেল এ্যাভেল। উইলি দরজা বন্দ করে দিল। তারপর ওর নিজেকে বড়োই একা লাগলো। অনেকক্ষণ ধরে শাওয়ারে স্নান করলো।

BanglaBook.org

তারাভরা রাত। মেঘমুক্ত আকাশ। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে।

ট্রোপিকো সত্যিই খুব সুন্দর জায়গা। উইলি এখানে বেশ ভালই ছিল। ভাল খাবার দাবার খায়, ভাল জায়গায় থাকে। আর শহরটা এ্যাভেল আর ভেরার মতো মেয়েতে ভর্তি। শুধু দরকার টাকার। আর এ জিনিষটি উইলির বেশ ভাল রকমই আছে।

ওর স্যুইটের পেছনে পার্ল অব পরিয়েন্ট-এ একটা টি. ভি. সেট আছে। উইলি এখানে চলতি একটা ছবি দেখছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ দেখার পর আর ভাল লাগলো না ওর। এ সান্ধ্য দৈনিকটা পড়তে আরম্ভ করলো। কিন্তু পৃথিবীর লোকেদের দুঃখ দৈন্যের খবর বেশিক্ষণ পড়তে ভাল লাগে না। আর ঠিক সেই সময়ে ওর সেই পত্রিকাটার কথা মনে পড়লো। এই পত্রিকাটা ওয়ালডো ওকে দেখিয়েছিল। বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল : লাল টাকার ডাকাতি।

পুলিশের গুলিতে লীঅন বেলিনি মারা গেছে ; রিক নোভাক তিনতলা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারা গেছে। উইলির কাছে ওরা আর টাকার দাবী নিয়ে আসবে না।

মার্লি পিটার্স, জো উইকস্, ক্যালন ও কী কি সকলেই জেলের মধ্যে।

কার্ল বেনেডিক্ট ? ও উইলির টাকা পয়সা নিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু দুমাস পর উইলির বাড়ির সামনে ওর মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে পুলিশ।

আর আছে জমি কোয়েটেও। উইলির সঙ্গে কাজটা করতে খুব সাহায্য করেছে। ও অবশ্য উইলির—কাছ থেকে তেমন কিছু দাবী করেনি। উইলি ওকে যা দিয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থেকেছে ও।

শুধু উইলি ম্যাডেনই একমাত্র অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে গেছে। প্রায় আধ মিলিয়ন ডলার অথবা ঐরকম পরিমাণ নিয়ে ও পালিয়ে

BanglaBook.org

গিয়েছে। উইলি ম্যাডেন। যে লোকটাকে কোন অপরাধেই অভিযুক্ত করা হয়নি। ষোল বছর বয়েসে ও সৈন্যের পদ থেকে বরখাস্ত হয়। তারপর এক বিখ্যাত গোয়েন্দা জন কোয়েটের কাছে কাজ করে; তারপর ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নীর অফিসে তদন্তকারী হিসেবে যোগদান করে; অবশেষে কেনমোর ট্রাস্টে সিকিউরিটি অফিসার হয়ে কাজ করে।

ডিটেকটিভ নেক্যেটনার্থ আর্ট ক্রামার এক পুলিশ রিপোর্টারকে বললেন, কল্পনা করতে পারেন? এতগুলো বছর কিভাবে সকলের চোখে ধুলো ছিটিয়ে বেরিয়েছে। মাথা চাই, মাথা। কি ধুর্ত্ত বদমাইস ডাকাতির পরেও আমার ওর ইদিশ করতে পারিনি। ও অদৃশ্য হোলো। আর আমাদের মনে হয় ওকে কেউ কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে। আর এখন, ওর নামই নেই আর। ওর সংগে যে তিনজন জড়িত তারাও নাম করে না। একেবারে শেষ হয়ে গেছে।'

আশ্চর্য!' রিপোর্টার বললেন।

প্রায় দুপুর দুটোর সময় উইলি একটা চিঠি লিখতে বসলো।

ডীয়ার জোকার,

ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে যাওয়া ভাল। জন কোয়েট এখনও জীবিত। ও তোমাকে যদি দেখতে পায় তবে কিন্তু মেরে ফেলবে।

কার্ল বেনেডিক্ট জীবিত, আমি নিশ্চিত। আর আমি কার্লকে জানি। ও সবসময় জোচ্চুরি, চুরি-চামারি, ডাকাতি আর মেয়েছেলে নিয়ে কাটায়। ও তোমাকে যদি দেখতে পায় তবে হাসতে হাসতে তোমাকে খুন করে ফেলবে।

তাহলে?

ওরা তোমাকে দেখতে পাবে না।

কিন্তু যদি পায়?

banglabook.org

সে তুমিই পাও আর ওরাই পায়।

এ ব্যাপারটা পরিস্কার হওয়া ভাল, জোকার

ও চিঠিটা পুড়িয়ে দিল। তারপর বিছানায় গিয়ে সারাটা দুপুর আরামে ঘুম দিল।

৩

এখন চলে যাবার সময়। সকাল আটটা। উইলি ওয়ালডোকে দশটা ডলার দিয়ে বললো, 'আরো কিছু পত্রিকা এনো।'

ওয়ালডো এত খুশী হয়েছিল যে, ওর বড় হাতটা উইলির কাঁধের ওপর রাখলো। উইলির এটা পছন্দ হোলো না! ও মৃদু হেসে কাঁধটা ঝাড়া দিয়ে ওর হাত সরিয়ে দিল।

উইলি এবার চলে যাবার জন্যে ব্যাগ বাঁধলো। তারপর ম্যানেজারের কাছে গিয়ে ম্যানেজারকে পেল না। ম্যানেজারের স্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিলেন একটা সরু লো-কাট গ্রীষ্মকালীন পোষাক পরে।

উনি বললেন, 'আপনি চলে যাবার জন্যে দুঃখ পেলাম, মিঃ শ্যানন, আমরা ভেবেছিলাম আপনি সারাটা গরমের দিনে এখানেই কাটিয়ে যাবেন। আপনি যেখানে যাচ্ছেন তার ঠিকানাটা দিন।'

'আমি সানফ্রানসিস্‌কোতে একটা রিজার্ভেসন পেয়েছি, উইলি বললো, তবে এখানে তো আমি একটা দিন থাকবো। সেই জন্যেই আপনাকে আমি জানিয়ে দেবো পরের মাসে কোথায় যাবো।

ম্যানেজারের স্ত্রী বললেন, অবশ্যই আমাকে জানিয়ে দেবেন। আপনার মতো লোকের সেবা করতে আনন্দ, মিঃ শ্যানন।

উইলি বিনয়ে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলো।

ঐ রাতেই দশটার সময় ওয়ালডো চুপচাপ বসে বসে ভাবছিল। ওর জীবন কত সুন্দর। আরো সুন্দর হতে পারে। মিঃ টুর্লি ওকে

BanglaBook.org

বিশ্বাস করেন, ভালবাসেন। ট্রোপিকো ভাবে সবচেয়ে বড় লোক মিঃ টুর্লি। তবে ওয়ালডো চেয়েছিল ও ওর নিজেরই 'বস' হবে। কোন স্কুলে ফুটবল কোচ অথবা ঐরকম কিছু হবে।

তবে ও ওর নিজের ভবিষ্যতের চেয়েও বেশি ভাবছিল মিঃ শ্যাননের কথা। আর খুব তাড়াতাড়ি ও আরো অপরাধ-সংক্রান্ত পত্রিকা নিয়ে আর একশোবার পড়তে লাগল।

তোমার চোখ দুটো যে নষ্ট হয়ে যাবে এবার? কেউ অন্ধকার থেকে বললো। ওয়াডো তড়াক করে লাফিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে,

'জ্যাক। আপনি!'

জ্যাক আগে ছিল লস এ্যাঞ্জলস্ এর পুলিশ অফিসার। এখন বিশ্রাম নিয়েছেন ঐ পেশা থেকে। বর্তমানে পার্ল অব অরিয়েন্টের নাইট সিকিউরিটিম্যান। পার্ল অব অরিয়েন্টে-এ কোনো বড় ধরনের ডাকাতি অথবা চুরি হয়নি।

ওয়ালডো ওকে এক বুড়ো ভাম বলেই ধরে নিয়েছিল আর ওর সঙ্গে এড়িয়ে যেতেই চাইতো।

'এগুলো কি এতো পড়ছো?' উনি পত্রিকা গুলোকে দেখিয়ে বললেন।

'এই, মাঝে মধ্যে পড়ি।'

'তুমি হোচ্ছো গিয়ে এখন কলেজে পড়া ছেলে। তোমার ভাল-ভাবেই জানা উচিত এসব।'

'এখানে শুধু অপরাধের খবরাখবরই নেই। অপরাধীর ছবিও দেওয়া আছে। এরাও তো এক ধরনের সমাজ হিতকর কাজ করছে।'

জ্যাক বললো, 'হ্যাঁ, আমি জানি। আর ঐসব লোকেদের ঐ ছবিগুলো দেখেই ধরা হয়। ল্যাংটো মেয়েদের ছবিও ছাপা হয় ওসব জায়গায়।'

ল্যাংটো মেয়েদের ছবি ছাপা হলে ক্ষতিটা কি?

BanglaBook.org

মেয়েরা নিজেদের পোষাক খুলে ফেলতে পারে না। 'আমার মা সারাটা জীবন বাবার সামনে কাপড় খুলতে আসেন নি। মা অতিরিক্ত ভদ্র।'

ওয়ালডো জিগ্যেস করলো, 'একটা ছবি দেখবেন জ্যাক?'

'ল্যাংটো মেয়ের?'

ওয়ালডো বললো, 'না! আপনি তো বুড়ো হয়ে গেছেন।'

জ্যাক রাগে কাঁপতে লাগলো কিন্তু কিছু বললো না।

ওয়ালডো বললো' 'শুধু আপনাকে একটা অপরাধীর ছবি দেখাবো।'

ওয়ালডো জ্যাককে উইলি ম্যাডেন-এর ছবি দেখালো।

জ্যাক চশমা পরে অনেকক্ষণ ধরে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলো।

'ওকে আগে কখনো দেখেছেন?' ওয়ালডো জিগ্যেস করলো?

জ্যাক ওয়ালডোর দিকে কৌতুহল নিয়ে তাকালো তারপর বললো, 'আমি তো ওকে দেখিইনি আগে। ও পূর্বদিকের অপরাধী। আর আমি তো অনেক আগেই বিশ্রাম নিয়েছি·····জ্যাক আবার তাকালো ছবিটার দিকে।

'হ্যাঁ জ্যাক?'

'·····আচ্ছা, এর নামটা কি—'

'মিঃ শ্যানন।'

হ্যাঁ, মিঃ শ্যানন।

'তাহলে আপনি মনে করছেন যে ওরা একই লোক?' ওয়ালডো জিগ্যেস করলো।

'তুমি কি পাগল? ও ট্রোপিকো বীর? পার্ল অব অরিয়েন্ট-এ এভাবে থাকতে যাবে কেন.....আর খুবই নম্র লোক। ও এখানে প্রায় দু তিনমাস আগে এসেছে, তাই না?'

ওয়ালডো বললে, আচ্ছা—এতে বলছে উইলি ম্যাডেন পাঁচশো হাজার ডলার পেয়েছে।

BanglaBook.org

জ্যাক চেয়ারে বসে ভাবতে লাগলো।

'তুমি জানো ওর নামে বিরাট পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।'

ওয়ালডো চোখ দুটো বড় বড় করে বললো, 'হ্যা, আপনি ঠিকই বলেছেন। এই পত্রিকাটাতেও সেরকমই বলছে। তাহলে ফোন করে অথবা বেতারে খবর দিন।'

দাঁড়াও, দাঁড়াও,' 'জ্যাক বললো,' একটু চিন্তা করার দরকার আছে। যদি সত্যিই এই লোকটাই মিঃ শ্যানন হয় তবে আমরা ওকে ধরার জন্যে সাহায্য করবো। আমাকে এই পত্রিকাটা দাও। আমি এটা আলি জর্ডনকে দেবো। ও ধরতে পারে।'

'উনি কে?' হতভম্ব হয়ে জিগ্যেস করলো ওয়ালডো।

'কেন, ও ট্রেপিকো বীচ-এর ডিটেকটিভ। আমার ছেলের বন্ধু। খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে ওর। ও আমাদের পরামর্শ দিতে পারে। ও জানাবে কি করা উচিত।'

ঠিক সেসময় ওয়ালডোর মনে পড়লো মিঃ শ্যাননের লাল চোখ দুটোর কথা। ও ধাতস্থ হয়ে বললো, 'আপনি পত্রিকাটা নিন, জ্যাক। এটা আপনার।

'সুন্দর, সুন্দর, ঠিক আছে।' জ্যাক বললো।

সেই রাতে আবার এলেন জ্যাক।

ওয়ালডো বললো,' 'সব ঠিক আছে?'

'ও খুব উৎসাহ দেখালো। খুব উৎসাহ দেখালো।' জ্যাক গর্বিত হয়ে বললেন, 'চাকা এখন দ্রুত গতিতে ঘুরছে। আমাদের বন্ধু মিঃ শ্যাননের নরকে যাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে।'

জ্যাক বললো, 'যেখানে ডাকাতি হয়েছে সেখানে যাবে ও। তারপর ওখানকার ডিটেকটিভদের সঙ্গে কথাবার্ত বলবে। এফ. বি. আই এরও নজরে পড়েছে ব্যাপারটা।'

ওয়ালডো অল্প কাঁপছিল। যদি সত্যিই মিঃ শ্যাননই উইলি ম্যাডেন হয় তবে ওকে ফিরে আসতেই হবে……।

BanglaBook.org

জানি কোয়েট ষাঁড়ের মত ঘামছিলো আর চিন্তা করছিলো সকালবেলায় ও একটা অপরাধ সংক্রান্ত পত্রিকা পেয়েছে। যেটা ও আদৌ পছন্দ করে না। ও যতদূর জানে, ও যে ডাকাতিতে জড়িত ছিল তা কেউই জানেনা। ওদের মধ্যে দুজন মারা গেছে। তিনজন জেলে আছে। আরও একজন মারা গেছে অথবা এর হদিশ পাওয়া যায়নি।

জানি ওর ৩৮-এর রিভালবারটা বের করে এর ভেতর থেকে গুলিগুলো সরিয়ে নিয়ে তারপর তেল দিয়ে আবার গুলিগুলো পুরলো। ওর চোখদুটো এত তীক্ষ্ণ যে চশমার দরকার করে না। দুটো ঘটনা ওকে একেবারে বিখ্যাত করে তুলেছে। এই বুড়ো বয়সেও ও ওর জেদ্ দেখিয়ে যাচ্ছে।

কেউ জানে না কতটাকার মালিক ও। ও খুব সাধারণভাবে থাকে। ওর অফিসটা খুব পুরোণো। এয়ার-কণ্ডিশান করানো হয় নি। একটা সস্তা দামের গাড়ি চালায়। এক পেনিও বাজে খরচ করেনা ও। কিন্তু অপরাধের জগতে অন্যান্য অপরাধীরা জানে যে সব ব্যাঙ্কেই ওর টাকা আছে আর সরকারকে গত কুড়িবছর ধরে আয়করে ঠকিয়ে আসছে ও।

ওকে খুন করার অনেক চেষ্টা হয়েছে।

জনি বললো, 'আমি টাকাপয়সার স্বাধীনতা পেয়েছি।'

উইলি ঠিক আছে; খুব শান্ত, সমর্থ, শক্ত আর বিপজ্জনক লোক।

আর বাদবাকীরা……জনই বুদ্ধি খাটিয়ে এদের ভবলীলা সাঙ্গ করেছে একের পর এক।

লিওন বেনিলি, রিক নোভাক, আলি পিটার্স .....সব—সব কটাকে খতম করে ফেলেছে।

ফোন বেজে উঠলো। শ্রীমতী পিট উত্তর দিল ও জনির

BanglaBook.org

সেক্রেটারী। কিছু পরে ও ফোন ছেড়ে দিয়ে এল জনির কাছে। জনিকে বললো ও, 'উনি তো নাম বললেন না। এটা কিরকম হোলো? আমি তো ঠিক……ওহ্, উনি বললেন আপনাকে যেন বলি যে, উনি একটা পত্রিকার সম্পাদক।'

রেগে গিয়ে পিঠের কাছ থেকে ফোনটা তুলে নিল জনি। তার পরে ফোনে বলতে লাগলো, 'কি চাও হে, কুত্তা কোথাকার?'

ওদিকে থেকে নীচু স্বরে গলা ভেসে এল, 'একটা কথা আছে। তুমি যা ভাবছো তা নয়। আমি তোমার উপকার করতে চাই।'

'ওহ্ নিশ্চয়ই,' জনি বললো।

'আমি উইলির সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনেছি উইলির কাছে আধ মিলিয়ন ডলার আছে। আমরা কি কথাবার্তা বলতে পারি?'

কার্ল বের্নোডিষ্ট! বোধহয় নিজের টাকা খরচ করে ফেলেছে। আর এখন উইলির টাকাও চায়। যাইহোক আধ মিলিয়ন ডলার তো কম কথা নয়। এক মুহূর্তের জন্যে জনির হাত লোভের আনন্দে কেঁপে উঠলো।

'ঠিক আছে,' জনি বললো, 'আমরা কথা বলবো।'

'হ্যাঁ'।

'ওখানে থেকো। আমি আজ রাতে আটটা থেকে দশটার মধ্যে যাবো।'

জনি রিসিভার রেখে শ্রীমতী পিটের দিকে ফিরে বললো,' বাড়ি যাও, কর্তা। তোমার নাতি-নাতনিদের দেখা শুনো করো গিয়ে, আমি আজ আমার কাজ বন্ধ করে দিচ্ছি।'

শ্রীমতী পিট হাসলো। ওর কাছে সেই পুরোনো জনিকে আর দানবের মতো লাগেনা। ওর চেয়ে জনি কুড়ি বছরের বড়। কিন্তু ওকে কম কাজই করতে হয় কিন্তু ভাল মাইনে দেয় ওকে।

'তোমার টুপিটা পরে নিয়ে যাও,' জনি বললো 'তোমাকে একটু নিরালায় চিন্তা করতে হবে।'

BanglaBook.org

'আপনি ওষুধটা খেয়েছেন ?' শ্রীমতি পিট জিজ্ঞেস করলো।

'না আমি ওষুটা খাইনি,' অপরাধির মতো বলে জনি।

'আচ্ছা, তাহলে খেয়ে নিন,' শ্রীমতি পিট অনেকটা ধাত্রীর মতো বললো।

জনি ওর প্রাইভেট অফিসে ঢুকে দরজাটা ধড়াস করে বন্ধ করে দিল। তারপর বসে বসে একমনে ভাবতে লাগলো।

৫

কার্ল-এর উঁচু দরজাটা খোলাই দেখলো জনি। ও ঢুকলো।

জনি কার্ল-এর নাম ধরে ডাকতেই মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটা লোক লাফিয়ে উঠলো, 'কোন নরকে আছো তুমি, বুড়ো ভাম ?' কার্ল চটে গিয়ে বললো।

সোজা গিয়ে বসো। আমার কাছে একটা বন্দুক আছে কার্ল আর সেটা প্রয়োজন হলে তোমার ওপর প্রয়োগ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করবো না আমি।'

'যীশুর দিব্যি দিয়ে বলছি, 'কার্ল' বিরক্তির সঙ্গে বললো, 'আমি তোমাকে কি বলেছি আমার উপর বন্দুক চালাতে ?'

'আমি কিন্তু তাই মনে করেছি, জনি নিজেকে বলার মতো করেই চুক্‌চুক শব্দ করে বললো, আর তোমার হাত দুটোকে অত দ্রুত চালিও না। তোমার হাতে একটা জলন্ত সিগারেট আছে।'

কার্ল' বিরক্ত হয়ে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তারপর দুটো হাতই মাথার ওপর ওঠালো।

'কিরকম লাগছে এখন ?' ও বললো,

BanglaBook.org

সুন্দর ! এবার চলে এসো।··· ব্যস্ ব্যস। এবার থামো। ডান দিকে যাও। এবার আমাকে দেখতে পাচ্ছো।'

'তোমাকে হাতীর মতো মনে হচ্ছে এখন। কিন্তু, যাই হোক, আমি জানি।, আমি ঠিক জানি তুমিই।'

'কার্ল। ঠিক আছে, কথা বলো। আমি যদিও ভাল নেই।'

কার্ল কথা বলার সময় ওর হাতদুটো একটু নামালো। তারপর বললো,

৭-এর প্রেসিথর্ব-এ আমার একটা বন্ধু আছে।'

'তাহলে তুমি গুপ্তচরবৃত্তি করছো।'

'তাতে তোমার কি !' জনি রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।

'আমি শুধু বলেছিলাম।'

'ঠিক আছে।'

জনি বললো, 'কিন্তু তুমি এখনও সেই বোকাই রইলে।'

কার্ল হঠাৎ চটে গিয়ে বললো, 'আমিই দল ভেঙেছি।'

আমি জানি তুমিই দলটা ভাঙলে। বোকা কোথাকার! সেজন্যেই আমি তোমার পেটে বন্দুকের নলটা বাড়িয়ে ধরেছি কর্লে।'

কার্ল সুর পাল্টে বললো, 'ঠিক আছে, শুধু শোনো, বুঝলে? উইলি দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় ট্রোপিকোর নীচে একটা হোটেলে ছিল এখানেও নিজের নাম রেখেছিল শ্যান্ন। ঠিক সময় মত পালিয়েছে। আমি অপরাধ সংক্রান্ত পত্রিকা তোমাকে দিয়েছিলাম। হোটেলের একটা ছেলে ওতে উইলির ফটো দেখিয়েছিল। সেজন্যেই আবার গরম গরম শুরু হয়ে গিয়েছে ; এফ বি আই থেকে শুরু করে সকলেই এবার ওঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু যদিও আমি উইলিকে চিনে ফেলি এজন্যে ও এখন ছদ্মবেশ নিয়েছে। ওর নাম পাল্টিয়ে বেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন কোথাও কিছু ঘটেনি। আর উইলিকে আমি যদি চিনে থাকি তবে ও ক্যালিফোর্নিয়াতেই থাকবে। দূরে কোথাও যেতে

BanglaBook.org

সাহস করবে না। তাহলে এখন লোকেরা জেনস শ্যাননের পেছনে লাগবে। আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পেরেছো তো।'

'বুঝলাম,' জনি বললো,

'আচ্ছা, আমি যদি তল্লাসি চালাই তবে কিন্তু জেনস্ শ্যাননকে খুঁজবো না। কালো চুলের অন্য কোন লোককেও খুঁজবো না।'

'হুম' জনি বললো।

'হুম্, মানেটা কি—তোমার আর কোন উৎসাহ নেই দেখছি।'

তুমি আমাকে অবাক করলে দেখছি,' জনি বললো' 'যদি আমি উইলিকে দেখি তবে চিনতে পারবো কিন্তু ওরা পারবে না।'

'তুমি কি তাহলে খুঁজবার জন্য যাচ্ছো?'

'আমার মনে হচ্ছে তুমি কাজের কিছু অংশ করছো।'

'তুমি আমাকে টাকা দিতে চাও।'

'সেটা ঠিক।'

'তোমার একশো পঞ্চাশ হাজার ডলার ছিল। তুমি এটা দিয়ে কি করেছিলে?'

'আমি খরচ করেছিলাম। আর কিছু?'

'তাহলে আমার কাছ থেকে টাকা বার করবার জন্যেই তুমি এই মতলব ঠাউরেছে।'

'তুমি একটা জিনিস ভুলে গেছ। আমি ফুরিয়ে গেছি, মনে আছে তো? তুমি আমার কাছ থেকে আর কিছু পাবে না। এটা তুমি ভাল ভাবেই জানো।'

জনি চুপ হয়ে গেল তবে ওর লোভটা তখনও ছিল। আট মিলিয়ন। এখনকার দিনে তো এটা ভাগ্যের ব্যাপার। এত টাকা তো, কোন মানুষ তার সারাটা জীবনে দেখেনি।

'আচ্ছ কোথা থেকে এ টাকাটা পেল বলো তো?' আর কিছু কথাবার্তা না পেয়ে জনি বললো।

BanglaBook.org

'ব্যাঙ্ক থেকে।'

জনি বললো, 'ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাকে! আমরা একসঙ্গে মিলে এখান থেকে বেরিয়ে যাবো—আমরা তিনজন!'

কার্ল বললো, 'তুমি ওকে চিনতে পারবে।'

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর কার্ল বললো, 'আমি ঠিক জানিনা যদি—'

'তাহলে ভুলে যাও একথা।'

আমি এ নিয়ে এর সঙ্গে কথাবার্তা বলবো।'

'ভাল, জনি বললো,

'আমার ভাল লাগছে ওর নামটা তোমার কাছে বলতে, কিন্তু আমি পারছিনা।'

'ওর নাম তোমার কাছ থেকে শুনলে ভাল লাগবে না। আমি ওর কাছে যেতে চাই, কথাবার্তা বলতে চাই, ওর ধ্যান ধারণা শুনতে চাই।'

তুমি কি পাগল হলে? আমরা শুধু টাকা চাই। 'উইলি নিপাত যাক।'

জনি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। আট মিলিয়ন ডলার। ঠিক আছে। ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলো। তারপর আমার অফিসে দেখা করো। তুমি হোচ্ছো গিয়ে যাকে বলে 'সম্পাদক'। যদি না কর তবে এবার আমি তোমার কাছে কিছু শুনতে চাই না।'

'তুমি বোকা। আমি তো তোমার ডান হাত ছিলাম' তাই না? —এসব কিছু ঠিক্‌ঠাক্‌ করতে চেষ্টা করেছিলাম।'

'সত্যি।'

'তাহলে ঠিক আছে। তবে ওটা মনে রেখো!'

'তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, কার্ল!'

'আমি শুধু প্রস্তাবটা করলাম।'

'তাহলে এটা দূরে সরিয়ে রাখো।' জনি বললো।

BanglaBook.org

কার্ল দরজার কাছে গিয়ে সিগারেট ধরালো। জনি অবিশ্বাসের সঙ্গে চিন্তা করতে লাগলো। আস্ত একটা বোকা, কার্ল।

রাস্তায় এখন নিকষ কালো অন্ধকার।

হঠাৎ জনির পুরোনো কথা সব ভেসে উঠলো মনে। প্রাচীন রোমের মতোই মৃত সব স্মৃতি।

৬

পরের দিন, ঐ শহরেই ডিটেকটিভ সার্জেণ্ট জিম গ্লিংকা শ্রীমতি ম্যাভেলকে ফোন করলো। শ্রীমতি করনেলিয়া ক্যাটস্ রিসিভার ধরে বললো,

'হ্যাঁ,'

আমি শ্রীমতি ম্যাডেনকে চাই,'

এ কাঁধ বাঁকিয়ে একটু বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর ঘুরে বললো ; এক যুবক শ্রীমতি ম্যাভেনকে খুঁজছেন।'

জোরালো গলা পাওয়া গেল। যুবক লোক? তবে কি পুলিশ অথবা রিপোটার?'

'তা তো বললো না।'

ম্যাডেন ওকে ওর নিজের কাজ করতে বললো। ও চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদে গ্লিংকা এল।

শ্রীমতি ম্যাডেন গ্লিংকার সামনে এসে বললো, 'আমার তো মনে হচ্ছে আমি আপনাকে চিনি।'

'না ম্যাডাম,' বলে গ্লিংকা নিজের পরিচয় পত্র-দেখিয়ে বললো, 'আমাদের আগে আলাপ পরিচয় তো হয়নি।'

'কি চান আপনি? ওরা কি উইলিকে খুঁজে পেয়েছে?'

'পাওয়া কি উচিত?'

BanglaBook.org

ও এবার সোজাসুজি গ্লিংকার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার সেরকমই মনে হয়।

শহরের অর্দ্ধেক পুলিশ তো ওর পেছনে লেগে রয়েছে।'

'আপনি ওর কাছ থেকে দৈবাৎ কিছু শোনেন নি?'

'প্লীজ—আমি এখানে বছরের পর বছর আছি। না। কোন কিছু ওর কাছ থেকে শুনিনি। যখন ও টাকাতির ব্যাপারে অভি-যুক্ত হোলো তখন থেকেই আমি কিছু শুনিনি ওর কাছ থেকে। আর যদি আমি শুনেও থাকি, আমি আপনাকে বলতে যাবো না। তাহলে আপনি আপনার অমূল্য সময় আর নষ্ট করছেন কেন?'

গ্লিংকা মনে মনে হাসলো। এই বৃদ্ধা মহিলাটির প্রশংসা করলো। তারপর বললো, 'এটাই তো আমার কাজ। আর আপনি জানেন ও সেটা।' এবার কিছুনা বলে গ্লিংকা ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখলো। একটা সোফা বড় বড় কয়েকটা বালিশ আর সুন্দর পয়সা কিছু দেখতে পেল। সবকিছুই কেমন এলোমেলো অবস্থায় পড়ে আছে। তবে কোথাও একটুকু ধুলো নেই।

'যদি কিছু মনে না করেন তাহলে বলি' শ্রীমতী ম্যাডেন বললেন, 'এত কিছু করেও আপনারা একটামাত্র ছেলেকে ধরতে পারছেন না।'

'এরকমই মনে হচ্ছে বটে কিন্তু আপনার ছেলে খুব তৎপর আর ঠাণ্ডা মাথার ছেলে।'

'আমার কাছে তো সেরকম মনে হয় না।'

'এই? তাহলে কিরকম মনে হয়?'

'খুব খাটিয়ে ছেলে বলেই মনে হয়। সবসময় ও ওর নিজের কাজেই মেতে থাকে। আমাদের উপদেশ দেবার চেষ্টা করবেন না। উইলি আমার বড় ছেলে।'

'ও বাড়িতেই থাকতো বুঝি।'

'হ্যাঁ' বেশ কয়েকবছর তো ছিল। কুড়ি বছর বয়েসে লিও আর

BanglaBook.org

বার্লির বিয়ে হয়। আর পঁচিশ বছর বয়েসে ওরা দুজনেই দেনায় ডুবে যায়। উইলি ওদের সাহায্য করলো না। কিন্তু ও আমাকে সাহায্য করলো। প্রথমে আমি বার্লির কাছে থাকতাম। পরে লিওর কাছে ছিলাম। আমি চেষ্টা করতাম তাদের বাঁচাতে। কিন্তু উইলি আমাকে বাধা দিতো। ও আমার জন্যে আলাদা ঘর তৈরী করে দিয়েছিল। অবশ্য ও ঠিকই করেছিল। আমি নিজেকে মেরে ফেলছিলাম একরকম। ছেলেদের জন্য খাটতে খাটতেই অবশ্য। এখন আমি অনেক ডলার পেয়েছি আর মজা করে জীবনটাকে ভোগ করছি। উইলিকে আমি ধন্যবাদ দিই।'

গ্লিংকার কাছে ব্যাপারটা স্বপ্ন হোলো। তাহলে শ্রীমতী ম্যাডেন উইলির কাছে ঋণী।

'কিন্তু উইলি কম বয়েসে বিয়ে করেনি।'

শ্রীমতী ম্যাডেন কাঁধ বাঁকিয়ে বললেন, করেছিল। মেয়েটা খুব বাজে। ও উইলির ফেরার অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতো। আমি তাড়া লাগাতাম তাকে। উইলির বয়েস তখন সবেমাত্র উনিশ। আর মেয়েটা ওর থেকে অনেক বড়.....'

'আচ্ছা।'

'হ্যাঁ, আমি ওর হয়ে কিছু বলছিনা।

শুধু যা যা ঘটেছিল তাই বললাম। চার্চ-এর ধর্ম অনুযায়ী এটা পাপ কিন্তু লোকেদের তো মনুষ্যত্ব আছে।'

'বিয়ে নিয়ে কি ঘটেছে?'

'উইলি ওর বৌকে ফেলে বাড়ি চলে এসেছিল। মেয়েদের পরিবারই মেয়েটাকে দেখতো।'

'মেয়েটার কি হয়েছিল?'

'আমি ঠিক জানিনা। একবছর পরে এরা অন্য জায়গায় চলে যায়। পশ্চিমের বাইরে কোথাও।'

গ্লিংকা নোটবইটা বার করে কিছু লিখে নিল।

BanglaBook.org

'ওকে ওর বাড়ি থেকে নাম দিয়েছিল ডুরেকি।'

গ্লিংকা বললো। 'হ্যাঁ।'

'ওদের বাড়ির নম্বরটা মনে আছে? ওরা ক্লেবার্ন এ্যাভেনিই-এ থাকে।'

'হায় ভগবান, 'শ্রীমতী ম্যাডেন বসে পড়ে বললো, 'তা প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা। আমি ঠিক মনে করতে পারিনা ওরা ক্লেবার্ন-এ থাকে কিনা। ব্যাপারটা নোংরা।'

'হ্যাঁ ম্যাডম, গ্লিংকা বললো।'

'ওহ, আচ্ছা।' শ্রীমতী ম্যাডেন এক মুহূর্ত্ত পরে বললো, আপনি ভাবছেন উইলি ওদের দেখাশুনো করতে পারতো শ্রীমতী ম্যাডেন হাসলেন একটু। তারপর বললেন, 'সম্ভবত নয়: না।'

'আমরা ওদের ফ্যামিলির খোঁজ নিতে চেষ্টা করছি। মোটের ওপর ওর বৌ এখনও আছে আর ওদের তো একটা মেয়েও ছিল। ওর বয়েস হয়েছে এখন প্রায় পঁচিশ, তাই না?'

যতদূর মনে হচ্ছে সেরকমই, গ্লিংকা উঠে পড়লো। তারপর এক জনলার থেকে অন্য জানলায় গেল। নদীটা দেখতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে গ্লিংকা বললো 'আপনাদের জায়গাটা কিন্তু খুবই সুন্দর। আমি এখানে চলে আসতে পারি। আমরা যেখানে থাকি সেখানকার ভাড়াটা খুব বেশি।'

'সারাদিন ধরেই নদীতে নৌকো যাওয়া আসা করে, শ্রীমতী ম্যাডেন বললো, 'আর রাতে তীরে আলো জ্বলে। আচ্ছা, আপনাকে এক কাপ চা দিই?'

'না, ধন্যবাদ ম্যাডাম', গ্লিংকা বললো।

শেষেকালে গ্লিংকা হতাশ হয়ে পড়লো। শ্রীমতী ম্যাডেন সত্যি খুব ভাল মহিলা। উনি কি করে শ্রীমতী উইলি ম্যাডেন এর মা হতে পারেন? ব্যাপারটা ভাবতেও কিরকম গা ঘিন ঘিন করে।

BanglaBook.org

সেই বিকেলেই গ্লিংকা লিও আর মার্নার্ড ম্যাডেলের সংগে কথা বললেন। উইলিকে যে দুজনেই অপছন্দ করে তা বুঝলেন।

বার্নার্ড বললো, 'ওকে দূরে কোথাও রাখা উচিত যাতে আর কারো কোনো ক্ষতি না করতে পারে।'

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে গ্লিংকা স্টেশনে ফিরে গেল।

জিম গ্লিংকা ওর উর্দ্ধস্তন অফিসার লেক্ টেনার্ন আর্ট ক্রামারকে সব রিপোর্ট করলো।

ক্রামার বললেন, 'ঐ ডুরেকির ব্যাপারটা তো বেশ কৌতুহল জাগাচ্ছে। তাহলে উইলি ঐ মেয়েটার সঙ্গে আবার যোগাযোগ রাখতে পারে। যাই হোক, ঐ ফ্যামিলিটার খোঁজ খবর করতে হবে। তুমি যতরকম সাহায্য চাও, তা পাবে।'

ক্রামারের ইচ্ছে উইলির ব্যাপারটা নিজের হাতে নেওয়া। তাছাড়া ঘটনাক্রমে ক্রামার জানতো উইলি ধরা পড়বেই। ইতি-মধ্যেই পাঁচ পাঁচটা বছর কেটে গেছে।

ক্যাপটেন লেন বেশার বেশ বড়োসড়ো টাক মাথা ওয়লা লোক সবসময় ওর মোটা ঠোঁটে থাকে চুরুট।

'ডিটেকটিভ সার্জেন্ট নিক কে-র ব্যাপারটা কি—হোলো?'

'ওঁর চুরির ব্যাপারে? তা তো মঞ্জুর করা হয়েছে।'

'উনি তো উইলি ম্যাডেন এর ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ!'

'দুঃখের ব্যাপার। উনি ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছেন। আমি ডাক্তারের রিপোর্ট দেখছি। ওঁর জন্যে অন্য আবহাওয়া দরকার।'

'দূর' বাদ দাও। খুব বাজে ব্যাপার।

'ওহ' উনি যে অপরিহার্য্য তা তো নয়।'

'আমি ঠিক জানিনা।' ক্যাপটেন ক্লান্তভাবে বললেন, আমি এ কবছর ধরে ওই হতভাগ্যটাকে খুঁজছি।'

BanglaBook.org

'ওহ্, আচ্ছা' আমরা তো কাজ খারাপ করছি না। সাতজনের মধ্যে ও-ই শুধু পালিয়ে গেছে।'

'আপনি কি কার্ল বেনেডিস্ক এর ব্যাপারটা খুব নিশ্চিন্ত?'

আর্ট বললো, 'আমি ঠিক নিশ্চিত নই। ব্যাপারটা বেশ শক্ত। কিন্তু ওর কথা এখনও শোনা যায়নি।'

ক্যাপটেন বললেন, যদি ও জীবিত থাকে তবে ওকে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। কার্ল বেনেডিস্ক হয় মৃত না হয় টাকার জন্যে বোধ হয় বেরোননি। যাইহোক্, যতদূর আমি জানি ততদূর মনে হয় ওর ব্যাপারটা গৌণ। আমি উইনিকে চাই অবশ্যই।' ক্যাপটেন একটু থেমে বললো, তুমি কি জানো আমিই সেই লোক যে উইলিকে প্রথম কাজে লাগায়।

'সেইরকমই তো আমি শুনেছিলাম।'

'আমি সে সময় ক্যাপটেনের পদটা পেয়েছিলাম।'

'আপনি ওকে চিনলেন কিভাবে?'

'ঐ একই রেস্তোঁরায়। কলির রেস্তোঁরার নাম শুনলেন তো। খুবই চমৎকার খাবার পাওয়া যায়। উইলি প্রত্যেক রাতেই ওখান থেকে খাবার খেতো।'

বেশীর একটা বড় রুমাল নিয়ে ওর টাকটা মুছলো একবার।

'ঠিকএ কসময়ে নিক্ কে-কে হারানোটা আমার ভাল লাগছে না।, উইলি অবশেষে বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় ওকে পাঠিও আমাকে দেখবার জন্যে।'

আর্ট বললেন, 'ঠিক আছে।'

BanglaBook.org

৭

নিক কে লোহার মই বেয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠলো। ওঠবার সময়ে একেবারে শব্দ করলো না। নিকের এ ধরনের ওঠা পছন্দ নয়।

নিক ঠিক করে ধরে উঠতে লাগলো আর সেইসঙ্গে গালাগালি করতে লাগলো। এটাই শেষ। ও ওর জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে কার্ল-এর বোকার মত ধারণার জন্যে। ও আবার নিরাপদ আস্তনা খুঁজবে! যা তা ব্যাপার।

বিন্দুমাত্র শব্দ হচ্ছিল না। নিকের দুর্ভাবনা হচ্ছিল যদি কার্ল-এর একটা কিছু ঘটে যায়! তারপর ও কার্ল-এর শব্দ শুনলো। ও নাক ডাকাচ্ছিল।

কার্ল এর জেগে থাকার চেয়েও ঘুমোনোটা আরো বেশি ভয়ঙ্কর! কার্লের সম্বন্ধে যে গপ্পোটা শুনেছিল সেটা মনে পড়লো ওর।

নিক ফিস্‌ফিস্ করে ডাকতে লাগলো। 'কার্ল, কার্ল, কার্ল।'

কিন্তু কার্লের নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল না। নিকের বুকের ভেতর যন্ত্রণা হচ্ছিল। রাগে আর ভয়ে কাঁপছিলো।

'কার্ল!'

কম্বলটা নড়ে উঠলো। নিক একটা ধাতব শব্দ শুনতে পেল।

ও খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠলো, 'কার্ল আমি এসেছি!'

তারপর অপেক্ষা করতে লাগলো ও। কম্বলটা আবার নড়ে উঠলো। এবার নিক দেখলো ওর সামনে একটা বন্দুকের নল।

কার্ল বললে, 'আমাকে মইটা দাও।'

'বদমাইস কোথাকার·····কুত্তার বাচ্চা। সারাটা পথ আমি উঠে এসেছি, জানো! ইচ্ছে করছে তোমাকে ছুঁড়ে ফেলেদিই।'

কার্ল বসে পড়লো। তারপর বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, 'ওহ্ বাদ দাও, ওসব বাদ দাও, নিক। একটা লোক এই পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে একটা লোক হাঁসছে আর একজনকে ডাকছে এ ব্যাপারটা কি রকম?'

কিন্তু নিক কিছু উত্তর দিল না। ও বসে পড়ে বললো, 'যদি আমার বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকতো তবে আমি তোমাকে ঘাড় ধরে টেনে তুলতাম।'

BanglaBook.org

'আর তাহলে তোমার ভাগ্যটা কি খুলতাই হোতো? তুমি ওরকম কাজ করতেই পারো না।' কার্ল মৃদুস্বরে বললো।'

'যদি এটা অন্য কোন লোক হোতো'

'হ্যাঁ?'

'আচ্ছা, আমার মনে হচ্ছে তুমি বোকা। তোমার কিন্তু উইলিকে ধরার একটা সুযোগ ছিল। কিন্তু ও কেমন করে তোমার মতো লোককে ঘোল খাওয়াতে পারলো? যাই হোক, এ জায়গাটা কিন্তু দেখা করার পক্ষে খুবই বাজে জায়গা।'

ঠিক। কে লক্ষ্য রাখতে যাচ্ছে? আর যদি কেউ লক্ষ্যও রাখে তবে ওদের মুণ্ডু আমি নামিয়ে দেবো।

নিক বললো, 'ঐ যে ঐ বেশ্যীর·····ও আমার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করছিল। আমি ওকে বললাম আমার এক্স-রের দিকে তাকাতে। তুমি ভাবছ ও গ্রাহ্য করেছিল। ও ভেবেছে আমি বোধ হয় উইলিকে ধরতে পারদর্শী।'

কার্ল বললো, 'আমার মনে হয় তুমি পারদর্শী। ধরা যাক্ ও আমাদের সঙ্গে এল।'

'ও কি আসবে?'

'আমার মনে হয় আসবে। যদি তুমি ব্যক্তিগত ভাবে ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলো।'

সেটা আমি করতে পারি।

তুমি আমাকে কি নাম ধরে ডেকেছিলে।

'নিশ্চয়ই-নয়।'

'দেখো, কার্ল

নিককে অবশেষে জনি কোয়েটের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে সম্মত হয়েছিল। ও উইলিকে বছরের পর বছর চেনে আর·····ঐ সাংঘাতিক লোকটার টাকা ছাড়া আর কিছু দরকার নেই।

'উইলি বোধহয় ক্যালিফোর্নিয়াতেই আছে।' নিককে বললো,

BanglaBook.org

ওখানে গাড়ির বন্দোবস্তো করতে হবে। হোটেলের ছেলেটার কাছে লাইসেন্স নম্বর ছিল। ও জেমস্ শ্যানন ওই ছদ্মনাম ব্যবহার করে থাকে কিন্তু আর কোন রেকর্ড নেই ওর নামে।'

কার্ল কোন মন্তব্য করলো না।

'ঠিকানাটা দিও তো? নিশ্চয়ই। সান ফ্রানসিস্কোতে কেয়ারমেণ্টএ ওর একটা রিজার্ভেশন ছিল। কিন্তু ও পাকাপোক্ত ভাবে থাকার পর বেতারে জানাবে বলেছে। পুলিশও তদন্ত করে জেনেছে ও কেয়ারমেণ্টএ একটা রিজার্ভেশন নিয়ে থেকেছে। তবে এটা বাতিল হয়ে গেছে।'

কার্ল হাসলো একটু।

আর জেমস্ শ্যানন নয়, নিক। সে লোকটি মারা গেছে—কবর দেওয়া হয়েছে ওকে—আর তুমি ওকে ভুলে যাও।'

'ঠিক।'

'আর আমাদের কাজের পরের ধাপ এরকম হবে না, যদি আমি উইলিকে জানি।

'ও খুব ঠাণ্ডা মাথার লোক, নিক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'সব রকম কোলাহলের—ওপরে পাঁচ বছর কাটিয়ে দিল ও।'

তারপর নিক কার্লকে ডুরেকির পরিবারটা সম্বন্ধে বললো।

ও বললো, এরা সেটা ভুলতে পারে। সেজন্যে ওরা ফ্যামিলিটা খোঁজে। কিন্তু তাতে কি? কেন উইলি এদের কাছে যাবে আর ওরা উইলির সম্বন্ধে কি জানে? যদি আমি উইলিকে খোঁচাই তবে মুশকিল হবে।'

আবার নীরবতা। ওরা দুজনেই লাইটের দিকে তাকিয়ে বসে রইলো।

কার্ল জনি কোয়েট-এর কথা উল্লেখ করে বললো, আমি আগামীকাল রাতে সব ঠিক করবো। যদি তুমি ভেবে থাকো এটা মজার ব্যাপার তবে ভুল করবে।'

BanglaBook.org

নিক কার্ল-এর দিকে তাকালো। এরকম লোকের কাছ থেকে এরকম একটা কথা বেরোবে এটা ভাবতে পারেনি নিক। সেজন্যেই অবাক হয়ে গেল। তাহলে কার্ল একেবারেই সংবেদনশীল নয়।

'ও একজন ঝানু ব্যবসায়ী, নিক বললো।'

হ্যাঁ, কার্ল বললো, যতক্ষণ আমি ওর সংগে বসে কথা বলেছি ততক্ষণ আমার পেটের ওপর রিভল বারের নলটা রেখে কথা বলেছিল। আর ও ওইরকমই করে। সুতরাং কোন রকম ভুল পদক্ষেপ নিও না নিক। তাহলেই কিন্তু গুলী করে দেবে।

সময় কেটে যাচ্ছিল। ওরা এলোমেলো ভাবে কথা বলে যাচ্ছিল। কার্ল কোথায় থাকে সে সম্বন্ধে নিকের কোন ধারণাই ছিল না।

নিক ঐ মেয়েটার কথা বলতে যাচ্ছিল। ওর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল আবার ডাইর্ভোসও হয়েছিল।

কার্ল বললো, মজার ব্যাপার, আমি উইলির কাছ থেকে খরুচে মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জেনেছি। উইলি বাঁচার কায়দা জানে বুঝলে।

BanglaBook.org

৮

বন্দীকে দেখার আগেই লেফটেনাণ্ট আর্টিক্রামার বিব্রত আর উত্তেজিত হয়ে পড়লো।

ডাইলস্কো বললো, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ও আপনার সংগে দেখা করতে চায় কেন। উইকস্-এর ব্যাপারে বলতে গেলে বন্দী হয়ে ও একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। তর্জন গর্জন চালিয়ে যাচ্ছে অবশ্য! আমরা ওকে ভেতরেই রাখি আর বাইরেই রাখি তাতে কিছু যায় আসে না। দুদিনের জন্যেই রাখি আর তার কমই

রাখি তাতেও কিছু আসে যায় না। এখন ও চরম নিরাপদেই আছে সেখানে ও ওর সংগী বন্দীদের দেখতে পাচ্ছে। আর ওর অনেক অসুবিধে আছে। তবে ওর বুদ্ধি আছে যথেষ্ট। ও একবছর কলেজে পড়েছে। আমি এসব আপনাকে বলছি তার কারণ আপনি এই ধরনের লোকের সংগে দেখা করতে যাচ্ছেন।

ক্রামার বললেন, ধন্যবাদ, ডাক্তার। এটা খুব প্রয়োজনীয় হতে পারে। আর অন্যদের খবর কি?

দুজনেই ভাল আছে। পিটার্স মেসিন শপটা দেখাশোনা করছে আর মনে হচ্ছে বেশ ভালই আছে। ক্যালন ও কাকি বেশ ভালই আছে। ওর সমস্যাটা হচ্ছে শিকারের। ও তো এখানে এসব পায় না। আপনি বাইরে যা খুশী শুনুন তাতে কিছু আসে যায় না। ও খুব ভাল ক্রীড়াবিদ কিন্তু। জেলের মধ্যে সবচেয়ে ভাল যেসকল খেলোয়াড়। ক্যালনকে পছন্দ করে বেশি।

উইলস্কো বসে বসে মাথা নাড়াতে লাগলো। মনোচিকিৎসক হিসেবে ও ধৈর্য্যশীল হতে চেষ্টা করেছিল, খুবই ধৈর্য্যশীল।

ওরা দুজনে তখন ওয়ার্ডেনের অফিসে ছিল।

ক্ষীণ সূর্যালোক এসে পড়েছিল। জো উইক্‌সকে খুবই কুৎসিৎ লাগছিল। ওকে যুবক বলা যায়। চল্লিশের নীচে বয়েস। মাঝামাঝি উচ্চতা।

ক্রামার বললো, 'কেমন আছো, উইকস।

উইকস্ বললো, এরকম নোংরা জায়গায় আগে থাকিনি কখনো। আমি মিথ্যে কথা বলা, চুরি করা, নিজেকে করুণা করা এসব ব্যাপার সহ্য করতে পারিনা। এখানকার কোন লোকই সুসজ্জিত নয়। এটা অবশ্য ওদের দোষ নয়। পৃথিবীর সব লোকই ওদের বিরুদ্ধে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ওদের খাটাখাটনি করতে হয়। এই জেলখানায় দেখে আমার একটা জেলখানার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।'

BanglaBook.org

ক্রামার আবার বললো, 'যাই হোক্ ভাল আছো তো!'

উইকস্ বললে, 'আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে তৈরী আছি।'

ক্রামার-এর ভেতরে উত্তেজনা হচ্ছিল কিন্তু নিজের মনকে যথাসম্ভব শান্ত রেখে শক্ত আর শান্ত মুখে বললো, হ্যাঁ? কি তারপর?

'বলুন' আপনার কি বলার আছে লেফটেনাণ্ট। বোকা বানাবার চেষ্টা করবেন না। আপনি কোন একজন বিশেষ লোককে খুঁজছেন' তাই না? আপনি তাকে এমনভাবে বাঁধতে চাইছেন যে, কোন লাখ ডলার দক্ষিণার উকিলও ছাড়তে পারবেন না। আর কয়েকটা ব্যাপার আপনি এই লোকটার সম্বন্ধে জানেন না। বোধহয় সেরকম অজানা ব্যাপার সাত আটটা থাকবে।'

'আর তুমি বোধহয় আমাকে বোকা মনে করেছো।'

'আসল কথা বলুনতো' লেফটেনাণ্ট। আমাদের দুজনেরই সময়ের দাম আছে। আসল কথায় আসুন।

'কোন ধরণের কথা?'

'আমি এখান থেকে বাইরে বেরোতে চাই। একটা ভাল 'সেল'-এ তারপর.....একটা প্যাবোনে...'

'আমি ডঃ উইলঙ্কোর সঙ্গে কথাবার্তা বলবো'

'সেজন্যেই আমি আসল কথাটায় আসতে চাইছি। প্যাবোন নয়। কিছু নয়, যেভাবে আমি চলছি ঠিক সেভাবেই থাকতে চাই আমি। আমি মন পাকিয়ে ফেলেছি। আমি আবার পুলিশে কাজ করতে চাই।'

'সত্যিই কি চাও?'

'না, খ্রীষ্টের দোহাই আমাকে ঘৃণা করোনা।'

'ঠিক আছে উইকস্, 'ক্রামার বললো, 'আমি শহরে গিয়ে ক্যাপটেন বেশারের কানে তুলবো কথাটা। বুঝেছো?'

তাহলে দেরী করবেন না,' উকইস্ বললো, 'আমি আমার মন পাল্টিয়ে ফেলেছি!'

BanglaBook.org

ক্রামার একটু এতঃস্তত করছিলো। তারপর বললো, ব্যাপারটা এইভাবে রাখা থাক্। তবে আমি এর জন্যে পুরা দায়িত্ব নিতে পারবোনা। তুমি কখন কথাবার্তা বলবে?'

'যখন আপনি এসে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবেন।'

উইকস্‌কে আবার 'সেল' এর ভেতর নিয়ে যাওয়া হোলো। আবার গেট বন্ধ হয়ে গেল। এটা ওর মনেই জানলো যে ও নিরাপদেই আছে।

ওয়াই হচ্ছে জনির আণ্ডীর ওয়ার্ল্ড খবর দেবার লোক। আর ও এমনসব খবর আনে যা বেশ রোমহর্ষক।

'ওকে যেতে হবে,' জনি এইভাবে বললো!

'ও চরম নিরাপদে আছে। আমি ওটা পাঁচ হাজারের বিনিময়ে করতে পারি।'

জনি গোঁ গোঁ করতে লাগলো। পাঁচহাজার ডলার নিয়ে বিদায় হওয়াটা ওর কাছে যন্ত্রনার সামিল। কিন্তু যা করতে হবে তা হবেই। এটা ক্ষতি করে কি না তাতে কিছু যায় আসে না। জনিকে কিপ্‌টে বলা যায় না। ও ডলারের তেয়োক্কা করে না।

'দেখো যাতে আরো ভাল কিছু করা যায়। তবে যদি খুব দর কষাকষি করতে হয় তাহলে তোমার দরকার নেই। টাকাটা ধরো দুঘণ্টার মধ্যে সংগ্রহ করে নাও।'

শুধু সমস্যা আর সমস্যা!

BanglaBook.org

৯

জো উইকস্ ধীরে ধীরে চোখ খুললো। যেন অনেক দূর থেকে এসেছে।

কেনন ও কীকি!

এখন ডঃ প্যারিস-এর মুখটা ওর সামনে ভেসে এল।

ও জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন মনে হচ্ছে, উইকস্?'

উইকস্ কথা বলতে চেষ্টা করলো কিন্তু শুধু বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইলো।

ডঃ ল্যারিস তাড়াতাড়ি বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। কিছু মনে কোরোনা। এখন বিশ্রাম নিতে চেষ্টা করো। আমরা পরে কথাবার্তা বলবো।'

উইকস্ ধীরে ধীরে কাশতে লাগলো। তারপর হাত-পা নেড়ে বললো।

'কি ঘটেছিল?'

'তুমি জানোনা? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো ডঃ প্যারিস।

উইকস্ ওর মাথা নাড়িয়ে বললো, 'আপনি বার-এ পিঠ হেলিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আর ওই লোকটা আপনার পিঠটা ধরলো। আপনি কিছুই দেখেননি বলতে চান?'

উইকস্ মাথা নাড়লো।

ডাক্তার বললেন,'এটাতো প্রায় অবিশ্বাস্য। ওদের কারো হাতেই তো কিছু ছিলো না। কে তোমাকে মারতে চায় উইকস্?'

এসময়ে উইকস্-এর মাথায় একটা বুদ্ধি এলো।

এবার ও কীকি বললো' 'তুমি হচ্ছো পাগল, জো! যখন আমি শুনলাম তুমি ক্রামার-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলবে, জানতাম তুমি ওর হয়েই কথাবার্তা বলবে।'

'আমি কথাবার্তা বলিনি,' উইকস্ বললো, 'শুধু একবার চেষ্টা করেছিলাম।'

ও' কীকি বললো, 'শুধু প্যারোনের জন্যে তুমি জিজ্ঞেস করতে। কিন্তু, জো, যদি তুমি ওর সংগে আবার এ নিয়ে কথাবার্তা বলো তবে তোমাকে এখান থেকে সরে যেতে হবে।'

উইকস্ ক্লান্তভাবে মাথা নাড়লো। ও এখন বুঝতে পারলো ও কত বোকা।

ডঃ প্যারিস অপারেশন টেবিলে তাড়াতাড়ি এলেন। তারপর

BanglaBook.org

বললেন, 'তোমার দুজন কি ব্যাপারে কথা বলছিলে? এটা তো অনুমতি দেওয়া যায়না। আর তোমরা সেটা জানো—বিশেষতঃ যখন আমাদের হাতে এরকম একটা ব্যাপার তদন্তের জন্যে রয়েছে।'

'দুঃখিত ডাক্তরবাবু,' ও কীকি একটু বিনয় দেখিয়ে বললো, 'জো তার এক বন্ধু। আমি শুধু ওকে জিজ্ঞেস করছিলাম ও কেমন আছে আর ওকে কি আমি একটু মদ খাওয়াতে, পারি।'

ডাক্তর বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

ও কীকি বললো, 'সত্যি বলছেন তো।' বলেই ও চলে যাচ্ছিল ডঃ প্যারিস ওকে ডেকে বললেন তুমি এ ব্যাপারে কিছু জানো, ও কীকি?

'আমাকে বলছেন—আমি ওই রকম নিরাপত্তার ব্যাপারে কি জানতে পারি? আমি যো আদার ব্যাপারী, বুঝতেই তো পারছেন! আমি অতদূর থেকে ওদের দেখতে পাইনি।'

ডঃ প্যারিস অনিচ্ছাকৃতভাবে ওকে যেতে দিল।

দরজার বাইরে আরো দুজন অপেক্ষা করছিল ও কীকির জন্যে, ব্লাকলি আর ওয়ের্জ। ওরা খুব উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছিল।

ও কীকি বললো, আমি যা বললাম ঠিক তাই। ও প্যারোণ-এর ব্যাপারে কথাবার্তা বলছিল। যদি প্রথমে তুমি সাফল্য না হও তুমি তাদের চেনো। ছড়িয়ে দাও ব্যাপারটা।

হতভম্বের মতো তাকাতে তাকাতে ব্লাকলি আর ওয়ের্জ চলে গেল টনি ও কীকির জন্যে অপেক্ষা করছিল। টনি বল খেলোয়াড়-দের একজন। ও' কীকি ওর দিকে প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকালো।

টনি বললো, 'আমি তোমাকে বলতে চেষ্টা করছি। যে ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছো তা বাদ দাও।'

ও, কীকি বললো, 'যদি আমি করি—' তবে ছুরিটা তোমার বুকের সামনে খুলবে—এটা জেনে রেখো।'

'টনি,' ও কীকি বললে, 'তোমার বন্ধুদের বলো আমার সঙ্গে কোন ঝামেলা যেন না পাকায়।'

banglabook.org

'আমার বন্ধুরা ?' টনি বোকার মতো চেঁচিয়ে উঠলো।

'তুমি আমার কথা শুনছো।'

সকালের খবরের কাগজ একটা নতুন ঘটনা বয়ে নিয়ে এল। আর সেটা হোলো জো উইকস্‌কে গুপ্তহত্যার চেষ্টা। প্রথমেই বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে ; উইলি মাডেনের দীর্ঘ হাত কি পাঁচিল পর্যন্ত পৌঁছেছে ?'

৭ম প্রেসিডেন্ট থমথমে হয়ে গেছে ক্রামার তখনই জেলে ছুটলেন। উইকস ওঁর সংগে দেখা করতে অস্বীকার করলো। ওয়াবিন জানালে —যদি উইক্‌স কথা বলতে না চায়—তবে ওদের কিছু করার নেই।

'ঠিক আছে, আমরা তাহলে এখন জেনে গেলাম অষ্টম ব্যক্তিটিও আছেন।

'আমাদের বলছেন ?' এসকার জিজ্ঞেস করলো,' আপনি কি মনোচিকিৎসার ভাষার কিছু বললেন ?

ক্রামার চুপচাপ রইলেন।

সেই রহস্যকারী অষ্টম ব্যক্তিটি নিককে, কার্ল বেনেডিক্ট জনি কোয়েট কে বললো। 'তোমরা আরাম করতে পারো। কথা বেরিয়ে যাবে। উইকস বলবে না। ওকে আধমরা করে রাখা হয়েছে যা মরারই সমান। আর এতে তোমাদের লাগবে পনেরোশো ডলার।

জনি প্রতিবাদ করতে চাইলো।

BanglaBook.org

১০

ডেস্ক-এর কেরানীটি এক মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে আবার কাজ শুরু করতে লাগলো। ওর সামনে দাঁড়িয়েছে এক সুন্দরী মহিলা যার মতো সুন্দরী ও আগে কখনো দেখিনি। মহিলাটি চীন দেশীয়। প্রশান্ত পবিত্র মুখে কালো দীর্ঘ চোখ দুটিতে অনিশ্চয়তার ছাপ।

কেরানীটি খুব গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করলো ; হ্যাঁ। মিস ?'

মহিলাটির হাতে একটি বাক্স ছিল। ও সেই বাক্সটা এগিয়ে দিয়ে বললো, আমাকে এটা মিষ্টার এ্যালেন এর কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আমি উ'র কাছ থেকে আসছি।'

কেরানী মাথা নাড়লো। ওকে দেখে বোঝা গেল ও সেই স্টোর টাকে জানে। মিষ্টার লরেক্স এ্যালেন বেশ সম্পদশালী সহজ লোক। উনি ওদের সংগে একমাস ছিলেন। প্রত্যেকেই তাঁকে ভালবাসতো।

ও মিঃ এ্যালেকে ফোন করে জানিয়ে দিল ব্যাপারটা। তারপর ওকে বললো, 'আপনি এগিয়ে যান। লবি দিয়ে গিয়ে ডানধারে যাবেন। লাল একটা বাড়ি পাবেন। ওখানে স্যুইট-'এ'-ওর একতলায় পেয়ে যাবেন ওকে।

এই মিষ্টার এ্যালেন কিন্তু পাঠকদের খুবই পরিচিত। ইনি একসময় স্যানন এবং ওরকম আরো অনেক নাম নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছিলেন। মিস্ ক্যাঙ্ক' সেই চীন দেশীয় মেয়েটি গেল। একটু কাঁপছিল ও।

উইলি বললো, 'ভেতরে আসুন।'

মিস্ ক্যাঙ্ক ভেতরে এলো।

উইলি বললো, 'আপনার কি খুব তাড়া আছে ? একটু মদ পান করলে কেমন হয় ? আমার কাছে রাম, জিন সব আছে।'

'না, ধন্যবান আপনাকে। স্টোরে আমরা খুবই ব্যস্ত আছি। আমি খুব দুঃখিত।'

ও ওর টুপি আর কোটটা খুলে ফেললো। ঠিক সেরকম ভাবেই অবলীলায় খুলে ফেললো ওর স্যুটটা। তখন ওর পরনে আকে একটা শ্লীভলেপ সাদা ব্লাউজ আর হাঁটুর ওপর পর্যন্ত তোলা আঁটোসাঁটো স্কার্ট। উইলি ওর নিখুঁত চেহারাটা লক্ষ্য করলো। তারপর ওর চিরাচরিত হাসি মুখে একটা সুন্দর কালো কাজকরা কিমোনো তুলে ধরলো।

BanglaBook.org

তারপর ও বললো, 'খুব সুন্দর, তাই না ?'

উইলি কিন্তু ঐ কিমোনোটার চেয়ে বেশি নজর দিচ্ছিলো মিস ক্যাঙ্ক এর চেহারার দিকে। 'সুন্দর, সুন্দর।' ও বললো।

মিস্ ক্যাঙ্ক বললো এবার, 'আর যে কোনো মেয়েরই ভাল লাগবে ওটা।'

'এটা কি আপনি ভালবাসেন ?'

'নিশ্চয়ই মিঃ এ্যালেন।'

'তাহলে ওটা আপনিই নিন।'

কিন্তু' মিঃ এ্যালেন·····না, না আমি ওটা । আমি ওটা নিতে পারি না।'

'আপনি কি আমার কথায় গুরুত্ব দিচ্ছেন না ?' উইলি জিজ্ঞেস করলো।

'গুরুত্ব ? আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছিনা।'

'হতে পারে, আপনি বুঝতে পারছেন না,' উইলি ওকে ভালকরে পরীক্ষা করে বললো, কিন্তু ওই দামী কিমোনোটা আপনার মত সুন্দরী মেয়ের শরীরেই মানায়। সুতরাং আপত্তি করবেন না।'

'আমি ঠিক জানি এটা নেওয়াটা আমার সাজেনা। মিঃ এ্যালেন মিস ক্যাঙ্ক চেয়ারের পেছনে কিমোনোটা রেখে টুপিটা পরে বললো।

উইলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বললো, দুঃখিত মিস্ ক্যাঙ্ক আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝতে পেরেছেন। যখন আমরা স্টোরেতে কথাবার্তা বলছিলাম, আমি ভেবেছিলাম—।

'তাহালে সম্ভবতঃ এটা আমারই দোষ, মিস্ ক্যাঙ্ক বললো।' 'আমরা কিমোনোটা নিয়ে কি করতে পারি ?'

উইলি হতাশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল।

ওহ্ ওসব বাদ দিন। আমি ভেবেছিলাম ওটা আপনার দরকার এর আসল দামটা কত ?'

'ট্যাক্স নিয়ে দুশো আটানব্বই ডলার তিপ্পন্ন সেন্টস্।'

BanglaBook.org

উইলি তিনটে একশো ডলারের নোট নিয়ে ওকে দিল। ও খুচরোটা উইলিকে ফেরৎ দিল।

'ধন্যবাদ, মিঃ এ্যালেন,' ক্যাঙ্ক বললো।

উইলি বললো, এত খারাপ লাগছে যে আপনি আমার সঙ্গে লাঞ্চে-ও যেতে পারবেন না।'

'দুঃখিত, মিঃ এ্যালেন। আমি একবারেই পারছিনা.....'

'আচ্ছা,' উইলি বললো, 'এতে কেউই মারা যাবেনা।'

উইলি হেসে দরজা খুলে দিল।

তারপর বললো, 'খুবই লজ্জার ব্যাপার। বোধহয় আমার ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত। আচ্ছা, আমি আপনাকে অপমানিত করলাম না তো, ক্যাঙ্ক?'

'এটাকে ভুলবোঝাবুঝি হিসেবেই ধরা যাক্‌না,' মিস্‌ ক্যাঙ্ক তাড়াতাড়ি বেরোতে বেরোতে বললেন।

উইলি আর কিছু না বলে ওকে যেতে দিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ক্যাঙ্ক-এর মনে এক রোমান্টিক ভাব এসেছিল। এরকম ব্যাপার ওর জীবনে আগে কখনো ঘটেনি। ওর বাবা, ভাই, আর যেসব মানুষের সঙ্গে ও পরিচিত তারা ভীষন ভাবে কর্মব্যস্ত। ওরা ওকে কোনদিনেই এরকম অভূতপূর্ব সুন্দর মুহূর্ত দিতে পারেনি। ও কিমো নোটা নিতেই চেয়েছিল। উইলি কি পর ভাবভঙ্গী দেখে বুঝতে পেরে গিয়েছিল? ও উইলির সঙ্গে মদ খেতেও চেয়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে ওর জীবনে যেন এক বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। রজার সিং, যে ওকে বিয়ে করতে চায় তার কাছেও কিন্তু কোনদিন এরকম মুহূর্তের সৃষ্টি হয়নি। এমনকি যখন ও চুম্বন করতো কাউকে তখন ওর এই বিশেষ মুহূর্তটার মতো মনে হোতো না।

আমি বোধহয় খারাপ মেয়ে, মিস্‌ ক্যাঙ্ক নিজের মনেই বললো,

তারপর ট্যাক্সি করে চায়না টাউনে গেল। কিন্তু ওর দুশ্চিন্তা কেন? ও তো অন্যায় কিছু করেনি। আর কোনকিছু ঘটেও নি।

BanglaBook.org

ও বিক্রি করতে পারেননি। উ খুশীই হল।

উইলি লিখেছিল :

কিরকম লাগলো। ওই প্রস্তাব! আপনি হারলেন কিন্তু। বেশির ভাগ মেয়ের কাছেই এরকম প্রস্তাব খুবই লোভনীয় আর আপনি হেলায় হারালেন।

আপনাকে দেখতে অনেকটা পোরসিলিনের পুতুলের মতো। আপনিই প্রথম চীনদেশীয় মহিলা যার দিকে আমি দ্বিতীয়বার ফিরে চেয়েছিলাম।

তারপর ওই লেখাটা ও পুড়িয়ে ক্যাপটেন কে ডাকল। অপেক্ষা করার সময় ও চশমা পরে নিজেকে একবার আয়নায় দেখে নিল। চশমাটা পরলে ওকে খুবই অন্যরকম মনে হয়। ওকে আরও সুন্দর, আরও সতেজ বলে মনে হয়। যেন কোন এক পণ্ডিত ব্যক্তির মতোই লাগে। ওর সুন্দর চুলগুলো আরও আকর্ষণ বাড়ায়। সব কিছু মিলিয়ে ওকে বিশিষ্ট পুরুষ বলেই মনে হয়।

ক্যাপটেন অবশেষে এসে পৌঁছলো, ওকেও দেখতে লম্বা আর সুন্দর।

উইলি বললো, যতদূর আমি জানি, বোনেরা বাইরে খেলছিল। আর কিছু জানো তুমি?'

'নিশ্চয়ই মিঃ এ্যালেন,' ক্যাপটেন বললো, কিন্তু বোনেরা যদি কিছু টানা হ্যাঁচড়া করে তবে দায়িত্ব নেবো।'

উইলি বললো 'না না। ওরা ঠিক আছে। ওদের তিনজন খুব ভালই আছে।'

ক্যাপটেন প্রশংসার সঙ্গে মাথা নাড়ালো। তারপর বললো, 'হ্যাঁ স্যর, মিঃ এ্যালেন আমাকে ফোন করতে হবে এবার। একজন সুন্দরী পোর্তুগীজ মেয়ের খবর জানি আমি। তবে ঠিক জানিনা ও এখন ব্যস্ত আছে। কিনা। আমাদের বোনেরা ওই জায়গাটা ঠিক মতোই দেখাশুনা করছে

BanglaBook.org

উইলি বিড় বিড় করে বললো, 'না, না। ওরা আমাকে কোন রকম ঝামেলা করেনি। কোনরকম বিরক্ত করেনি।'

ও আর ক্যাপটেনের কাছ থেকে কিছু শুনতে পেলনা। ক্যাপটেন ফোন করতে চলে গেল। তারপর ফিরে এসে বললো, 'দুঃখিত। আমি ওর সঙ্গে কথা বলতেই পারলাম না। ও বোধহয় ভেগাস-এ আছে। আপনি আজ রাতটা.....' উইলি বললো, 'না,' তারপর ফোন ধরলো পাঁচ মিনিট পর ও মিঃ উকে ফোন করলো। উনি খুব কাজের লোক।

'আপনার ফোন পেয়ে এত আনন্দ পেলাম, মিঃ এ্যালেন। আপনাকে কিমোনোটা দিয়ে এত আনন্দ পেয়েছি যে আর বলার কথা নয়। ওরকম কিমোনো আমাদের কাছে ঐ একটাই ছিল। আর একটাও নেই।'

'আমি আপনাকে বলতে চাই মিস ক্যাঙ্ক খুব ভাল সেলস্ উত্তম্যান আর মডেল হিসেবেও চমৎকার। সত্যিই খুব চমৎকার মেয়ে। ওর সংঙ্গে কথা বলায় বেশ মজা।'

'ওহ্, ধন্যবাদ। আপনি আবার আসবে। আপনার সেবা করার জন্য আমরা সব সময়েই আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে রেখেছি।'

রিসিভার নামিয়ে রাখলো উইলি।

আচ্ছা, এরকম করতে গেলাম কেন? উইলি নিজের মনেই নিজে বললো।

মিঃ উ আনন্দটা চাপতে না পেরে মিস ক্যাঙ্ককে ডেকে মিঃ এ্যালেন যা বললো সেটাই জানালো। মিস্ ক্যাঙ্কের সারাটা দেহে মন এক আশ্চর্য অনুভূতিতে ভরে গেল।

ক্যাঙ্ক বললো, ওই কথাই বললেন মিঃ এ্যানেল?

'এই কথা মানে!' অবাক হয়ে চীৎকার করে উঠলেন মিঃ উ, 'আমি ভেবেছিলাম উনি যে কথা বলেছেন ওই যথেষ্ট বললেন?'

মিস্ ক্যাঙ্ক কোনরকম মন্তব্য করলো না। মিঃ উ ওর দিকে

BanglaBook.org

উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইলো। ও……স্বপ্নের মধ্যে ভাসতে ভাসতে বেরিয়ে গেল।

পোর্তুগীজ মেয়েটার নাম বেলা। বেঁটেখাটো, খুব তীক্ষ্ণ, কালোর ওপর খুব সুন্দর দেখতে ওকে। উইলির মন কেড়ে নেবার জন্যে যথেষ্ট।

ওরা একটা হোটেলে ছিল। হোটেলটা সমুদ্রের কাছে। উইলি সমুদ্রের ঢেউএর শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।

বেলা একটু দূরে কাপড়চোপড় পরছিল। উইলি ব্যাপারটাতে মনোযোগ দিল না।

বেলা জিজ্ঞেস করলো, 'টেডের সংগে কথা বললে ভাল হবে কি?'

'আচ্ছা, আমি তো জানিনা। আমি ঐ গ্যাম্বলিং-এ তেমন পাই না।'

'আপনাকে গ্যাম্বলিং-এর কথা কে বললো' বেলা একটু চেঁচিয়ে বললো, 'আপনি শুধু গ্যাম্বলিং দেখার ভান করে থাকবেন, বুঝেছেন। ওরা দেখবে আপনি জিতে গেছেন। তারপর আমরা টাকাটা ভাগা-ভাগি করে নেবো।'

'কিন্তু কাজটা তো খারাপ হবে,' উইলি সোজা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো।

'ওহ্, আমি ভাবলাম আপনি গ্যাম্বলিং-এ অনুরক্ত! এতে কিন্তু কয়েক লক্ষ ডলারের ব্যাপার। কয়েক হাজারের ওপর তেমন একটা টান নেই আমার।'

'খুব চমৎকার বললে তো।' উইলি বলে।

'অনেকটা রবিন হুডের মত, তাই না!' বেলা বললো

'আমার তো মনে হয় তুমি ঠিকই বলছো। রবিন হুডের মতো। বড়লোকদের কাছ থেকে ডাকাতি করে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া। আমরা যারা নিচ্ছি তারা গরীব?'

BanglaBook.org

'আমি কিন্তু আপনাকে ভেবে কথাটা বলিনি। আপনি তো ধনী। টেড গরীব।'

টেড কিরকম ধরনের লোক মনে মনে একবার কল্পনা করে নিল উইলি। ও সর্বহারা। তারপর বললো, 'আমি দুঃখিত। কিন্তু, আমি বিশ্বাস করতে পারিনা আমি কেমন করে তোমার প্রস্তাবে আগ্রহী হলাম।

বেলা বললো, 'ওহ্, এটা নিয়ে ভাবছেন। ক্রীস জানে কোথায় যোগাযোগ করতে হবে।'

'ক্রীস?'

'ক্যাপটেন।'

বেলার কাপড়চোপড় পরা হয়ে গিয়েছে। উইলি ওকে একটা খাম দিল। বেলা সংগে সংগে ওর ভেতর কি আছে দেখবার জন্যে ওটা ছিঁড়ে ফেললো।

বেলা কিছুক্ষণ উইলির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। ও তারপর বললো, 'আচ্ছা, তাহলে তো সুন্দর। ধন্যবাদ দিতে হয় আপনাকে।'

'ধন্যবাদ। উইলি বললো।

উইলি ক্যাপটেনকে ডেকে পাঠালো এবার।

'তাহলে তো সুন্দর?' ক্যাপটেন বললো।

উইলি বললো, 'আমি এর থেকে মুক্তি পেতে চাই। ও আমাকে নেশায় আসক্তি করতে চায়।'

ক্যাপটেনকে খুব বিষন্ন লাগলো।

'কিন্তু আমি তো আমাদের সবচেয়ে ভাল, স্মার্ট?' লোককেই মটেনে পাঠিয়েছি।

'ও কতো স্মার্ট?'

'ও খুব ব্যস্ত লোক আর স্মার্ট।' ক্যাপটেন বললো, 'তবে মেয়েদের ওপর ও খুব দয়ালু। ওর বয়সে পঞ্চাশ। ওরা ওর সঙ্গে সবকিছু নিয়েই আলোচনা করতে পারে।'

BanglaBook.org

'তুমি ঠিক জানো ও ছেড়ে গেছে?'

ক্যাপটেন উইলির ফোন ধরে পরীক্ষা করলো।

ক্যাপটেন বললো, 'ওর খুব মজা লাগছিল। এখনও।

'আচ্ছা, অবশেষে তুমি ওকে সতর্ক করে দিয়েছিলে।

ক্যাপটেনের চোখে শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠলো। ও বললো, 'আমি আশাকরি তুমি ভাবছো না.. ...'

'যদি আমি ভাবি আমি কি ওটা ভেঙে বলবো?' উইলি বলল, ঐ সিসষ্টাররা তোমার জন্যে ঠিক উপযুক্ত। ওদের সঙ্গে থেকো'

'আমি দুঃখিত।'

'কোন ক্ষতি হবে না।'

'মিঃ এ্যালেন,' ক্যাপটেন বললো, 'আমি তোমাকে প্রথম থেকেই স্মার্ট ভেবেছিলাম। তুমি আমার মাথা বাঁচাতে পারো।'

উইলি একটু উদাসভাবে অঙ্গ ভঙ্গী করলো। কিছু পরেই ক্যাপটেন চলে গেল।

উইলি ওর স্যুট খুলে পায়জামা পরে টি. ভি দেখতে চলে গেল।

১১

হংকং আর সাংহাই থেকে আসা সিল্কের কাপড়গুলো গোছাতে মিঃ উকে সাহায্যে করছিল মিস্. ক্যাঙ্ক। বেশ সুন্দর দুপুর।

চার্লস উ ওর দিকে কট্‌মট করে তাকালে মিস্. ক্যাঙ্ক খুবই বিব্রত বোধ করতে লাগলো। সুন্দর মেয়ে ওই ক্যাঙ্ক। রোজার সিং যদি ওকে বিয়ে করে তবে ও এক চমৎকার ভেট পাবে। খুব কম কথা বলে। নিজের জগতেই থাককে ভালবাসে মেয়েটা। চার্লস উর মতে মিস্. ক্যাঙ্ক একটি রত্ন।

সাংহাই থেকে আসা আসল একটা সিল্কের কাপড় তুলে উ

BanglaBook.org

বললো, 'এটা দেখো। খুব সুন্দর না! তোমার পছন্দ হচ্ছে! আমার বৌকে অবশ্যই দেখাতে হবে এটা।

মিস্ ক্যাঙ্ক অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর বললো, 'হ্যাঁ, আমি চিন্তা করছি……'

মিঃ এ্যালেন,' মিস্ ক্যাঙ্ক বললো, ওর তাড়াতাড়ি বিয়ে করা উচিত। মানে, আমার মনে হয়, আর কি।

এরকম পোষাক আশাক পছন্দ করবেনা বলেই মনে হয়।

মিস্ ক্যাঙ্ক পোষাকের দিকে চোখ নামালো। উ জিজ্ঞেস করলো. 'কিন্তু তখন আমি মিঃ এ্যালেনের সম্বন্ধে ভাবছি। তুমি কি ওর সঙ্গে দেখা করবে একবার?'

'ওহ্ না।' মিস্ ক্যাঙ্ক তাড়াতাড়ি বললো, 'উনি ভুল বুঝতে পারেন উ হেসে উঠলো। ওর সাদা ধবধবে দাঁতগুলো খুলে গেল।

'তুমি খুব সতর্ক। কেন, আমি তোমাকে কিমোনোটা দিয়ে মিঃ এ্যালেনের হোটেলে পাঠাইনি? সত্যিকারের ভদ্রলোক যদি থাকেন তবে ঐ মিঃ এ্যালেন। কিন্তু… হ্যাঁ, সবচেয়ে ভাল হয় আমিই ডাকি ওকে।

উ ফোন ধরলো। খুব বিব্রত বোধ করতে লাগলো। মিস্ ক্যাঙ্ক অন্য ঘরে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লো। ওখানে নিজের চোখে তুমি একটু জিরিয়ে নাও না কেন? একটু চা খাও ঘুরে এসো একটু। আজ একটু কম কাজ করলেও চলবে আর, তুমি তো সেই নটার থেকে কাজ করে যাচ্ছো একটানা।

'ধন্যবাদ, মিঃ উ, বললো, 'আমি চা, কেক খেতে চিং-এর ঢুকবো। যদি আপনি প্রয়োজন বোধ করেন তবে আসতে পারেন আমার সঙ্গে।'

'না না, ঠিক আছে। তুমি নিজেই যাও।'

মিস্ ক্যাঙ্ক চিং-এগিয়ে ঢুকলো।

BanglaBook.org

১২

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট নিক কের পাল্লায় পড়ে কার্লকে অনেক বেশি খাবার খেতে হচ্ছিল।

কার্লকে নিয়ে নিক সাফ্রানসিস্‌কোর রাস্তা দিয়ে চলেছে।

কার্ল বললো, 'আমার বৌ, বুঝলেন, আমাকে পাগল করে দিয়ে একটা লাল চুলওলা হতভাগ্যের সঙ্গে পিটটান দিয়েছে। সে জন্যেই আমি ওর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বতা করতে আমার চুলকেও লাল করে ফেলেছি·····'

'বাদ দাও এসব বাজে ব্যাপার·····' নিক বাধা দিয়ে বললো।

কার্ল বললো, 'কিন্তু ও ওই জন্যেই' গিয়েছে কিন্তু। আর আমি তো এখন মৃত। আপনি শোনেননি? আমি তখন সত্যি মারা গিয়েছি। আর মৃতকে কে চায় বলুন?'

গাড়ি মধ্যে অনেকক্ষণ নীরবতা চললো। তারপর নিক বললো, 'এসে গিয়েছি।'

কার্ল বললো, 'এটা তো খুব বাজে জায়গা।'

'তোমার এই বছরটা বেশ ভালই কাটবে। আমি আগে এই জায়গাটার সম্বন্ধে শুনিওনি।'

নিক গাড়ি থেকে নেমে বললো, এখন গাড়ির মধ্যে থাকো। যদি উইলি এখানে থাকে তবে ও তোমাকে দেখে ফেলবে।'

আমি রেডিওতে বল খেলা শুনছি। আমাকে বিরক্ত করবেন না।

নিক চলে গেল। কার্ল ওর চলে যাওয়া দেখতে লাগলো। সত্যি কথা বলতে কি নিক আর কার্ল একসঙ্গে অনেকদিন কাটিয়েছে। ওরা একই সঙ্গে খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত করেছে। অনেক ঠাট্টা ইয়ার্কি চলেছে দুজনের মধ্যে। আর এখন কার্ল আসামী। নিক কিন্তু কোনরকম অসততা করেনি। সেজন্য ও একজন বাঘা গোয়েন্দা হতে পেরেছে। কিছুক্ষণ পরে কার্ল দেখলো নিক ওর দিকে ফিরে আসছে। কার্ল বুঝলো এখন ওর দিকে চেয়ে থাকাটা খুব অন্যায় হবে।

BanglaBook.org

নিক ওর কাছে এসে গাড়িটায় টেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমরা ওকে ধরতে পারলাম না। ও ডেটয়েটের লরেন্স এ্যানেল নামে সরে পড়েছে।'

'কবে গেছে ও?'

'তিনদিন আগে।'

কার্ল জিজ্ঞেস করলো, 'ঠিক তাহলে এখন আমরা কি করবো?'

নিক ওর টুপিটা খুলে ক্লান্তভাবে বললো, 'বুঝতে পারছিনা এত ঘামছি কেন। আজ তো তেমন গরমও নেই।'

কার্ল-এর চৌকো মুখে দারুন বিরক্তি ও বললো, 'ঘামা নিয়ে কিছু মনে কোরো না। আমরা এখন কি করবো?

'তোমার একটু সহানুভূতি আছে দেখছি।'

কার্ল ঠোঁটে ঠোঁটে চেপে চুপচাপ বসে রইলো।

নিক আবার টুপিটা মাথায় চাপিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'ও এল, এ-র স্টীমারে একটা রিজার্ভেশন পেয়েছে। ও ওখানে একদিন থাকবে বলছে। তারপর স্থায়ীভাবে থাকবার জন্যে ফোন করবে। এটা একটা চমকও হতে পারে।'

হ্যাঁ,' কার্ল মুখটা পরিস্কার করতে করতে বললো, 'ভাল চিন্তা করেছেন তো। তাহলে এবার আমাদের কি করা উচিৎ?'

'আমি ভাবছি ও ক্যালিফোর্নিয়ার ফোন করবে, ওখানে বরফ পড়ছে। ও এই অবস্থায় যাবে কেন? আমার মনে হচ্ছে ও এল, এ-এর চত্বরেই ঘুরছে। আর, কার্ল। বুথটাকে সুন্দর ভাবে তৈরী করেছে, চোখে বেশীর ভাগ চশমা লাগিয়েছে, বুঝলে কার্ল।'

কার্ল শব্দ করে হেসে উঠলে। 'ভাল কথা বলেছেন দেখছি।'

'আমরা যখন দক্ষিণ ক্যার্লিফোর্নিয়ায় যাবো তখন আমরাও সানগ্লাস পরে নেবো। প্রত্যেকেই পরে।'

কার্ল একটু হেসে বললো, 'হ্যাঁ। কিরকম হবে তাহলে? আচ্ছা তারপর কি করা যায়?'

BanglaBook.org

'আমরা তারপর ফিরে আসবো এল, এ-র ধারে। আমার মনে হচ্ছে তীরের কাছে কোনো হোটেলে উইলি আছে। সবচেয়ে ভাল হোটেলেই থাকবে নিশ্চয়। এরকম হোটেল এখানে আর পাওয়া যাবে না।

'ঠিক আছে, বসুন, কার্ল বললো।

নিক ক্লান্ত ভাবে বললো, 'না। আমি এখন সারাটা রাত্রির ঘুমোতে চাই। আমার ভীষণ ক্লান্ত লাগছে?'

'আপনি কি গাড়ীতেই ঘুমোবেন। আমি গাড়ি চালাবো। আপনি কিসের জন্যে চিন্তা করছেন এত? সারাটা দিন এইভাবে নষ্ট করতে ইচ্ছে হচ্ছে না আমার।'

নিক চুপচাপ শুনে গেল ওর কথা। তারপর সীটে বসে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করলো। কার্ল গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চললো। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর শহরে গেল ওরা।

নিক জেগে উঠলো এবার। বললো, 'তুমি বোধ হয় ঠিকই বলছো।'

কার্ল বললো, 'নিশ্চয়ই, আমি তো ঠিকই বলবো। লোহা গরম থাকা অবস্থায় আঘাত করতে হয়। আমাকে ঐ বুড়ো লোকটা সবসময়েই বলতেন।'

১৩

ক্রীস কারিওকার একজন সহযোগী ম্যানেজার। ও এ্যাডিসনের খুবই প্রিয় পাত্র। ক্যারিওকার একবার পুলিশের নজরে পড়েছিল। ওরা অনেকরকম ভাবে তদন্ত করেছিল।

এ্যাডিসন বললো, 'কিন্তু ওটা তো অসম্ভব!'

ক্রীস কিছুই বললো না। আসলে ক্রীস এ্যাডিসনের কাছে প্রিয়পাত্র হিসেবেই থাকতে চায় বলে ওঁর কথার ওপর কোন কথা বলে না।

BanglaBook.org

ক্রীস বললো, 'আপনি কি করেছিলেন ?'

'আচ্ছা বিল্টমোরেই বোধহয়। মিঃ এ্যালেন রিজার্ভেসন নিয়েছে। কিন্তু এটা বাতিল করা হয়েছে। আমি ওকে সতর্ক করতে চেয়েছিলাম। ব্যাপারটা খুব সাংঘাতিক। তবে অফিসে ওর খোঁজ করতে গেলে ওকে কিন্তু বিল্টমোরে পাওয়া যাবে না। একটা কোথায় যেন ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার থেকেই যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, স্যার,' ক্রীস বললো।

ক্রীস লাইটার জ্বেলে নিয়ে সিগারেট ধরালো।

সানফ্রানসিসকোয় জন্মেছিল ক্রীস। অনেক বছর হোলো চায়না টাউনে যায়নি।

মিঃ উ এই লম্বা লোকটাকে পুলিশের লোক বলে মনে করে তাকিয়ে রইলো।

'মিস ক্যাঙ্ককে খুঁজছেন ? ও এখানে আছে।'

উ-এর কাছে আভাস পেয়েই মিস ক্যাঙ্ক চলে এল। ক্রীস বেশ মোলায়েম হাসলো। চিন্তা করলো, আমার তালিকায় এই মেয়েটাকে যোগ করতে ভাল লাগছে। আমার ভাগ্যটা ভাল বলতে হবে।

'হ্যাঁ ?' মিস্ ক্যাঙ্ক বললো।

'আপনি বোধহয় আমাকে ঠিক মনে করতে পারছেন না। বেশ কিছুটা দূর থেকে আমি আপনাকে দেখেছিলাম। আমি কারিওকা থেকে আসছি।'

'হ্যাঁ ?' মিস্ ক্যাঙ্ক একটু জোর দিয়ে বললো।

'আমাদের এক অতিথির নাম মিঃ এ্যালেন। আমি ওঁর খোঁজ করতে এসেছি। একটা চিঠি আছে। উনি এল, এ-এর বিল্টমোরে একটা রিজার্ভেশন নিয়েছেন—কিন্তু ওটা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। আর আমরা ওঁর কাছ থেকে কোন সাড়াশব্দ পাইনি।

BanglaBook.org

আমি মনে করছি উনি যখন শহরে ছিলেন তখন ওখানকার সঙ্গে কাজ করেছিলেন আর……'

মিস্ ক্যাঙ্ক কথাবার্তা বলতে পারছিল না।

'মিঃ এ্যালেন? না, দুঃখিত। আমি নিজে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করে ছিলাম। উনি যে কোথায় আছেন সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই নেই। বোধহয় উনি ডেট্রয়টে গেছেন।'

ক্রীস ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে উ কে ধন্যবাদ জানালেন। তবে ও এখন নিশ্চিন্ত হোলো যে, মিঃ এ্যালেন ডেট্রয়টে যায়নি।

ক্রীস বললো, 'আপনি বোধহয় ঠিকই বলেছেন। গেলেই বোধহয় ওঁর সাক্ষাত পাওয়া যাবে। কিন্তু আপনি ওকে একটা খবর পাঠাতে পারবেন?'

'নিশ্চয়ই! একটু লিখে নিন, মিস্ ক্যাঙ্ক।'

মিস্ লেখার প্যাড আর পেনসিল নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

'মিঃ এ্যালেনকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে—বেন ক্যাপটেন, ক্রীস কারিওকা থেকে এসেছেন খুব জরুরী।'

ক্রীস ওকে আবার ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে গেল। মিস্ ক্যাঙ্ক যত্নের সঙ্গে প্যাড থেকে ঐ কাগজটা ছিঁড়ে উর হাতে দিল।

'এই মিঃ এ্যালেন তাহলে একজন উঁচু দরের লোক বলতে হবে। আরও যে কত এরকম দরকারী চিঠি-পত্তর পাবে!'

'হ্যাঁ।' মিস্ ক্যাঙ্ক বললো।

BanglaBook.org

১৪

স্নায়ু-বিশেষজ্ঞ, ডঃ হর্টন সাহন এক নার্সকে নিয়ে এসেছেন উইলিকে দেখতে।

ডাক্তার বললেন, 'আপনাকে তো খুব স্বাস্থ্যবান মনে হচ্ছে। মানে যাকে বলে অতিরিক্ত স্বাস্থ্যবান' মিঃ এ্যালেন। ডাক্তার ওর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে একবার তাকিয়ে বললেন, 'আমি ঠিক বুঝতে

পারছিনা কি বললেন। আপনার বয়েসের তুলনায় তো আপনাকে বেশ যুবক মনে হচ্ছে। আপনার তো ভাল থাকাই উচিত।'

তারপর আবার কিছুটা থেমে বললেন, 'তবে আমার পরামর্শ যদি নেন তবে আপনার দুটো দিক খোলা আছে। প্রথমত, হাসপাতালে আমার তত্ত্বাবধানে থাকা। এতে আপনার উপকার হবে। দ্বিতীয়ত অল্প অল্প ঘুমের ওষুধ নিতে শুরু করুন। যদিও খুব তাড়াতাড়ি বিপদের কোন সম্ভাবনাই নেই, মিঃ এ্যালেন। যদি পরীক্ষার পর অথবা ঘুমের ওষুধ নেবার পরও দেখা যায় কিছু হচ্ছেনা তবে অন্য চেষ্টা করা যাবে।'

উইলি বসে বসে ভাবতে লাগলো। তারপর বললো, 'ঠিক আছে। কয়েকদিন ঝামেলাটা কাটুক। শরীরের দিক দিয়ে তো ঠিকই আছে মনে হচ্ছে। সুতরাং গুরুতর কিছু হবে না বলে মনে হচ্ছে।

'পরিবর্তে,' ডাক্তার বললেন, 'যদি পরীক্ষা করা না হয় তবে অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যেতে পারে। আমার মতে, যদি আমার সময় থাকে তবে আপনার পরিবারের ইতিহাসটা জানার ইচ্ছে আছে। কিন্তু ওটা আপনার ওপর নির্ভর করছে, মিঃ এ্যানেল।'

তারপর ডাক্তার উইলিকে একটা সিগারেট দিয়ে নিজে একটা ধরালেন নার্স কিছু রিপোর্ট নিয়ে এল। ও নার্সের দিকে তাকিয়ে রইলো। ডাক্তার ওর দিকে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

নার্সের দিকে ফিরে বললেন, 'ধন্যবাদ ডরোথি।'

মেক আপ ঘষতে লাগলো। যখন ও আবার উর ঘরে ঢুকলো উ কাজে এত ব্যস্ত ছিল যে, ওর দিকে তাকাল না। মিস্ ক্যাঙ্ক কোন কিছু না বলেই দাঁড়িয়ে রইলো।

অবশেষে উর চোখ গেল ক্যাঙ্কের দিকে।

'তুমি কি আমাকে একটু সাহায্য করবে? মনে হচ্ছে কোথাও গোলমাল হয়েছে।'

'হ্যাঁ, মিঃ উ।'

BanglaBook.org

ওরা নিঃশব্দে আধঘণ্টা কাজ করে গেল।

হঠাৎ একসময়ে উ ক্যাঙ্কের দিকে তাকালো। তারপর বললো, 'ওহ্! মিঃ এ্যালেন। ও চলে গেছে।'

মিস. ক্যাঙ্ক ওর দিকে না তাকিয়ে কাজ করে যেতে লাগলো।

'কি ব্যাপার, মিস্ ক্যাঙ্ক! উ বললো, 'তুমি অবাক হয়ে গেছ বলে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, আমি ভেবেছিলাম উনি কিছুক্ষণ থাকবেন! উনি কোথায় গেছেন ওরা কিছু বললো?'

'আমি জিজ্ঞেস করিনি। তবে আমার মনে হচ্ছে ও শহর ছেড়ে গেছে। বোধহয় ও ডেট্রায়েট-এ গেছে।'

ডেট্রায়েট! ইউনাটেড স্টেটস্-এর খুব ঠাণ্ডা শহর এটা। এখানেই জন্মেছিল মিস ক্যাঙ্ক। বড় হয়েছিল সানফ্রানসিসকোয়।

উ বললো, 'মিস ক্যাঙ্ক, নার্স বেরিয়ে গেল।

'পোল্যাণ্ড দেশীয়া?' উইলি জিজ্ঞেস করলে।

'হ্যাঁ,' ডাক্তার বললেন, 'ডরোথি ভেলিনস্কি। কেন?'

'আমার মনে হচ্ছিল এরকমই,' উইলি বললো, আমিত আইরিশ আমি এমন একটা জায়গায় থাকতাম যা আধা আইরিশ আর আধা পোলিশ বলা যেতে পারে। আমি এধরণের মেয়েদের সম্বন্ধে জানি।

'কি জানেন?, ডাক্তার বললেন।

'জোরালো যৌনকামনা থাকে এদের। এটাই পোলিশ মেয়েদের সাধারণ একটা ব্যাপার।'

'আপনি বোধ হয় অন্যান্য মেয়েদের সম্বন্ধে এ ধরণের মন্তব্য করেছেন। মিস ভেলিনস্কি নার্স হিসেবেই পরিচিতা। লোকেরা ওকে পছন্দ করে। উনি কিন্তু পুরুষদের পছন্দ করেননা। একটা অন্য ধরণের মহিলা উনি। উনি ব্যালে নর্তকী হবেন বলে পড়াশুনো করেছিলেন কিন্তু নার্স হবার পর ওসব কিন্তু ছেড়ে দিলেন।'

BanglaBook.org

'কোথাও হয়তো গণ্ডগোল হয়েছে।' উইলি বললো,

ডাক্তার বললেন, 'না। মিস ভেলিনস্কি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। ওঁর ইচ্ছে ডাক্তারী পড়া। কিন্তু ওঁর বয়েস মোটে পঁচিশ। খরচ চালাতে পারবে না।'

ডাক্তার চলে গেলেন। নার্স দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বললো গুডবাই, মিঃ এ্যালেন!

উইলি ঘুরে ওর দিকে তাকালো। অনেকক্ষণ ধরে……ওর শরীরের বিভিন্ন অংশ খুঁটিয়ে দেখার পর বললো. গুডবাই, মিস ভেলিনস্কি।' তারপর ও বাইরে গেল।

ডাক্তারের সংগে নার্স যেতে যেতে কথা বলতে লাগলো।

'তুমি আমাদের নতুন রোগিকে কেমন দেখলে?'

'আমি খুব নিশ্চিন্ত নই,' ও বললো।

'কিন্তু কিছুটা নিশ্চিন্ত তো বটেই।'

'ওহ্ হ্যাঁ। কিছু কিছু।'

'ওকে আমার বেশ ভাল লাগলো,' ডাক্তার বললেন।'

'ওকে দেখে তো বেশ স্বাস্থ্যবান মনে হোলো। কি হতে পারে?'

'ঠিক বুঝতে পারছিনা। আমার মনে হয় ওদের ফ্যামিলির মধ্যে সন্ন্যাসরোগটা আছে। খুবই সূক্ষ্ম ব্যাপার। তবে আমি এটুকু বলতে পারি ও খুব ঝামেলায় জড়িয় আছে।'

তীরের দিকে যেতে সারাটা পথ উইলি দুশ্চিন্তা করছিল। মিস্ ভেলিনস্কির ব্যাপারটা কি? শুধু শুধু ওর জীবনের একটা সময়ের কথা মনে করিয়া দিয়েছিল ভেলিনস্কি……?' আর কি? তাতে কি যায় আসে? ও যেন আবার ওর যৌবনটাকে ফিরে পেয়েছে।

মিস্ ভেলিনস্কি! পোলিশ মেয়ে।

ও একটা হোটেলে গিয়ে ঢুকলো। ওখানে স্যাণ্ডউইচ আর

BanglaBook.org

এক গেলাস বীয়ার নিয়ে বসে পড়লো। তারপর জানলার বাইরে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর কাছে স্যাণ্ডউইচটা অরুচি লাগালো। বীয়ারে কোনো স্বাদ পেলো না। ও ভাবতে লাগলো,আমার কি হয়েছে ? নিজেকে এত বেশি বিহ্বল লাগছে কেন ? পোলিশ মেয়েটা আমায় অতীতে কিছু অংশ ফিরিয়ে দিল কেন ?'

ঐ রাতে উইলি একা একা হোটেলের মধ্যে ঘুরতে লাগলো। ডাইনিং রুম থেকে বাজনার শব্দ ভেসে আসলো।

উইলি নিজেকেই নিজে বললো, 'উইলি, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। যাইহোক' তোমার কি আসে যায় এতে ! তুমি কেন দুশ্চিন্তা করে মরছো !'

কিন্তু উইলির অবস্থার উন্নতি হোলো না। ও আবার আবোল তাবোল সব চিন্তা করতে লাগলো।

শেষে কিছুটা শান্ত হয়েও বিছানায় গেল। কয়েক মিনিট পরে ঘুমিয়ে পড়লো ও।

দিনের পর দিন কার্ল বেনেডিক্ট দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার উৎসুক লোকেদের দেখতে লাগলো। আর ওদের দেখতে ও ঠিক করলো যে ওরা সকলেই একধরনের পাগল।

কার্ল-এর অবস্থা এখন মৃতবৎ। ওর মন ভেঙে গেছে। ও কাজ চায়। যে কোন ধরনের কাজ। ওর পকেট এখন ডলারে ভর্তি কিন্তু কিছু করার নেই ওর। ডলার যদি আনন্দই না দিতে পারলো তবে সে ডলারে কোনো লাভ নেই !

নিক এসে কার্ল-এর দিকে বিরক্তির সংগে তাকালো। তারপর বললো, 'আমার খুব সুন্দর ঘুম ঘুম ভাব লাগছে।'

কার্ল বললো, 'আপনার তো সব সময়েই ঘুম ঘুম লাগে।'

নিক জিজ্ঞেস করলো, 'কি ভাবছো তুমি ?'

BanglaBook.org

কার্ল বললো, 'আমি ভাবছি, আমি আপনাকে টেনে ফেলতে পারবো না। কারণ আমি জানি আপনি এখন অসুস্থ···তাই...

নিক উঠে বসলো। কার্ল এর দিকে তাকালো। একটা কথা ও ঠিকই বলেছে যেও অসুস্থ। ওর দুশ্চিন্তা আর ভয় হতে লাগলো।

ওহ্, এখন আমার ভাল লাগছে। আজ একটু সুস্থ বোধ করছি।'

কার্ল বললো, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। সেতো দেখেই বুঝতে পারছি। কিন্তু অপনার এখন কয়েকটা দিন কোথাও না যাওয়াই ভাল। আর আমি তো সব সময়েই বসে আছি। আমিও তো একটা গাড়ি নিয়ে তীরের ধার দিয়ে একশো মাইল অথবা আরও বেশি ঘুরে আসতে পারি। কিন্তু পারছি না কেন?'

নিক সন্দেহজনক ভাবে বললে, 'আমি ঠিক জানিনা।

'কেন নয়?'

'তুমি হোচ্ছো একটা আস্ত পাগল, কার্ল। তুমি আমার গাড়িটা পেতেই পারো, তাই না?'

'নিক,' কার্ল বললো, 'আমি আস্ত পাগল হতে পারি আর পাগলামি করেও ছিলাম। কিন্তু এখন আর করিনা। আমি এখন ঐ হতভাগা উইলির কথা চিন্তা করছি। আমার মনে হচ্ছে আমাদের ভাগ্য ভাল। আসুন নিক। আমাদের দুঃখ কিসের?

পরের দিন সকালে কার্ল নিকের গাড়িটা নিল। তারপর ও কালো চশমা পরে নিল। গাড়ি ছুটে চললো।

দুপুরের দিকে ও রাস্তার ধারে একটা রেস্তোঁরা দেখে ঢুকে পড়লো। কাউন্টারের পেছনে একটা দারুণ সাজগোজ করা, বিষন্ন বদনা স্ত্রীলোককে দেখলো কার্ল ওকে জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে কোন বড় হোটেল আছে?'

কার্লের দিকে উৎসুক ভাবে তাকিয়ে মেয়েটি বললো, 'খুব কাছা

BanglaBook.org

কাছি নেই। তবে রাস্তার ঠিক ডানধারে একটা ছোট হোটেল আছে। বোধ হয় এখান থেকে সিকি মাইল দূরেই। ওখানে ওরা খুব বেশি দাম নেয়।'

কার্ল-এর এখন মনে একটা দোটানা ভাব খেলা করতে লাগলো। ওর জীবনে প্রতিটি ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত নিতে গেলে ওর মনে দ্বন্দ্ব আসে। ও উইলি নয়।

মহিলাটি ওর দিকে চেয়ে বললো, 'তিরিশ মাইল দূরে একটা দামি হোটেল আছে—গোল্ডেন ওয়েস্ট। ওদের কোন একটা ঘরের ভাড়া চল্লিশ ডলার। একাই বলেছিল অবশ্য।'

'হ্যাঁ' কার্ল বললো।

ওর ইচ্ছে হোলো এখান থেকে গোল্ডেন ওয়েস্ট-এ যেতে। এ-ধরণের হোটেল গুলোতেই উইলির বেশি পছন্দ।

'আচ্ছা, আমি একটু ঘুরে এলে আপনাকে পাবো তো!' কার্ল জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ছটা পর্যন্ত আমি এখানে থাকছি।'

কার্ল ওকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সোজা পৌঁছালো গোল্ডেন ওয়েস্ট-এ। ওখানে গিয়ে ও উইলি ম্যাডেলকে একটা ক্যাডিলাকে বসে একটা ছেলের সঙ্গে কথা বলতে দেখলো। উইলিও চোখে সানগ্লাস লাগিয়ে ছিল। তবে ও যে উইলি এতে কোন সন্দেহই নেই।

কার্ল ঘামতে আরম্ভ করলো। ও বুঝতে পারছিলো না ও তখন কি করবে। তবে ওকে এখন খুব ধৈর্য্য ধরে থাকতে হবে। খুব সতর্ক থাকতে হবে ওকে।

কার্ল যখন ইতঃস্ততঃ করছিল ঠিক সেই সময় উইলি ওর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ মনস্থির করে কার্ল ঐ ছেলেটার কাছে গাড়িটাকে নিয়ে গেল।

BanglaBook.org

ছেলেটা বললো' 'বলুন স্যার ?

'আচ্ছা, মিষ্টার লরেন্স এ্যালেন কি তোমাদের এখানে আছেন ?'

'হ্যাঁ, উনি ঠিক এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন।'

'ওহ্, আমি ঠিক দেখতে পাইনি ওকে।'

'তবে আমার মনে হয়, উনি সমুদ্রের তীরে ঘুরতে গিয়েছেন। একটু পরেই ফিরে আসবেন অবশ্য।

'কখন ফিরে আসবেন, তোমাকে কিছু বলে গেছে ? দেখো আমি ওঁর বন্ধু। ওকে আমি একটু অবাক করতে চাই। পুরোনো দিনের বন্ধু তো !'

ছেলেটি একটু ভেবে বললো, 'আমার এখন মনে হচ্ছে উনি বোধ হয় সানফ্রানসিসকোয় গিয়ে ডিনার খাবেন।'

'তাহলে আজ রাতে ফিরছেন তো।'

'ওহ্, নিশ্চয়ই। আজ রাতে অবশ্যই ফিরবেন উনি। ওঁর সব-কিছুই তো এখানে আছে।

কার্ল ছেলেটিকে বললো, 'এখানেই কি মিষ্টার এ্যালেনের বাংলো ?'

'হ্যাঁ, আমাদের সব বাংলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর বাংলোটা উনি নিয়েছেন।

কার্ল সামান্য হেসে ছেলেটাকে একটা ডলার দিয়ে বললো, 'আজ রাতে ওর কাছে থাকবো আমি। আমরা, হাজারহোক, পুরোনো বন্ধু তো ! ও তাহলে অবাক হয়ে যাবে তাই না ! যদি ওঁর সঙ্গে দেখা হয়, তবে কিন্তু আমার কথা জানিও না।

কার্লকে দেখতে দেখতে ছেলেটা বললো, 'ঠিক আছে।

তারপর একটু থেমে বললো, 'আচ্ছা, আপনারা কি সৈন্যদলে একসঙ্গে ছিলেন ?'

'কি করে বুঝলে তুমি ?' কার্ল নিজের মনেই হেসে বললো, 'তুমি দেখছি খুব চট্‌পট্ করে বুঝে নাও সবকিছু।'

এবার ছেলেটা সন্তুষ্ট হোলো। তাহলে ওরা সৈন্যদলের লোক। বোঝা গেল ততক্ষণে সব।

BanglaBook.org

কার্ল হোটেলে ফিরে এসে দেখলো ওর ঘরের পর্দা ফেলা। নিক বিছানায় শুয়ে আছে। নিক নড়ছিলো না। সেজন্যে কার্ল ওর কাঁধটা ধরে ধাক্কা দিল। ওকে জাগানো গেল না। বার বার ধাক্কা দিয়েও লাভ হোলো না কিছু। হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল……।

'লোকটা মরে গেল!' কার্ল চেয়ারে বসতে বসতে ধীরে ধীরে বললো। সেজন্যেই নিক সবসময় অসুস্থ বোধ করছিল! কার্ল কিন্তু নিজেকে কোনরকম দয়া দেখালো না! ও শুধু অবাক হচ্ছিলো এই ভেবে যে, একজন লোক আর একজনকে কত বিপদেই না ফেলতে পারে।

নিকের চার পাশে গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে দুটো মাছি উড়ে বেড়াচ্ছে। কার্ল ওদের তাড়িয়ে দিল।

'নিক' হতভাগা কোথাকার, তুমি কি আমাকে বিপদে ফেলবে বলেই সরে গেলে?'

দুপুরের দিকে ও অফিসে গিয়ে ওদের বিল শোধ করে দিল

'আপনার সঙ্গে সেই আর একজন ভদ্রলোক কেমন আছেন? উনি তো খুবই অসুস্থ ছিলেন।'

'হ্যাঁ। আজ রাতে ডাক্তার দেখাতে হবে একবার।'

BanglaBook.org

১৫

উইলি চায়না টাউন স্টোরে গিয়ে উর কাছে গেল। কিন্তু উ বোধহয় ছিলো না। স্টোরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগলো! ওর কাছে এগিয়ে এল।

উইলি ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'এই যে, আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'নিশ্চয়ই আমি আপনাকে চিনতে পারছি, মিঃ এ্যালেন। আপনি আমাকে অবাক করছেন।'

ও বাক্সটা এগিয়ে দিয়ে বললো, 'আমি কিন্তু এখনও চাই আপনি এটা নিন।'

ঠিক ঐ মুহূর্তে পাশের ঘর থেকে উ বেরিয়ে এলেন। দুজনেই দুজনের দিকে তাকালো।

'এই যে, মিঃ এ্যালেন এসেছেন,' মিস্ ক্যাঙ্ক বললেন।

'তাইতো দেখছি,' মিঃ উ এগিয়ে এসে ওর করমর্দন করে বললো, 'আপনি ওকে বলেছেন যে কারিওকা থেকে ওঁর জন্যে একটা জরুরী চিঠি এসেছে?'

উইলি চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো তারপর বুঝতে পারলো। উ এবার মিস্ ক্যাঙ্কের দিকে পরীক্ষা করবার মতো করে তাকিয়ে বললো, 'মিস্ ক্যাঙ্ক আপনি ক্যাশ রেজিষ্টার্ড থেকে চিঠিটা মিঃ এ্যালেনকে দিয়ে দিন।'

উইলি একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। কোন কিছু বোধ-হয় গোলমাল হয়েছে। মিস ক্যাঙ্ক ছোট্ট একটা কাগজের টুকরো নিয়ে এসে উইলিকে দিল।

মিঃ উ বললো, 'হোটেল থেকে একজন যুবক লোক এসে একটা জরুরী চিঠি দিয়ে গেল।'

উইলি খুব তাড়াতাড়ি ভাবতে লাগলো। তাহলে ঐ সুন্দর ছেলেটা। কি যেন নাম—ক্রীস। ওকে ও খুব ভালবাসে। উইলি জানতো চিঠির কথাটা সম্পূর্ণ বাজে। ও মনের ভেতর থেকে কে যেন বলছে একটা কিছু বিপদ ঘটেছে আর ও এখানে নাক গলিয়েছে একটা মেয়ের জন্যে।

'আমি ওটা এখনই দেখছি, 'ও বললো, 'কিমোনাটা রেখে যাচ্ছি, মিস ক্যাঙ্ক।'

'আমি ঠিক জানি মিঃ উ এটা ফেরৎ দিয়ে দেবেন। তবে আপনি আপনার যা খুশী তাই করতে পারেন।' মিস্ ক্যাঙ্ক বললো।

মিঃ উ বললো, 'ওহ্ হ্যাঁ। আর আমাদের কাছে সুদূর প্রাচ্য

BanglaBook.org

থেকে অনেক ভাল জিনিষ এসেছে। আমাদের মনে হচ্ছে আপনার পছন্দ হয়ে যেতে পারে।'

উইলি জবাব দিল, হ্যাঁ ঠিক আছে, ধন্যবাদ আপনাকে। যদি আপনাদের ফোন না করতে পারি, আর আপনাদের কাছে আসতেও না পারি সেজন্যেই ওই কিমোনেটা মিস্ ক্যাঙ্কের জন্যে রেখে গেলাম।

উইলি একবার মিস্ ক্যাঙ্ক-এর দিকে তাকালো। তারপর বেরিয়ে গেল।

মিঃ উ মিস্ ক্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি এসব কিছুই বুঝতে পারছি না। ঐ কিমোনোটার জন্যে মিষ্টার এ্যালেনের কাছ থেকে তিনশো ডলার নিয়েছি।'

জোর করে বললো মিস্ ক্যাঙ্ক, 'আমার তো মনে হয় উনি ঠাট্টা করছেন। নিশ্চয়ই উনি ফিরে আসবেন।'

কিন্তু মনে মনে মিস্ ক্যাঙ্ক বুঝতে পারছিলো মিষ্টার এ্যালেন আর ফিরবেন না।

উইলি ক্যাবনিক বুথ থেকে কারিওকায় ফোন করলো। কিছু পরে ফোনে ক্রীসের গলা পাওয়া গেল। ও সব কিছু বুঝিয়ে বললো। ক্রীস আরও বললো: 'আমি লোকটাকে দেখিনি। মিষ্টার এ্যাডিসন এর সংগে কথা বলছিলেন। কিন্তু ও মিডওয়েস্ট-এর একজন ডিটেকটিভ।'

উইলি এবার চিন্তায় পড়লো। ডিটেকটিভ? তারপর অ্যাডিসকে ফোন করলো উইলি। অনেক সময় নিল ওঁকে বোঝাতে যে, ওসব বাজে কথা—সব ভুল। এ্যাডিসন বুঝলেন বলে মনে হোলো।

উইলি মিষ্টার এ্যাডসিসনকে ধন্যবাদ জানালো।

এ্যাডিসন বোকা কিন্তু ক্রীস বোকা নয়ত।

BanglaBook.org

আর বেশি দেরী না করে উইলি সোজা গোল্ডেন ওয়েস্ট-এর দিকে গাড়ি ছোটালো। যেতে যেতে অনেক কিছুই ভাবতে লাগলো ও। নিক যদিও সাংঘাতিক লোক তবুও ওকে এ ব্যাপারে দায়ী করা যায় না। তাহলে ধরা যায় হতভাগা জনি কোয়েটকে।

কার্ল বেনেডিক্ট-এর কথাটা মাথায় আসেনি উইলির।

১৬

কার্ল নিকের মরা দেহটা নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে এসে দাঁড়ালো। ওর কাছে আছে নিকের একটা স্যুটকেশ। তারপর স্যুটকেশ শুদ্ধ নিকের মরা দেহটা ফেলে দিল প্রশান্ত মহাসাগরের জলে।

ও একটা পাবলিক ফোন বুথে গিয়ে জনি কোয়েটকে ফোন করলো। কার্ল জনিকে বললো উইলির ব্যাপারটা। ওর কাছ থেকে টাকা পাওয়া যাবে শুনে জনি উত্তেজনা বোধ করতে লাগলো। ওর জিভ জলে ভিজে গেল।

কার্ল এবার গেল উইলির স্যুইটে। ওখানে উঁকি ঝুঁকি মেরে সাবধান হয়ে শিস্ দিল। কারো সাড়া পেল না! তারপর একটা জানলার পর্দা সরিয়ে ভেতরে গেল। চারপাশটা ভাল করে দেখে ও বেরিয়ে গেল।

কিছু পরে উইলি স্যুইটে এল। তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। ও ঘরে কি কেউ এসেছিল! কেউ কি ওর জন্যে অপেক্ষা করিছিল?

ও অনেকক্ষণ ঐভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। অনেকক্ষণ কোন শব্দ শুনতে পেল না।

এবার ও দেওয়ালের পেছন দিকটায় গেল। ওখান থেকে বেডরুমে ঢুকলো। দরজাটা খোলাই ছিল। ও চুপচাপ শুনতে

BanglaBook.org

লাগলো। কিন্তু কোন আওয়াজ পেল না। ও চুপচাপ একটা ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কিন্তু তীব্র অন্ধকার ছাড়া আর কিছু ওর চোখে পড়লো না। কেউ ওকে অর্ভ্যথনা করতে এল না।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর উইলি বেডরুমের দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

ঠিক বিপরীত দিকের ছাদ থেকে কার্ল চুপচাপ দেখছিল সব। তারপর গালাগালি দিতে শুরু করলো নিজের মনেই। এটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে! খুব বাড়াবাড়ি!

উইলি ভেবে নিল বোধ হয় কোন ছিচ্‌কে চোরের কীর্তি

কার্ল শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ও……উইলির বাংলো থেকে সরু একফালি আলোর রশ্মি দেখতে পেল।

কার্ল এবাব বাংলোর দিকে যেতে শুরু করলো। অন্ধকারে যেতে যেতে ওর জামা ছিঁড়ে গেল।

এবার ও স্যুইটের খুব কাছে এসে জোরে জোরে ডাকতে লাগলো —'উইলি! উইলি? আমি তোমার সংগে কথা বলতে চাই।'

উইলি বেরোতে গিয়েও ওকে তুচ্ছ মনে করে বেরোলো না। এটা যে কার্ল বেনেডিক্টের গলা তা ও টের পেয়ে গিয়েছিল।

উইলি বাংলো ছেড়ে বেরিয়ে ওর গাড়িতে উঠলো।

প্রায় তিন মাইল গিয়ে ওর খেয়াল হোলো কার্ল বোধহয় ওর পেছসে পেছনে আসবে। বলে অনুসরণ করবার মতো যত জন আছে তার মধ্যে শেষ লোক হচ্ছে এই কার্লও। কার্ল-এর আবার ভয়-ডর খুব কম। উইলির সংগে যারা কাজ করতো তাদের মধ্যে সবচেয়ে সাংঘাতিক লোক হচ্ছে কার্ল। তবে, আশ্চর্যের ব্যাপার ও কোত্থেকে এসে জুটলো? তবে কি বিকের সংগে হাত মিলিয়েছে? কার্লই তাহলে ঘরের ভেতর ঢুকেছিল।

ও ম্যাপটা বার করে লস্ এঞ্জেলস জায়গাটা ভাল করে চিহ্ন দিয়ে রাখলো। ও সান্টা মোনিকায় গেল। এসময় কিন্তু ও বিলাসবহুল

BanglaBook.org

হোটেল খুঁজলো না। একটা ছোট ঘর দেখলো। কয়েকদিনের মামলা তো! ও কিন্তু মন থেকে কার্ল-এর চিন্তাটা তাড়াতে পারলো না। ও আবার উইলির পেছনে লেগেছে কেন? ও কি ভেবেছে উইলি পাঁচশো হাজার ডলার পকেটে নিয়ে পালিয়েছে।

খুব ক্লান্ত হয়ে উইলি ঘুমিয়ে পড়লো! তারপর কিছুক্ষণ বাদেই নড়েচড়ে উঠে বসলো। ওর কানে একটা শব্দ এল। ওর পিঠে ঘাম জমে উঠেছে। বুঝতে পারলো ও টি, ভি, টা খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

বিছানা থেকে তড়াক্ করে লাফিয়ে ও টি, ভি. টার সুইচ অফ করে দিল। তারপর ঘড়ির দিকে তাকাতে অবাক হয়ে গেল। তার মানে দুঘণ্টা ধরে ও ঘুমোচ্ছিল।

এক গেলাস জল নিয়ে এল ও। তারপর লাউঞ্জে বসে জলটা খেয়ে একটা পেন আর প্যাড নিয়ে এসে লিখতে লাগলো।

প্রিয় জোকার:

তুমি কি ভেবেছিলে ওটা খুব সোজা? উইলি পকেটে করে অন্য লোকের থেকে পাঁচশো হাজার ডলার বার করে নিয়ে পালিয়ে বিপদে পড়েছে ও।

শকুনিরা জমবে।

ওরা টাকার গন্ধ পেয়েছে।

কিন্তু মানুষকে কোন্ জিনিষ বড়লোক করতে পারে? টাকা।

মানুষকে মর্যাদা দেয় কে? টাকা।

মানুষকে ঘৃণায় টেনে ফেলতে পারে কে? টাকার অভাব।

কাজে কাজেই উইলি তুমি শক্ত করে বসে থাকো, নিজের ঘোড়াটা ঠিক ঠাক্ রেখো বাপু। আর তোমার পোষাক আষাক-গুলো একটু সযত্নে রেখো।

এবার একটু সুস্থ বোধ করলো উইলি। নিজের অনুভূতিগুলো কালিতে লিখে বরাবরই শান্তি পায় উইলি। এবারও সেরকম সন্তুষ্ট

BanglaBook.org

হোলো। তারপর একটু আরাম করে বসে এ্যাস্ট্রের ভেতর ঐ লেখাটাকে পুড়িয়ে দিল।

১৭

উইলি ডঃ সাহনের অফিসে সকাল আটটা নাগাদ গেল।

ও কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর রিসেপসনিষ্ট খুব তাড়াতাড়ি ওর কাছে এসে বসলো, 'ওহ্, মিঃ এ্যালেন। আপনি কি দেখা করতে এসেছেন?'

'না। হঠাৎ-ই চলে এলাম। ওখান থেকে সকাল সকাল চলে এলাম তো। তাই ভাবলাম একবার ঢুঁ মারলে কেমন হয়!'

'কিন্তু ডঃ সাহন তো দশটার আগে আসেন না। কোন কোনদিন আবার এগারোটাও হয়ে যায়। খুব দুঃখিত আমি। ওঁকে সকালে হাসপাতালে যেতে হয়।। অবশ্য যদি দরকার থাকে আমি ওঁর কাছে যেতে পারি।

'না। দরকার হবে না। মিস ভেলিনস্কির সংগে দেখা করলেও কাজ হবে।'

রিসেপসনিষ্ট খুব তাড়াতাড়ি অন্য ঘরে যাবার পরেই ভেলিনস্কি ঘরে ঢুকলো। ও ওর চুলটাকে আরো ছোট করে কেটেছে। শুধু ওর ওই মোটা লেন্সের চশমাটা এখনও ঠিক সেইরকমই আছে।

ভেলিনস্কি অবাক হয়ে বললো, মিঃ এ্যালেন!' তারপর রিসেপশননিষ্ট এর সংগে ভেলিনস্কির দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল একবার।

ডরোথি জিজ্ঞেস করলো, 'আমি কি আপনাকে সাহয্য করতে পারি?'

উইলি বললো, 'আমি শহর থেকে আজ সকালেই ফিরছি। তারপর ভাবলাম যে ঘুমের ওষুধ এর কথা ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন সেটা যদি পাওয়া যায়! আমার সম্প্রতি খুব অস্বতি হচ্ছে।'

ডরোথি বললো, ওহ্, কিন্তু আমি তো দিতে পারিনা। এ

BanglaBook.org

ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ডাক্তারবাবুর হাতে। সত্যিই, আমি খুব দুঃখিত, কিন্তু……'

উইলি একটু হেসে বললো, 'ওহ্, তা ঠিক। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমি ওখানে এক ঢিলে দু পাখি মারতে এসেছি। আমার পায়েও ছোট একটা এ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেছে। গাড়ির কোনাটায় লেগে গিয়েছে আর কি। এটাকে দেখিয়ে ব্যাণ্ডেজ করানোর দরকার ছিল একবার। আর তেমন কিছুই না।'

'এ কাজটা আমিই ঠিক করে দিতে পারি।'

ডরোথি নিজের পোষাক ছেড়ে নার্স এর ইউনিফর্ম পরে নিল। তারপর ওরা পিছনের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ও উইলিকে—একটা এ্যানটি-টিটেনাস ইনজেকসন্ দিল। তারপর পায়েতে ব্যাণ্ডেজ করতে লাগলো। দুবার ও যন্ত্রনায় কথা বলে উঠলো কিন্তু ডরোথি কোন উত্তর দিল না।

উইলি ভাবলো ওই মেয়েটার মধ্যে কোন কিছু আছে। মেয়েটা এত নিঃশব্দে কাজ করে কিন্তু ওর ওই নীরবতাই ওকে যেন আকর্ষণ করলো দারুণভাবে। এটা কি পোলিশদের সহজাত? এ ধরনের অনেক মেয়েদের সংগে পরিচয় ছিল ওর —উল, রসিকা, মারিয়া… তারপর লিনা? হ্যাঁ, লিনা ডুরেকি, ওর তথাকথিত স্ত্রী।

ও একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো।' 'কতো দেবো বলুন তো?'

ডরোথি বললো, কুড়ি ডলার। উইলি ওকে দিয়ে দিল।

তারপর ওর চোখে চোখ রেখে উইলি বললো, 'আপনি কিন্তু বেশ বুদ্ধিমতী। ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন আপনি মেডিক্যাল লাইনে যাবার জন্য পড়াশুনো করতে চেয়েছিলেন।'

'আমি তো পড়াশুনো করেছি, ডরোথি বললো, 'তবে টাকার অভাবে ছেড়ে দিতে হলো।'

'আপনার লোকেরা আপনাকে সাহায্য করেনি?'

ডরোথি যেন জোরে ঠোঁট দুটো কামড়িয়ে ধরলো। তারপর

BanglaBook.org

বললো, 'আমি যদি রাস্তায় গড়াগড়ি খেতাম তাহলেও আমার লোকেরা আমাকে সাহায্য করতো না। আমার সম্পর্কে ওরা উদাসীন। ষোল বছর বয়সে যখন একটা কাজ পেলাম তখন ওদের মুখে হাসি ফুটলো।'

'হায় ভগবান।'

'আমার সৎ বাবা তো সব সময় কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন।'

উইলি একটু হাসলো। এই মেয়েটার চেহারাই শুধু ওকে আকর্ষণ করেনি, ওর সব কিছুতেই মেয়েটাকে ভাল লাগে ওর। তবে এরকম ব্যাপার তো সব সময় ঘটেনা। দেখাই যায় না।

'তার মানে?' জিজ্ঞেস করলো ডরোথি।

উইলি এবার ভুরু কুঁচকে বললো, সে ব্যাপারটি ডাক্তার সাহেব আমাকে বলেছিলেন। উনি বলেছিলেন তুমি এটা পছন্দ করলেও নার্স এর কাজের জন্য ছেড়ে দিলে।'

'মানে ঐরকমই ওঁকে বলেছিলাম আর কি!' আবার বললো ডরোথি।

উইলি হাসলো, এবার। ব্যাপারটি ওর কাছে পরিষ্কার হলো এবার! মেয়েটা তাহলে ডাক্তার হতে চায়।

'আমার এবার ডলার টলার বেশ ভালই জমেছে। বেশ ভালই আছি আমি।' বললো ডরোথি।

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' উইলি বললো, 'আমার তো মনে আপনার সবকিছুই বেশ ভাল।'

ওরা দুজন দুজনের চোখের দিকে তাকালো।

'উনি আরও বলেছেন আপনাকে নাকি ওখানকার সকলেই নার্স বলে ডাকে।'

'তা তো ঠিকই, ডরোথি বললো, 'আমাদের মধ্যে অনেকে তো বিয়ে-থাও করেছে। কাজেই বুঝতেই পারছেন……মানে ডিনার, নাচ, হোটেল সবকিছুই ওদের বজায় রাখতে হয়।'

BanglaBook.org

উইলি একটু হাসলো।

'আর আপনার মনে অন্য চিন্তা।'

'তা বলতে পারেন' বলেই ডরোথি উইলির থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালো। তারপর বলতে লাগলো, 'দেখুন, ডঃ সাহন খুব চমৎকার মানুষ। তিরিশ বছর হলো বিয়ে করেছেন। কিন্তু কোথাও যাবেন না। আমি ওঁকে অপমান করার জন্যে কথাগুলো বলছি না কিন্তু।'

'সেজন্যেই ওঁর কাজগুলোও আপনাকে করতে হচ্ছে।'

ডরোথি উইলিকে এক মিনিট পরীক্ষা করে ঘাড় নাড়িয়ে বললো, 'তা ঠিক,'

উইলি সিগারেট খেতে খেতে জানালার বাইরে তাকালো। ক্যালিফোর্নিয়ার সূর্য্যটা বেশ উজ্জ্বলভাবে কিরণ দিচ্ছে।

'জানেন,' উইলি আরম্ভ করলো, 'আমার মনে হচ্ছে, আমরা দুজন আরো অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলতে পারি।'

ডরোথি বললো, 'তা তো ঠিক। কিন্তু আপনি তো আবার দূরে চলে যাচ্ছেন।'

উইলি বললো, ,ওহ্, আমি আবার ফিরে আসবো। তারপর আপনার যদি মত থাকে, তবে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবো।

ডরোথি বললো, 'আমাকে সকাল দশটার আগে ওখানে পাবেন।'

উইলি কিছুক্ষণ চিন্তা করলো। তাহলে ব্যাপারটা বেশ ভালর দিকেই গড়াচ্ছে। মিস্ ক্যাঙ্ক ছাড়া আর কোন বিংশবর্ষীয়া মেয়ের সঙ্গে ওর আলাপ হয়নি যে ওকে ভাবাবে। আর এই ডরোথি ভোলনস্কিকেও দেখলো।

উইলি ওর দিকে ফিরে ওকে পরীক্ষা করার মতো করে দেখলো। তারপর বললো, 'ওই চশমা পরলে আপনি ভাল দেখতে পান?'

'পরতে হয় বলেই পরি।' ডরোথি অন্যমনস্কভাবে বললো।

উইলি হাসলো।

BanglaBook.org

ডরোথি বলে চললো, 'আমি কয়েকটা নাটকে অভিনয় করেছি। আর বেশির ভাগ নাটক করতে গিয়ে ডায়াসের ওপর সাজানো জিনিষ-পত্রের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছি। দর্শকরা হতভম্ভ হয়ে গিয়েছে। আমাকে খুব ছোটবেলা থেকেই পোল্যাণ্ডের লোকেরা মানে আমাকে যারা চেনে আর কি, তারা সকলেই চারচোখো বলে ডাকতো।'

'আচ্ছা,' উইলি একটু আগ্রহভরে শুনবার জন্যে মুখটা বাড়িয়ে দিল। তারপর বললো, 'আপনি তাহলে সবকিছু করতে পারেন না। আপনি যদি আপনার চশমা না পরেন তবে ওই বাড়িটার অবস্থা কি হবে তাব ভাবছি।'

ডরোথি বললো, 'খুবই খারাপ অবস্থা হয়ে যাবে।'

উইলি বললো, 'আচ্ছা। এবার বরং আমি আমার নিজের কথায় ফিরে আসি। আচ্ছা আমার পায়ে ওই কাটাটা আমাকে যন্ত্রণায় ফেলবে না তো!'

'আমারও সেরকম সন্দেহ হচ্ছে,' ডরোথি বললো।

ওরা দুজনে দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ তারপর উইলি বললো, 'আপনি তাহলে ডাক্তারকে বুঝিয়ে বলবেন ব্যাপারটা?'

ডরোথি বললে, 'হ্যাঁ' আমি ব্যাপারটা ওকে ভাল করে বুঝিয়ে বলে দেবো।'

'বাঃ খুব ভাল লাগছে, 'উইলি বললো। তারপর হঠাৎ-ই দু হাত বাড়িয়ে ডরোথিকে জড়িয়ে ধরে ওকে কাছে টেনে নিল।

ডরোথি বাধা দিল না আর কোনরকম সাড়া দিল না।

উইলি চলে যাবার পর ডরোথি জুলির কাছে গেল? তারপর জুলিকে উইলির ব্যাপারটা বললো।

'সত্যি?' বলে জুলি দারুণ আগ্রহভরে শুনতে লাগলো উইলির কথা।

BanglaBook.org

ডরোথি বললো, 'ওহ্ উনি খুব বড়ো ব্যাবসায়ী। যদিও অবসর নিয়েছেন তবুও অগাধ সম্পত্তির মালিক।'

জুলি মুখটা একটু বাড়িয়ে বললেন, তাহলে ব্যাপারটা তো বেশ গরম গরম মনে হচ্ছে।'

'খুব সুন্দর লোক, ডরোথি যেন নিজের মনেই বলতে লাগলো, খুব নম্র। মানে যাকে বলে সত্যিকারের একজন ভদ্রলোক।'

জুলি বললো, 'যেন কিছু লুকোচ্ছো বলে মনে হচ্ছে।

এরপর ওদের মধ্যে হাসির ফোয়ারা ছুটলো। ওরা দুজনেই হাসতে লাগলো।

১৮

জুলি মনে মনে ডরোথির কাছ থেকে শোনা উইলির চেহারার ছবিটা ভাবতে লাগলো।

ঠিক সে সময় একজন ঢুকলো।

'বসুন স্যর?'

যুবকটি এগিয়ে এসে বললো, 'আমি এক বন্ধুকে খুঁজতে চেষ্টা করছি। আমি খবর পেয়েছি ও প্রায় এক সপ্তাহ আগে ডঃ সাহেনের কাছে অসুখের ব্যাপারে দেখা করতে এসেছিল। যদি ওর ঠিকানাটা একবার পাই, 'তাহলে ভাল হয়। আমি ওর দেশ থেকে এসেছি।'

জুলি কিছু না বলে ডরোথি ভেলেনস্কিকে ডেকে দিল। ডাক্তার বাবু সারাটা দিনের জন্যে বেরিয়ে গেছেন।

এক মিনিটের মধ্যেই ডরোথি এল। ডরোথি ওকে মুহূর্ত দেখে বললো, আপনার বন্ধুটির কি নাম?'

'লরেন্স এ্যালেন।'

ডরোথি আর জুলি পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে নিল।

ডরোথি জিজ্ঞেস করলো, আপনিকি ওর হোটেলে গিয়েছিলেন?

'কোথায় সেই হোটেলটা?'

BanglaBook.org

আচ্ছা, আপনি কোত্থেকে জানলেন যে, উনি ডঃ সাহনের কাছে এসেছিলেন ?'

লোকটা ভাবলো এ মেয়েটা খুব বুদ্ধিমতী,খুবই ! তারপর বললো 'আমি ওর হোটেলে গিয়েছিলাম। কিন্তু ও বেরিয়ে গিয়েছেন। ম্যানজারের মুখ থেকে শুনলাম ও ডাঃ সাহনের কাছে গিয়েছে।'

'সেটা কোন্ হোটেল ?' ডরোথি জিজ্ঞেস করলো।

'গোল্ডেন ওয়েষ্ট। ঠিক তীরের ওপর।'

'আমার মনে হয় ওই ঠিকানাটাই শুধু আমরা জানি। উনি এখানে একবারই এসেছিলেন।'

জুলি বললে, 'হ্যাঁ, এই একটা ঠিকানাই আমরা জানি—গোল্ডেন ওয়েস্ট মোটর হোটেল।'

ডরোথি বললো, 'আমার মনে হয় উনি শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন। আমি বোধহয় ওর কাছ থেকেই শুনেছিলাম উনি শহর ছাড়বেন। যদিও আমি তেমন কোন আগ্রহ দেখাইনি।'

এবার লোকটি বুঝতে পারলো আর বেশি কিছু উৎসুকতা বাতুলতা মাত্র। কোন লাভই নেই। ভাবলো ওই মেয়েটার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে ওকে। আর, যখনও প্রতিদিনই একই সময়ে অফিসে থাকে। ওকে অনেক ব্যাপারেই দরকার হতে পারে।

এবার ও বললো, 'আচ্ছা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। দেখি অন্য কোথাও খোঁজ করিগে।' বলে হেসে বেরিয়ে গেল।

ডরোথি ওকে বললো, 'আপনি যদি আপনার নাম, ঠিকানা দিয়ে যান আমাদের কাছে তবে ভাল হয়। কারণ, যদি মিঃ এ্যালেন ওঁর অসুখের জন্যে ডাক্তারবাবুকে ফোন করেন তবে আমরা বলতে পারবো।

ও বললো, 'আমি বরং আপনাকে আমার একটা ফোন নাম্বার দিই। আপনি যোগাযোগ করতে পারেন।'

BanglaBook.org

ও যেমন নিঃশব্দে এসেছিল ঠিক সেরকমই নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

ডরোথি বললো, 'এ ভয়ানক লোক। বোধহয় গুণ্ডা টুণ্ডা। মিঃ এ্যালেন খুব ধনী লোক। আর ধনী লোকেদের পেছনে গুণ্ডারাই লাগে।'

'আর সেজন্যেই তুমি বললে মিঃ এ্যালন এখানে একবার মাত্র এসেছিলেন।'

'হ্যাঁ,' ডরোথি বললে।

১৯

গভীর রাত। ক্রামার পোষাক পরে নিয়ে কার্ল বেনোডিক্সকে দেখতে হাসপাতালে গেল। সারাটা শহর ঘুমিয়ে পড়েছে। কোথাও একবিন্দু আলোর দেখা নেই। আর ঘুমোচ্ছিল। কাউণ্টারের পাশে এক সাদা চুলওলা লোক ঘুমোচ্ছিল। পাহারা দারটাও ঘুমোচ্ছিল। ক্রামার ঢুকলে একজন নার্স এগিয়ে এল।

ক্রামার ওকে বললো, 'আমাদের সেই লোকটি কি ভাল আছে?'

'ওকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়ে, লেফ্‌টেনাণ্ট।'

ক্রামার মাথা নেড়ে ঐ অফিসারের কাছে গেল।

ক্রামার ওকে ডাকতেই অফিসারটা বললো, 'আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, লেফটেনাণ্ট। কিন্তু ওই লোকটা তো অর্দ্ধমৃত।

ক্রামার ওকে বাধা দিয়ে বললো, 'ওর কথা আবার কেন? আপনি কি নিজে খুন হতে চান?

অফিসর কোন উত্তর দিল না। ক্রামার কার্ল-এর ঘরে গিয়ে দরজাটা খুললো। ও দেখলো কার্ল বিছানার ওপর বসে আছে।

'শুয়ে পড়ো তুমি, বোকা কোথাকার।' ক্রামার ধমক দিয়ে উঠলো,' তোমার ব্যাপারটা কি?'

'আমি স্বপ্ন দেখছিলাম মনে হয়।'

BanglaBook.org

ক্রামার ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। তারপর বললো, 'তুমি যদি আবার এরকম ভাবে উঠে বসো তবে আমি কিন্তু তোমাকে চেন দিয়ে বেঁধে রাখবো। কার্ল তুমি তোমার মাথাটাকে এবার যদি নিজের যত্ন নিজে না নাও তবে তোমার মৃত্যু তো আগত।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' কার্ল একটু রেগে গিয়ে বললো।

'তুমি কি বলবে এবার' নিক কের সঙ্গে তোমার কি হয়েছি ?

'তুমি তো ডিটেকটিভ। নিজেই খুঁজে বার করো।'

'আমি তা জানি বলেই মনে হয়।'

'তাহলে তো ভালই। কেমন করে তুমি প্রমাণ করতে পারো।'

এবার একটু চুপচাপ।

'তুমি পুলিশের লোক। আর সেও পুলিশের লোক। ও আমার বিষয়ের জন্যে আমাকে গাড়িতে নিয়ে আসছিল।'

'আর সেজন্যেই ও তোমাকে ওর গাড়িটা দিয়েছিল যাতে তুমি বেড়াবার আনন্দটা উপভোগ করতে পারো তাই না!'

'হ্যাঁ।' কার্ল বললো, 'মনে হচ্ছে ব্যাপারটা কোর্টে উঠবে।

কার্ল হাসলো। আর হাসতে গিয়েই দমকে দমকে কাশি আসতে লাগলো। ভীষণ কাশতে কাশতে ও শুয়ে পড়লো। তারপর বললো, 'আমার মনে হচ্ছে, আমি একটু অসুস্থ।'

সেজন্যই তো আমি তোমাকে বলছি, তুমি একটা বোকা। ক্রামার বললো।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে কার্ল ঘুম জড়ানো গলায় বললো।

এবার বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ।

'তুমি কি নিককে মেরে ফেলেছিলে, কার্ল?' ক্রামার বললে 'সত্যি করে বলো।'

'সত্যি করেই বলছি। আমি কিছু করিনি।'

'ঠিক আছে, ঘুমোও। কিন্তু আর কোন রকম উল্টোপাল্টা কাজ যদি করো তবে আমি তোমাকে চেন দিয়ে বেঁধে রাখবো।'

BanglaBook.org

কার্ল বললো, 'চিন্তা কোরোনা।'

ক্রামার মনে মনে ভাবলো কার্ল দুর্বল আর নিশ্চয়ই ও সত্যি কথাই বলছে।

কলিনস্ হচ্ছে এক যুবক এফ বি আই-এর লোক।

এ লস এঞ্জেলস্-এ একেবারে নতুন।

শেষকালে ও ঠিকানাটা খুঁজে পেল। তারপর খোলা দরজা দিয়ে ঢুকলো। একটা লোককে দেখতে পেয়ে কলিনস্ ওকে বললো, 'ক্ষমা করবেন।' আপনিই কি মিঃ ভেলিনস্কি?'

'আমাকে বলছেন?' লোকটা চেঁচিয়ে বললো, 'হায় ভগবান, না। ওরা পেছনে থাকেন। ওই দিক দিয়ে চলে যান।'

ওদিকে গিয়ে ও ভেলিনস্কির ঘরটা দেখতে পেল। একটা মোটা-মত লোক আর একজন মহিলা বসে আছে। কলিনস্ বললো 'ক্ষমা করবেন. আপনারা কি মিষ্টার আর মিসেস ভেলিনস্কি?'

ওরা দুজনে দৃষ্টি বিনিময় করলো। লোকটা জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কিছু চাইছেন মনে হচ্ছে? আমাদের তো ডলার টলার নেই।'

কলিনস্ এগিয়ে ওর আইডেনটিটি কার্ডটা বাড়িয়ে দিল।

লোজটা ওর স্ত্রীকে বললো, 'এফ বি আই।' তারপর ওরা দুজন দৃষ্টি বিনিময় করলো।

কলিনস্ বললো, হ্যাঁ। আমি আমার কাজ করতে এসেছি। আপনাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনারাই কি ভেলিনস্ক?'

লোকটা মাথা নাড়লো। স্ত্রীলোকটি এবার দুটো চেয়ার এনে একটা বাড়িয়ে দিল কলিনসের দিকে। কলিনস. ওর নোট বইটা খুলে মিসেস ভেলিনস্কির দিকে তাকিয়ে বললো, আপনারই তো আগে নাম ছিল লিনা ডুরেকি? কি, আমি ঠিক বললাম তো?'

'হ্যাঁ স্যর। আপনার এত সতর্ক হবার প্রয়োজন নেই। এসব

BanglaBook.org

কেন হচ্ছে তা তো আমরা জানি। তবে আমাদের পেছনে এই প্রথম লাগা হচ্ছে।'

'ওহ্, আপনাদের পেছনে লাগার কোন প্রয়োজন নেই,' কলিনস্ বললো' 'কিছু প্রশ্ন করবো আপনাদের। আপনাদের আতংকিত হবার কোন কারণ নেই।'

ভেলিনস্কি বললো, 'ওই হতভাগ্যর মতো একজন লোক পঁচিশ বছর আগে এক মিলিয়ন ডলার পেয়েছিল। আর ওকে কেউ ধরতে পারেনি। অথচ অন্যান্য লোকেরা দারিদ্রে দিন কাটাচ্ছে।'

শ্রীমতী ভেলেনস্কি ওর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার মনে হয় আপনাদের পঁচিশ বছর আগে একটি কন্যা সন্তান জন্মেছিল।

'হ্যাঁ, ডরোথি।' শ্রীমতী ভেলিনস্কি বললো।

ওর সঙ্গে আপনাদের কোনরকম সংস্পর্শ আছে আর?'

ভেলিনস্কি ঠোঁট উল্টে জবাব দিলেন, 'ও থাকলে তো ভালই হোতো। কিন্তু আমাদের দিকে আর পা মাড়ায় না ও। আমরা ওর জন্যে কোনকিছু করতে কসুর করিনি। হাজার হোক, ও তো আমাদেরই মেয়ে।'

তারপর একটু রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে বললো, ও যে আমাদেরই মেয়ে ছিল তা তো সবাই জানে। সুতরাং মিথ্যের কোন ব্যাপারই নেই এখানে।

ভেলিনস্কি বললো, যাক্, এসব বাদ দাও। এবার সত্যি কথা বলতে দাও। এফ. বি, আই এর লোকের কাছে মিথ্যে কথা বলবে কেন? এটা ওদের কাছে জরুরী হতে পারে.....'

'তা তো হতেই পারে,' কলিনস্ বললো।

'আচ্ছা, ও হচ্ছে উইলি ম্যাডেনের মেয়ে—এটা সত্যি কথা, কিন্তু আমি লিনাকে এসব সত্ত্বেও বিয়ে করেছি।

কলিনস্ শ্রীমতী ভেলিনস্কির দিকে তাকালো। ওকে দেখে লজ্জিত মনে হোলো।

BanglaBook.org

'এটা কি সত্যি, শ্রীমতী ভেলিনস্কি ?'

'হ্যাঁ, স্যার,' ও বলেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

ওর স্বামী বললো, ওহ, লিনা বাদ দাও ওসব। এতে কি যায় আসে ? তুমি তখন খুব বাচ্চা ছিলে।'

কলিনস্ গলা পরিস্কার করে নিল। থামলো একটু।

ও জিজ্ঞেস করলো,' শেষ কবে আপনার মেয়ের সংগে আপনাদের দেখা হয়েছিল ?'

শ্রীমতী ভেলিনস্কি বললো, 'যতদূর মনে পড়ছে দু বছর আগে। প্রায় দুবছর হোলো ওকে দেখিনি আমরা। ও একদিন এসে আমাদের বললো ও চিকাগোয় যাচ্ছে একটা শো-এ যোগ দিতে। তারপর ডেট্রয়ট থেকে এক বছর আগে আমরা একটা চিঠি পেয়েছিলাম। ও আমাদের বলেছিল ও নিউ ইয়র্কে যাচ্ছে ওর ভাগ্য পরীক্ষা করাতে। স্কুলে পড়ার সময় ওকে দেখতে খুবই সুন্দর ছিল আর খুব চট্‌পটেও ছিল। খুব উচ্চাশা ছিল ওর।

ভেলিনস্কি বললো,' ষোল বছর বয়েসেও ওকে দেখতে খুব সুন্দর ছিল। তারপরই ওর ধ্যান-ধারনা সব পাল্টিয়ে যায়। আমাদের সম্বন্ধে সবকিছু শুনে ফেলে। আমাদের কাছে থাকতে লজ্জা পায়। যতই হোক, আমি তো ওর জন্যে কিছু করেছি। ওকে আমাদের নিজের মনে করে মানুষ করেছি।'

'ও কিছু দিন আপনাদের সংগে ছিল ?'

'হ্যাঁ, শ্রীমতী ভেলিনস্কি বললো' কিন্তু এখন ও অন্য জায়গায় থাকে। ও খুব চঞ্চল। আমার মতো মোটেই হয়নি। আমি কিন্তু মোটেই অশান্ত নই। আমার মতো হয়েছে নামি থ্যাড ?'

থ্যাড ভেলিনস্কি বললো, না। কখনোই না।' তারপর কলিনসের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ও কিন্তু আমার মনের মতো স্ত্রী। সত্যিকারের ভাল মহিলা। চমৎকার। সমস্ত দোষই ওই উইলি ম্যাডেনের !'

BanglaBook.org

শ্রীমতী ভেলিনস্কি আবার ফোঁপাতে শুরু করলেন। তারপর চোখ মুছতে লাগলেন।

মিঃ ভেলেনস্কি বললো, এসব বাদ দাও, লিনা।'

'আপনারা উইলি ম্যাডেনের কাছ থেকে কিছু শোনেননি? ফোন চিঠি পত্র পাননি? ফোন? কিছুই পাননি?' কলিনস্ একটু নরম সুরে প্রশ্ন করলো।

'উইলি ম্যাডেনকে আমি প্রায় পঁচিশ বছর দেখিনি। কোন-রকম সাড়াশব্দ ওর কাছ থেকে পাইনি।' শ্রীমতী ভেলিনস্কি বললো।

থ্যাড বললো, 'যদি ও এবার ওখানে কোনদিন আসে, তবে ভগবানের দিব্যি বলছি, আমি ওকে পুলিশের হাতে দেবো। যথেষ্ট হয়েছে।'

'আর, ও তাহলে ওর মেয়ের ব্যাপারে কিছুই জানে না?'

শ্রীমতী ভেলিনস্কি বললো, 'ও জানে ওর একটা মেয়ে জন্মেছে, ব্যস। কিন্তু ওর মনে আছে কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর আমি জানি ও কিছুমাত্র পরোয়া করেনা। ও খুব ঠাণ্ডা মাথার লোক। ও আমাকে একটি কথা না বলেই বেরিয়ে গেছে।'

ভেলিনস্কি বললো, 'তারপর আমি লিনাকে বিয়ে করলাম। উইলি ওকে ছেড়ে যাবার পর থেকেই লিনা আমার সংগে সংগে সব সময়ই আছে। আপনি ধারনা করতে পারেন উইলি লিনার চেয়ে প্রায় চার বছরের ছোট! কাজে কাজেই আমি আর লিনা শহর ছেড়ে সিম্‌মিনাটিতে গেলাম। ওখানকার সকলেই জানে ডরোথি আমার মেয়ে। তারপর আমরা ফিরে এলাম।

শ্রীমতী ভেলিনস্কি চেঁচাতে লাগলো। আবার চোখ দুটো মুছে ফেললো। থ্যাড শ্রীমতী ভেলিনস্কির পিঠে মৃদু চাপড় দিল।

কলিনস্ বললে,' আমি আপনাদের বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত

BanglaBook.org

আর একমিনিট আপনাদের বিরক্ত করবো! এবার আপনাদের মেয়ের প্রসঙ্গে আসা যাক। ও জানে ম্যাডেন ওর বাবা?'

ভেলিনস্কি বললো, 'ও উইলি ম্যাডেনের সম্বন্ধে কিছুই শোনেনি। আমার মনে হয় আমাদের একটা ভুল হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে লিনার ভাই-এর মতলব। আমাদের সঙ্গে কিছুকিন থেকেছিল। ও হচ্ছে গোঁড়ো ক্যাথলিক। ডরোথিকে মিথ্যে বলতে চায়নি ও। সেজন্যেই ওকে বলেছিল ওর বাবা একটা যুদ্ধে মারা গিয়েছিল আর আমি ওর সৎ বাবা। এটা অবশ্য মিথ্যে কিছু নয়। জোসেফের মত অনুযায়ী উইলি সত্যিকারের মৃত। সমস্ত ভদ্রলোকের কাছেই মৃত আর তার মানেই আমি ওর সৎ বাবা।'

কলিনস্ চিন্তা করতে লাগলো। কে ভাবতে পেরেছিল ওটা?

ভেলিনস্কি জোর দিয়ে বললো, ওটা একটা ভুল হয়ে গেছে, আমি এখনও বলছি। যদি ও ভাবতো আমিই ওর প্রকৃত বাবা তবে আমাকে আরো বেশি সম্মান দিতো ও। আর ওভাবে আমাদেরকে ছেড়ে পালিয়ে যেতো না।'

শ্রীমতী ভেলিনস্কি প্রতিবাদের সুরে বললো, ও কিন্তু ঠিক পালিয়ে যায়নি। চলে গিয়েছিল। আমাদের বলে গিয়েছিল ও চলে যাচ্ছে। আমি ওটাকে চলে যাওয়া বলতে পারিনা।

কলিনস্ এবার বললো, 'আপনাদের কাছে ওর কোন ছবি আছে?

শ্রীমতী ভেলিনস্কি বললো, 'না। আমাদের কাছে কিছু ছবি ছিল কিন্তু সবই ও ওর সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। আমি জানিনা ও ওগুলো দিয়ে কি করবে।

কলিনস্ এবার চলে গেল। ও মনে হোলো তেমন একটা সাক্ষাৎ করা গেলনা।

BanglaBook.org

২০

উইলি জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিল। কোডের দিয়ে তাকিয়ে ছিল। চিন্তা করছিল। ওর ডলারগুলো লুকোবার অন্য জায়গা

খুজতে হবে। ও এবার সব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে ডরোথি ভেলিদস্কির চিন্তা করতে লাগলো।

উইলি ডাক্তারের অফিসে ফোন করলো। ডরোথি ফোন ধরলো। ওকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছিল।

উইলি বললো, 'আজ রাতে ডিনার, নাচ আর হোটেল কোন্ কোন্‌টা হচ্ছে?'

অন্য প্রান্তে নীরবতা। তারপর হাসির আওয়াজ পেল। ডরোথি জবাব দিল, 'আমার মনে হচ্ছে আমি শেষ গল্পটা শুনিইনি। তবে খাবার দাবার খাবো আর নাচও করবো।' সেই সন্ধ্যায় আটটার সময় কাছিকাছি হোটেলে ওরা দেখা করবে কথা হোলো।

কার্ল শুয়ে শুয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। সেই সময় ক্রামার এলো।

বারান্দায় একজন অফিসার কাজ পড়েছিলো।

কার্ল বলোল, 'ক্রামার, তোমাকে কিরকম দেখাচ্ছে।'

ক্রামার একটা চেয়ারে বসে হাসলো। তারপর বললো, 'কার্ল, আমি তোমার ভাল করতেই এসেছি।'

'ধন্যবাদ,' ঠাট্টা করে বললো কার্ল।

'হ্যাঁ, মশাই। আমি তোমাকে ভাল করছি এই জন্যেই যাতে তুমি রাজ্যের প্রমাণ হিসেবে দাঁড়াতে পারো।'

'কিসের সম্বন্ধে? লোকেরা ইতিমধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।'

'ঐ অষ্টম ডাক্তারটির সম্বন্ধে।'

'কোন্ অষ্টম ব্যক্তি?'

'আচ্ছা বোকা তো! তোমাকে আমি ফার্মে পাঠাবো।'

'আমাকে? ঐ পলতাক শিল্পীর কাছে? তুমি পাগল ক্রামার।'

'আরে ওটা নিকের ব্যাপারে সাহায্য করবে।'

BanglaBook.org

'এবার কেটে পড়োতো। আমাকে ঘুমোতে দাও।' কার্ল ঐ লম্বা অফিসারকে চেঁচিয়ে বললো, 'তোমার ঐ পড়ার ভানটা থামাও তো। আমাকে বোকা বানিও না; ওই লোকটাকে আমার ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলো। ও আমার কাজে বাধা দিচ্ছে।'

ক্রামার অফিসারের দিকে তাকিয়ে এমন ভঙ্গী করলো যেন ও কার্ল-এর কথায় কোনরকম মনোযোগ না দেয়।

'তুমি তাহলে যাচ্ছো, কার্ল,' ক্রামার বললো, তোমাকে প্রমাণ করতে হবে যে, তুমি নিককে মারোনি। আমিও তোমার সামনে দাঁড়বো।' তোমাকে সাহায্য করব।

কার্ল বললো, 'আমি জানি। তুমি আমার সঙ্গে শেষ পথটুকুও হাঁটবে। আমার হাত ধরেই হাঁটবে.....।'

'আমি সব ব্যাপারেই খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আমি কিন্তু বার এ্যাসেসিয়েশন অথবা এরকম কারো কাছে গিয়ে অভিযোগ করবো। তুমি আমার ওপর অযথা চাপ দিচ্ছো। তুমি আমার অধিকারে সম্মান জানাচ্ছোনা। আমি কাগজ পড়ছি।'

'ঠিক আছে কার্ল' ক্রামার বললো, 'তখন বলো না যে, আমি তোমাকে সুযোগ দিইনি।'

এবার বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। কার্ল জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে, আর্ট?'

'তুমি খুব তাড়াতাড়ি কাগজ পড়ে নেবে।'

'কি দিয়েছে কাগজে?,

তেমন কিছুই না।'

কার্ল বললে, ধরো কেউ জানে কিভাবে তুমি নিককে মারলে?'

বাজে কথা বোলোনা, আমি নিককে মারিনি। এখনও চাপা দিচ্ছো। এটা কিন্তু খুব ভাল হচ্ছে না।'

কার্ল-এর কথায় বিশ্বাস করলো ক্রামার।

BanglaBook.org

আটটা বেজে দশ মিনিটে উইলি হোটেলের লবিতে ঢুকলো। এখানে দেখা পেল ডরোথির। উইলি এখানে আরো কয়েকবার এসেছে। আর প্রত্যেকবারেই কর্মব্যস্ততা দেখেছে। তবে দেখা করবার মতো সুন্দর জায়গা এটা।

ডরোথি অপেক্ষা করছিল। উইলিকে দেখেই উঠে দাঁড়ালো। ও ডরোথিকে দেখলো। ও যেন অন্য ডরোথি। দারুন সেজেছে আজ।

ওরা দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলো। যেন এই প্রথম ওরা দুজনকে দেখলো।

ডরোথিই প্রথম বললো, 'ভাল।'

'ভাল,' ছোট্ট করে বললো উইলি।

'আমি আপনাকে চশমা পরা অবস্থায় চিনতেই পারিনি। জানতাম না আপনি চশমা পরেন।'

'এটা হচ্ছে নতুন। আমি যখন দূরে গিয়েছিলাম তখনই চোখ পরীক্ষা করি। কিরকম লাগছে আপনার?'

'খুব চমৎকার।' ডরোথি বললো, 'আপনাকে অনেক সুন্দর লাগছে।'

উইলি হেসে নিজের সম্বন্ধে সচেতন হোলো। তারপর বললো, মদ খেলে কেমন হয়? আমার মনে হয় এখানকার বারটা খুব ভাল।'

'আমিও সেরকমই শুনেছি।'

ওরা দুজনে পাশাপাশি বারের দিকে এগোলো।

বারে ঢুকে ডরোথি চারিদিকে তাকাতে লাগলো। আগের মতোই সবকিছু ঠিকঠাক আছে।

ওয়েটার ওদের পানীয় আনলো। ডরোথি মদ খেতে খেতে উইলির দিকে তাকাতে লাগলো।

'আপনার নাচ ভাল লাগে?' ডরোথি বললো।

'দেখার কথা বলছেন?'

BanglaBook.org

'না, দেখার কথা নয়।'

'আমি খুব বেশি নাচিনি কিন্তু।'

'আমার ভীষণ ভাল লাগে। কিন্তু আর সময়ই পাইনা নাচতে।'

উইলি বললো, যেভাবে ওরা নাচে তাতে আপনার তো একজন সংগীর দরকার?'

'আমি একটা জায়গা জানি। পরে ওখানে যাবেন আপনি?'

'যদি আপনি চান।'

উইলির এত ভাল লাগছিল যে আরো মদ নিল। যে জায়গাটার কথা ডরোথি ওকে বলেছিল সে জায়গার দিকে ওরা এগোতে লাগলো। ডরোথি উইলির হাতটা তুলে নিল। উইলির কাছে কিরকম বৈদ্যুতিক স্রোতের মতোই ঠেকছিল।

খাওয়া দাওয়া করে ওরা একটা ভাড়া গাড়িতে উঠে যেতে লাগলো। পেছনের বসার জায়গায় বসে ওরা দুজন দুজনের হাতটা তুলে নিল।

ডরোথির জায়গায় এসে গেল ওরা। উদ্দাম বাজনা বেজে চলেছে। ডরোথি উইলির ঘাড়ে হাত রেখে, বললো, 'কি ব্যাপার?'

'কিছুই না।'

ডরোথি একমিনিট ওর মুখের দিকে তাকিয়ে পরীক্ষা করে নিল। তারপর ওর পাশে বসে বললো, 'আপনি যাবেন।'

'হ্যাঁ, চলুন যাওয়া যাক।'

ওদের মধ্যে বোঝাবুঝি হয়ে গেল যে উইলি ডরোথির ঘরে যাবে ডরোথি উইলিকে ওর ঘরের চাবি দিয়ে দিল। তারপর ওর ঘরে গেল।

ডরোথি আলো জ্বালালো। ডরোথি বললো, আমার কিছু বলার আছে আপনাকে। বোধহয় ওটা আগে বলে থাকতে পারি।' তারপর ডরোথি উইলির কাছে সেই যুবকের আসার কথা বললো।

BanglaBook.org

উইলি যুবকটাকে চিনতে পারলো না।

'দেখুন, মিঃ এ্যালেন' ডরোথি এবার একটু গম্ভীর স্বরে বললো, 'আপনি আমার সঙ্গে কোনরকম ভান করবেন না। আমার মনে হচ্ছে আপনি একটু ঝামেলায় আছেন।'

উইলি ডরোথিকে তারিয়ে তারিয়ে দেখলো। তারপর জোর করে হাসতে লাগলো। উইলি বসে পড়ে সিগারেট-এ টান দিতে লাগলো।

'মিডওয়েষ্ট থেকে আমি এরোপ্লেনে এসেছি। এখানে ব্যবসা ছিল তো! ওটা আমার নিজের দেশ।'

'ওহ্? ডরোথি বললো, 'আমি তো মিডওয়েষ্ট-ই জন্মেছি।'

ডরোথি হেসে বললো, 'আপনি কি ভাবছেন?' তারপর ও ওর জন্মস্থানের নামটা বললো। উইলির কিন্তু খুব একটা আগ্রহ ছিল না ওর কাছ থেকে নামটা শোনার।

'তাই নাকি? আপনি তো তাহলে খুব ভাল জায়গাতেই জন্মেছেন। শহরের কোন্ জায়গায়?'

'আর একটু মজার কথা শুনবেন?' ডরোথি বললো, 'আমি মিনসিটিতে বড় হয়েছি। কিরকম ঘটনাচক্র বলুন তো?

উইলি বললো, হ্যাঁ।'

কিন্তু আমি পোলিশটাউনেই জন্মেছি আরওখানকার রাস্তাঘাট ঠিকানা সব জানি আমি। কেমন করে জানালাম বলবো? আমার মাকে ওর ঘরটা ছাড়তে হয়েছিল। ছাড়তে হয়েছিল অন্য একটা কারনে। বাড়িটার চারপাশে বেড়া দেওয়া ছিল। বেড়ার ওপরে লেখা ছিল ২৩১ ক্লেবার্ন।

উইলির মুখটা হঠাৎ-অন্যরকম হয়ে গেল। যেন বিশ্বাস করতে পারলো না ও ডরোথির কথা। তাহলে এ কি ডরোথির কেউ হবে?

উইলি বললো, আমি ঐ শহরের অনেক লোককেই জানি। কিছু কিছু পোলিশ লোককেও জানি। আপনার মায়ের নাম কি?'

BanglaBook.org

ডরোথি ওকে পরীক্ষা করে নিল একবার। তারপর হেসে বললো 'ওহ্ আপনি ওদের চেনেন না, মিঃ এ্যালেন। পোলিশ-টাউনটা হোলো একটা নোংরা বিজি পল্লী।

উইলি বললো, 'আপনি কি ভেবেছেন বরাবরই আমি কত ডলারের মালিক ছিলাম। আমাকে ডলার উপায় করার জন্যে খাটতে হয়েছে। কিছুই ছিলোনা আমার।'

'হ্যাঁ এবার আমার মায়ের নাম বলছি। আমার মায়ের নাম ডুরেকি-লিনা ডুরেকি।'

ডরোথি কিছুক্ষন চুপচাপ বসে রইলো। যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে ও। ও ঠিক বুঝতে পারলো না ওর কি করা উচিত। ও কি বেধড়ক মদ খেয়েছে। ওরকম মনে হচ্ছে কেন ওর?

আমি আপনাকে বলেছিলাম যে আপনি ওদের চেনেন না।' ডরোথি বললো।

'তা ঠিক,' উইলি বললো। তার পর ওর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে পড়লো। উইলি ভাবতে লাগলো কি ভাবে ঘটলো এটা? কি ভাবে হতে পারে? এটা কি তাহলে একটা দুর্ঘটনা? তাহলে উইলি পাপ করেছে।

উইলি ভাবলো, 'ওর নৈতিক অপরাধ হয়ে গিয়েছে। আমার কি হয়েছে? খুব দেরী হয়ে গিয়েছে। আমার এখন যাওয়াই উচিত।

ও ডরোথির হাত ছুঁয়ে বললো, 'আমি তোমাকে ফোন করবো।

বলেই বেরিয়ে গেল ও।

BanglaBook.org

২২

সকাল সাড়ে আটটা। আকাশে মেঘ করেছে। ও বসে বসে প্রাতঃরাশ খারাপ চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু খুব চঞ্চল

ওকে। ও কেমন যেন হতাশ আর বিহ্বল হয়ে পড়েছে। রাতে পুরো এক ঘণ্টাও ঘুম হয়নি ওর।

ও এক কাপ কফি করে কাগজের বড় বড় অক্ষরে লেখা লাইন-গুলোতে চোখ বুলোতে লাগলো। শুধু যুদ্ধ, যুদ্ধ আর যুদ্ধ। ও পাতা ওল্টালো। এক জায়গায় ওর চোখ আটকে গেল। মিলিয়ন ডলার ডাকাতির ঘটনাটা লেখা আছে। পরপর অনেকের নামও ছাপিয়েছে —জন কোয়েট। অষ্টম লোকটির খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাহলে কে এই অষ্টম লোক? কিন্তু উইলি এখন কোথায়?

এখনও ডরোথির কথাটা ভুলতে পারলো না উইলি। ওর মুখ, ওর শরীর সব ওর মনের মধ্যে ছবির মতো ভেসে উঠতে লাগলো। কোনরকমেই ও ভুলতে পারছিলো না যে, ডরোথি ওর মেয়ে। সত্যিই, ব্যাপারটা কিরকম হাস্যকর।

ও নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলো। আবার ডাকাতির ঘটানটা আবার পড়তে শুরু করলো। তারপর কলম নিয়ে লিখতে শুরু করলো:

প্রিয় জোকার:

তুমি কার্ল বেনেডিক্টের মতোই বোকা বনে গেছ।

ভাবো। ভাবো।

যদি তোমার ভাল লাগে তবে লোকটার যত্ন নিও

তোমার অনেক সমস্যা আছে। তুমি ঐ টাকাটা পেতে চেয়েছিলে।

ঐ শহরটা খুবই ছোট শহর। এখন আমি খুব ব্যস্ত আছি।

উইলি।

BanglaBook.org

২৩

কার্লের বেশ কিছু বন্ধু জুটে গিয়েছিল। এদেরই একজন মাঝে মাঝে এসে ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলতো। এদের সঙ্গে কথা বলে বেশ মজা পেতো কার্ল।

তবে আজ রাতটা একটু অন্যরকম।

ক্রামার অফিসরকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি ঠিক জানো ও ঘর ছেড়ে বেরোয়নি ?'

অফিসর স্লেন ওকে বললো, 'না, এতো এখানেই আছে। ওকে খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছিল। এখন বোধ হয় ঘুমোচ্ছে।

কার্ল ওর হাত ঘড়িটা দেখলো একবার। 'এখন মাঝ রাত।' নিজের মনেই বললো কার্ল।

ক্রামার দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। ক্রামার ওকে বললো, 'কার্ল আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। উনি বলে। নিক প্রাকৃতিক কারনেই মারা গেছে। তারপর ওকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে।'

'তাহলেই বোঝ ?' কার্ল বললো।

'ওরা তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। তুমি কি এখন আবার ঐ ক্যালিফোর্নিয়ার জেলে কাটাতে চাও ?'

কার্ল অনেকক্ষণ ক্রামারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার পর বললো, 'তোমার মনে কি আছে বলো তো !'

'তোমার জন্যে উইলি ম্যাডেন কি করেছে ?'

কার্ল বললো, 'ও একটা কাজের জন্যে তিনটে গুলি ঠিক করে রেখেছিল।'

'তুমি কি সেই ঘটনাটা বলে আমাদের কাজে সাহায্য করবে ?'

'কিজন্যে ?'

'আমরা শুধু জন কোয়েটের কাছ থেকে ওর জবানবন্দী পেয়েছি। আরো চাই। জো উইকস্ বলেছে উইলিই ওদের নেতা। সমস্ত ব্যাপারটা এবার তোমার প্রমাণের ওপর নির্ভর করছে। তুমি এখন ও রাষ্ট্রের হয়ে প্রমাণাদি কস্তুর করতে পারো। তারপর আমরা তোমার দেখাশুনো করবো কার্ল ?

'কি ভাবে ?'

'তোমার শাস্তি রুখবো। এটা সম্ভব।'

'হুম্' কার্ল বললো।

BanglaBook.org

'আর যদি তুমি নিক, উইলি আর তোমার ঘটনাটা বলো তবে মিঃ এ্যালাকোর্ড-এর কাজের সুবিধে হয়। তুমি কেন ঐ হতভাগা উইলিটাকে বাঁচাতে চাইছো।'

কার্ল বললো' 'ক্রামার, আমার বাবা প্রায়ই বলতো কখনো পুলিশের লোককে বিশ্বাস কোরোনা।'

'ঠিক আছে। যা বললাম তাই কোরো। তাহলে এখন থেকে তোমাকে মুক্ত করে দেবো। কিন্তু তুমি যদি সাহায্য না করো আমি তোমাকে এখানেই ফেলে রাখবো আর ক্যালিফোর্নিয়া কর্তৃপক্ষ তাঁদের যা খুশী তাই করবেন।'

'তুমি হোচ্ছো যাকে বলে সত্যিই হতভাগা, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে ভাবতে দাও।'

আর যদি তুমি উইলির মতো বদমাসকে ধরার জন্যে আমাদের সাহায্য করো তবে ক্যাপটেন বেশীর তোমার সারাজীবনের জন্যে বন্ধু হয়ে থাকবেন। উনি উইলির দলের কাজ-কর্ম একেবারেই বরদাস্ত করতে পারেন না!'

অনেকক্ষণ কোন কথাবার্তা হোলো না। ক্রামার বসে সিগার ধরিয়ে চিন্তা করতে লাগলো! তারপর বললো, 'আচ্ছা তুমি কি বলো, কার্ল?'

'আমার মনে হচ্ছে আমার এজন্যে যাওয়া উচিত।'

ক্রামার কোনো কথাবার্তা বললো না।

BanglaBook.org

সকাল থেকেই ডরোথির বিহ্বলতাটা লক্ষ্য করছিল জুলি। ডরোথি সাধারণতঃ খুব প্রাণচঞ্চল মেয়ে। ওকে মুষড়ে পড়তে দেখা যায় না।

সারাটা দিন ডাক্তারের দেখা নেই। দুটো গুরুতর অপারেশনের ব্যাপারে ওঁকে হাসপাতালেই থাকতে হচ্ছে। তিনটের সময় উনি

ফোন করে জানালেন উনি চারটে পর্যন্ত আটকা থাকবেন। ঠিক সেই মুহূর্তে ডরোথি একটা সিগারেট ধরিয়ে টানছিল। জুলি ওর চোখে জল দেখতে পেল।

জুলি বললো, 'উনি এখনও একঘণ্টা থাকবেন। যাও এক কাপ কফি খেয়ে, ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাও। একটু বিশ্রাম নাও। তোমাকে এখন আর দরকার নেই আমার।'

'ধন্যবাদ। আজ তো আমার দিন নয়।'

কিছুক্ষণ ইতঃস্তত করার পর, জুলি জিজ্ঞেস করলো, 'কোন কিছু গোলমাল হয়েছে?'

ওহ্, না। তাড়াতাড়ি বললো ডরোথি, ডরোথির জুলির কাছে নিজেকে মেলে ধরার কোনো যুক্তি খুঁজে পেল না। নিজের মনকে শক্ত করে ফেললো ও। তারপরই ও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। নিজের ঘরে গিয়ে তালা বন্ধ করে বসে রইলো। কিছুক্ষণ পর ও ঠিক্ করলো ওর অফিসে যাওয়াই ঠিক।

এই মনে করে ডরোথি ডাক্তারের অফিসে গেল। ডাক্তারের ঘরে যাবার আগে জুলি ওকে বলেছিল ডাক্তারবাবু ওকে একবার ডেকেছে।

ডাক্তারের ঘরে যেতেই উনি বললেন' এই ভদ্রলোকের নাম মিঃ আলফোর্ড। উনি এফ বি আই-এর লোক।'

'আপনাকে ভীত মনে হচ্ছে, মিস্ ভেলিনস্কি। আমি আপনাকে অভয় দিয়ে বলছি আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমাদের নেহাৎ-ই রুটিন মাফিক কাজ করতে হয়। দয়া করে বসুন!'

ডরোথি বসে পড়ে চেষ্টা করলে নিজেকে শক্ত করার। কিন্তু ও আবার বিহ্বল হয়ে পড়লো।

'উনি লরেন্স এ্যালেনের খোঁজখবর জানতে এসেছেন।' ডাক্তার ডরোথির কাঁধে মৃদু টোকা দিয়ে বললেন।

আলফোর্ড বললো, 'আমি খুবই সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলছি। মিস

BanglaBook.org

ভেলিনস্কি, আমি জানি লরেন্স এখানে ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে আপনার কাছে এসে ওর পায়ের আঘাতের জন্য ব্যাণ্ডেজ করিয়ে নিয়ে যায়।'

মিঃ আলফোর্ড খুবই ধীরে ধীরে কথা বলেছিলেন।

'হ্যাঁ স্যর। সেটা ঠিক।'

'আপনি ডাক্তারবাবুর জন্যে অপেক্ষা করলেন না কেন?'

'ডাক্তারবাবু বলে গিয়েছিলেন দুঘণ্টা অথবা আরো বেশি দেরী হবে ওঁর, আর মিষ্টার এ্যালেন শহর ছেড়ে চলে যাবেন।'

'আচ্ছা। ও কি বলে গেছে কোথায় যাবে?'

'না, স্যর। বুঝতেই পারছেন আমরা কেমন ভাল করেই জানলাম না ওঁকে। উনি বোধহয় আমাদের এখানে একবার এসেছেন আর বেশি কথাবার্তাও হয়নি আমাদের সঙ্গে।'

'তা ঠিক,' ডাক্তার বললেন এবার, 'তবে আমার কিন্তু বেশ ভাল লেগেছিল লোকটাকে। খুব অল্প কথার মানুষ।'

'ওর আঘাতটা কিরকম? আলফোর্ড জিজ্ঞেস করলো।

'কেটে গিয়েছিল,' ডরোথি বললো, 'উনি আমাকে বলেছিলেন গাড়ির দরজায় লেগে কেটে গেছে।'

'ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন।'

প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা হয়ে কেটে গিয়েছিল। তেমন গভীর ভাবেও কাটেনি।'

আলফোর্ড এক মুহূর্ত ওকে পরীক্ষা করার মতো করে দেখলো। যখন ডরোথি ওর দিকে চাইলো তখন আলফোর্ড খুব সুন্দর ভঙ্গীতে হাসলো ওর দিকে চেয়ে। তারপর বললো,

'এখন তো আপনার তেমন ভয়টয় লাগছে না?'

'না, স্যার।'

তারপর থেকে ওর কোন খবর পাননি? ওর কাটার ব্যাপারে আর কোন কিছু বলেনি তো?'

'না, স্যার।'

BanglaBook.org

'ঠিক আছে, এতেই হতেই হবে মিস্ ভেলিনস্কি। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

ডাক্তার ডরোথিকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে বললো।

তারপর পাঁচ মিনিট পরে খিলানের সামনে এসে গাড়ি থেকে নেমে ডরোথি ডাক্তারকে বললো, 'মিঃ এ্যালেনের সম্বন্ধে এফ বি আই থেকে খোঁজখবর নিচ্ছে কেন বলুন তো?'

'উনি তো আমাকে বললেন ওটা ওদের রুটিন মাফিক জিজ্ঞাসা বাদ। বোধহয় ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু রয়েছে অথবা এইরকম কিছু আর মিঃ এ্যালেনকে সাক্ষী হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। ডরোথি এবার আমাকে বলো তো ঐ ক্ষতটা বন্দুকের গুলির নয় তো? আমার মনে হয় সেরকম কিছুর জন্যেই হয়তো মিঃ আলফোর্ড এসেছিলেন।'

'আমি একেবার স্থির নিশ্চিত, এরকম কোনো ব্যাপার নয়, ডাক্তারবাবু। তবে আমি তো আর তেমন বিশেষজ্ঞ নই!'

'ঠিক আছে বোনটি তোমার আরো বেশি সতর্ক হওয়া উচিত। কোন গুলীর আঘাতের ঘটনা দেখলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে কিন্তু। ঝামেলায় পড়তে পারি।'

'ওহ্, আমি দুঃখিত, ডাক্তারবাবু। এরকম আমার জীবনে ঘটেনি। আর, তাছাড়া মিঃ এ্যালেনকে গুলী করবে কে?'

'আমি বুঝতে পারছি তুমি কি বলতে চাইছো। ঠিক আছে, যাও এবার একচোট ভালকরে ঘুমিয়ে নাও। আগামীকাল আমাদের আবার দেখা হবে কেমন!'

ডরোথিকে আর তেমন বিহ্বল লাগছিল না। ও ওর ঘরে ঢুকে বিছানায় গা এলিয়ে দিল।

BanglaBook.org

উইলি ও হোটেলের ঘরে চুপচাপ বসেবসে টি, ভি দেখছিলো।

টি. ভি র শো খুব একঘেয়ে লাগছিল। শেষকালে ও টি, ভি, র সুইচ বন্ধ করে দিল।

উইলি নিজেকেই নিজে বললো, 'লোকগুলো নিপাত যাক। সেটা তোমার দেখার দরকার নেই। অথবা তুমি কি সেই ডাক্তারকে পছন্দ করো যে ডরোথিকে নাস হিসেবেই দেখতে চায়।'

পরের দিন সকাল সোওয়া আটটার সময় ও ডাক্তার সাহনের অফিসে ফোন করলো। ডরোথি ফোন ধরলো।

উইলি বললো, 'তুমি কি ক্যালান ড্রাগস্টোরে ঠিক একটার সময় থাকতে পারবে ?'

'হ্যাঁ, 'ডরোথি বলে, 'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনি ভুল নাম্বার ধরেছেন।'

জুলি চুল ঝাড়তে ঝাড়তে ঘরে ঢুকল।

ডরোথি বললো, 'বাইরের একজন, চিনিনা।'

জুলি বলে, 'তোমাকে আজ সকালে খুব সুন্দর দেখতে লাগছে আমি যদি তোমার সুন্দর হতাম।'

এইভাবে কিছুক্ষণ জুলি বক্‌বক্ করে গেল। কিন্তু ওর কথা তখন কে শুনছে ?' ডরোথির মন অন্য দিকে পড়ে আছে।

ঠিক একটার সময় ডরোথি ক্যালনের ওষুধের দোকানে ঢুকলো। ঠিক কোনের সামনে বসেছিল এক মোটা মতো মহিলা। ও ফোন বুথে ঢুকে পড়লো।

ডরোথি ফোন করতে লাগলো। একটা পনের মিনিট। ডরোথি খুব আগ্রহের সঙ্গে রিসিভারটা তুলে নিল। ফোন বেজে উঠলো।

ডরোথি আশা করেছিল ওপাস থেকে হাসির শব্দ অথবা রসিকতা শুনতে পাবে।

BanglaBook.org

উইলি গম্ভীর স্বরে বললো, 'সবকিছু জানো তো ?' ঠিক এরকম প্রশ্নই আশা করেছিল উইলি। সবকিছু, যদিও ডরোথির জানা নেই। ও নিজেকে যথাসম্ভব ভারহীন হয়ে উত্তর দিল, 'না, মিঃ এ্যালেন ফলো করা হচ্ছে।'

উইলি ওর কাছ থেকে সবকিছু জানতে চাইলো। ডরোথি খুব সংক্ষেপে বললো। সব শোনার পর উইলি রেগে গেল।

'ঐ লোকটার সম্বন্ধে তোমার মতামত কি ?' উইলি জিজ্ঞেস করলো।

ভদ্রলোক গোয়েন্দা। মানে গোয়েন্দার লোক আর কি। শুধু এইটুকুই বললো ডরোথি !

মিঃ আলফোর্ড-এর সম্বন্ধে আরো কিছু বলা কি ডরোথির উচিত ? কিন্তু তারপরেই ভাবলো মিঃ আলফোর্ড মানুষ হিসেবে চমৎকার। যদিও গোয়েন্দা তবুও ওকে দুশ্চিন্তায় ফেলেননি উনি।

'গোয়েন্দা' উইলি বললো। অন্য কোন মেয়ে হলে এই গোয়েন্দার সম্পর্কে খুঁটি নাটি সবকিছু জানাতো উইলিকে। ডরোথি বলেই তেমন কিছু বললো না।

আর এই গোয়েন্দা শখের গোয়েন্দা নয়—এটুকু বুঝলো উইলি।

উইলি খুব তাড়াতাড়ি ভেবে নিল কি করতে হবে।

ও ডরোথিকে বললো, 'ডরোথি শোনো আজ রাত নটার সময় তুমি একটু বেরোতে পারবে কি ?.....'

'বেরোনো ! ওহ্ মিঃ এ্যালন, পারবোনা আমি আজ কাল রাস্তাগুলো কি ভীষণ অন্ধকার থাকে।'

'শোনো, শোনো। চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি থাকবো। আমার সঙ্গে আর তোমার দেখা হবে না। কিন্তু ও নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরোনা। ঠিক নটার সময় তুমি বেরিয়ে পড়বে। মানে কোথাও যেন যাচ্ছো এরকম আর কি।'

BanglaBook.org

ডরোথি একটু উত্তেজনার সঙ্গে বললো, 'ঠিক আছে।' মিঃ এ্যালেন ওর ভয় দূর করে দেবেন।

তারপর একটু ইতঃস্ততঃ করে বললো, 'আর পরে কি আপনার দেখা পাবো?'

'না। কিছুক্ষণের জন্যে আমার মনে হয় ফোনেই কথাবার্তা বলা ভাল।'

কিন্তু আমি কি করে জানাব……?'

'দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আগামীকাল কেউ তোমাকে ফলো করবে না। তুমি আরামে থাকতে পারো।'

তারপর বিদায় নিয়ে উইলি ফোন রেখে দিল।

২৫

আলফোর্ড তাঁর নিজের ঘরে বসেছিলো। এখন রাত। সূর্য্য কয়েক ঘণ্টা আগেই আর কর্তব্য কর্ম সমাপ্ত করেছে। সারাটা বিকেল ওকে পল কলিনস্ এর সংগে উইলি ম্যাডেস-এর তদন্তটা নিয়ে রিপোর্টারদের কাছে কেটেছে।

আলফোর্ড বলেছিল, 'সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানো কলিনস্, আমরা উইলির সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবো এক সুন্দরীর কাছ থেকে। ওর নাম ডারোথি ভেলিনস্কি।'

কলিনস্ ভাল করে শোনেনি কথাগুলো কারণ ঠিক সে সময় ও ভাবছিল কার্ল বেনেডিক্ট-এর কথা।

হঠাৎ ও বললো, 'কি নাম বললেন?'

আলফোর্ড আবার নামটা বলে হাসলো।

কলিনস্ খুব অবাক হয়ে গেল। বললে, 'আপনি ভেলিনস্কি পরিবারের সম্বন্ধে আমার রিপোর্টটা পড়েননি? কোথায় এর দেখা পেলেন? এ ব্যাপারে ওর কি সম্পর্ক?'

আলফোর্ড একটু অপেক্ষা করে বললো, 'দাঁড়াও, ব্যাপারটা

BanglaBook.org

আমার কাছে তেমন স্পষ্ট হচ্ছে না। না, এটা তো আমি পড়িনি। কেন আমার কি পড়া উচিত?'

কলিনস্ রিপোর্টটা আলফোর্ড দেখিয়ে বললো, 'আপনি ওটাতে সই-ত করেছেন। থাক্, পড়ুন ওটা।'

আলফোর্ড পড়তে লাগলে যেন ওডিটি শব্দ গিলছে ও। তারপর বললো, 'আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি। এইসব লোকেরা তোমাকে বোকা বানিয়েছে অথবা ওরা এদের সম্বন্ধে কিছুই জানেনা। আর যে কোনভাবে হোক ডরোথি ওর বাবার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন?

আলফোর্ড কলিনস্‌কে ডঃ সাহনের অফিসে ওর যাবার ঘটনা বললো। তারপর বললো, লরেন্স এ্যালেনই যে উইলি ম্যাডেন এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। কার্ল বেনেডিক্ট তো বলছে যে, ও ম্যাডেনকে গুলি করেছিল। আশ্চার্য দশটা মিলিয়নের জন্যে একটা গুলি। তারপরেই উইলি ঢুকেছিল ডাক্তারের অফিসে যেখানে ঘটনাচক্রে ওর মেয়ে কাজ করছে। আমি ঠিক বলেছি না?'

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়?' কলিনস্ খুব চট্‌পট্ উত্তর দিল।

ও সবই তো খুব বাস্তবসম্মত চিন্তা।

'আর ঘটনাচক্রে যদি এমন হয় তাহলেও বাড়াবাড়ি না, যে, ডরোথি ভেলিনস্কিকে আমরা খুঁজছি সে ডরোথিও নয়।'

'সব কিছুই হতে পারে কলিনস্ বললো।

আলফোর্ড বললো, 'ঠিক আছে, ঘটনাটা ঘটতে দাও। ওকে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় লক্ষ্য রাখতে হবে। স্ট্রাইকল্যাণ্ডকে খবর দাও। ওকে বাড়িতেই পাবে। এ ব্যাপারটার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আমি ওকেই দিতে চাই। যাইহোক্ কটা বাজে?

'নটা বেজে কুড়ি।'

BanglaBook.org

কলিনস্ উঠে ফোন ধরলো। স্ট্রাইকল্যাণ্ডের নাম্বারে ফোন করলো। কিন্তু কোনো উত্তর পেল না।

আলফোর্ড বললো, 'চেষ্টা করো। মাঝে মধ্যে ও সন্ধ্যেবেলায় ওর বৌকে নিয়ে সুপার মার্কেটে যায়। ওর বৌ গাড়ি চালাতে পারে না।'

কলিনস্ আলফোর্ডের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ালো। আলফোর্ড প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনেও খোঁজ খবর রাখে।

কলিনস্ চেষ্টা করতে লাগলো। রিসিভারে কান রেখে ও আলফোর্ডের সংগে কথাবার্তা বলতে লাগলো। আলফোর্ড বললো, 'আমার মনে হয় আমি এরকম কোনো লোকের পাল্লায় আমার জীবনে পড়িনি। মজার ব্যাপারটা কোথায় জানো ও যে কোথায় ওর টাকাটা রাখলো তার হদিশ পর্যন্ত পাচ্ছি না। পাঁচ বছর হয়ে গেল। এরকম শোনা যায়নি সত্যি, মাথা বটে লোকটার। কিন্তু মনে রেখো তোমাকে ফোন করতে হবে এখন। যে করেই হোক্।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর কলিনস্ বললো, কোনো উত্তর নেই।

'চেষ্টা কারো চেষ্টা করো।'

BanglaBook.org

২৬

ঠিক নটার সময় বেরিয়ে পড়লো ডরোথি। ভয় করছিলো ওর। ডরোথি ওর জীবনের ঘটনা দিয়ে বুঝলো ভয় থাকলে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে আর জীবনের কোন সুন্দর মূহূর্ত ভালকরে উপোভোগ করা যায় না।

ও যেন ব্যাস্তভাবে এগোতে লাগলো ঠিক যেরকম বলেছিল মিঃ এ্যালেন। ওর সবকিছু নিরলস লাগছিল। শুধু অন্ধকার, আর গাছপালা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছেনা ওর।

এ্যালেন ঠিক যেরকম বলেছিল সেই জায়গায় হাজির হোলো ও। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ও সামনেই উইলিকে সিগারেট খেতে দেখতে পেল।

এতক্ষণে ও শান্ত হলো।

ডরোথি বললো, 'সবকিছু ভাল তো?'

'হ্যাঁ।' উইলি বললো।

'কিছু ঘটেছিল?'

'তোমার কোনরকম দুশ্চিন্তার কারণ নেই।'

একটু থেমে ডোরোথি বললো, 'আপনাকে এখানে পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।' ফোনে যেরকম কথাবার্তা হোলো আমি বুঝেছিলাম·····'

'আমি মনটাকে পাল্টে ফেললাম,' উইলি বললো।

'তাহলে আপনি ভেতরে চলুন। এককাপ কফি খাবেন! স্যাণ্ড-উইচ কেমন লাগবে আপনার? হঠাৎ কেমন যেন খিদে পাচ্ছে আমার। আমি তেমন কিছু খাইনি।'

উইলি ওর সঙ্গে গেল। ডরোথি ওর দিকে তাকিয়ে ছিল। ও জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার?'

'আমার মনে হচ্ছে আপনার ওই সোয়েটারের জন্যেই আপনাকে খুব কম বয়েসী লাগছে।'

উইলি একটু হেসে বললো, 'কিন্তু স্যাণ্ডউইচ তৈরী করে ফিরে আসতে আসতেই দেখবে আমি সোয়েটার খুলে ফেলেছি।'

ডরোথি ঠিক করতে পারলোনা ওর কথাটা। তারপর সত্যি সত্যি স্যাণ্ডউইচ করে যখন ফিরলো দেখলো উইলি সোয়েটারটা খুলে ফেলেছে। ওরা একটা লাউঞ্জে বসে আছে ওদের সামনের টেবিলে খাবার দাবার, কফির কাপ।

'আমার খুব ভাল লাগে ওরকম ভাবে খেতে।' ডরোথি মিষ্টি হেসে বললো।

'রেস্তোরাঁতে তোমার বন্ধু কে?'

BanglaBook.org

ডরোথি কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো উইলির দিকে। তারপর বললো, 'আমি তো সকলকেই জানি।'

তারপর একটু থেকে বললো, 'কিন্তু ঐ গোয়েন্দাটার জন্যেই আমি রাতে ঘরের বাইরে যেতে পারি না, আমার খুব ভয় ধরে গেছে। দেখুন, আমাকে দেখে মনে হচ্ছে না আমি নার্ভাস হয়ে পড়েছি।'

ডরোথি হাসলো।

কিন্তু উইলি হাসছিলো না।

ওরা নিঃশব্দে খেতে লাগলো। তারপর উইলি বললো, তুমি এখন যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো। আমাকে এখন ব্যবসার কাজে বেরোতে হবে। জানিনা কখন ফিরবো।'

'আমি যদি আপনার সঙ্গে যেতে পারতাম।' ডরোথি বললো।

উইলি ওর দিকে ফিরে বললো,' 'কি বলতে চাইছো তুমি?'

'আমি বলতে চাইছি আমি যদি যেতে পারতাম। তবে আমি জানি আপনি আমাকে সঙ্গে নেবেন না। অফিসে কাজ করতে করতে আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। সেই ডাক্তার সাহান, রোগি, আর কিছু অ্যান্টিসেপটিকের গন্ধ·····সত্যি, আমার এক এক সময়ে খুবই ক্লান্ত লাগে। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের অভিনয় করতে করতে আমি সত্যি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

'আচ্ছা!' উইলি বললে আমি আর কিছুক্ষণ হয়তো থাকতে পারি।'

ডরোথির মুখ দেখে মনে হোল উৎসাহ ফিরে পেয়েছে ও।

তারপর ডিনার খেয়ে আমরা সিনেমা দেখতে পারি। আপনার ভাল লাগেনা সিনেমা দেখতে?

উইলি ওর দিকে চেয়ে বসে রইলো। ও চাইছিলো না ওর সঙ্গে সঙ্গে সবসময় যেন ডরোথি থাকুক। সে ওর নিজের মেয়ে হোক আর যেই হোক্ তাতে ওর কিছু আসে যায় না।'

'চলো আমরা মেক্সিকোয় যাই।' উইলি বললো।

BanglaBook.org

ডরোথি সোজা হয়ে বসে ওর দিকে তাকিয়ে বললো, 'সত্যি বলছেন ? কখন ?'

আধঘণ্টার মধ্যেই।' উইলি বললো।

'মনে হচ্ছে আপনি খুব গুরুত্ব দিয়ে কথা বলছেন না।'

'আমি তো নিজেই গুরুত্বপূর্ণ লোক। আমরা এখন বর্ডারে যাবো রাজী তো ?

কিন্তু পাগলামি করা হবেনা।'

'পাগলামিই তো।'

'যাইহোক্ পাগালামি হলেও আমি গ্রাহ্য করিনা। কিন্তু কি করতে হবে।'

উইলি বললো, তুমি একটা ছোট ব্যাগ বাঁধাছাঁদা করে নাও। এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা ফিরে আসবো। কে জানতে পারছে ? আধঘণ্টার মধ্যেই গাড়ি নিয়ে আসছি আমি।

উইলি দরজার দিকে যেতে লাগলো কিন্তু ডরোথি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো। তারপর ওর পেছন পেছন যেতে যেতে বললো, 'আমি আপনার কোন কথা বিশ্বাস করিনা। আমার মনে হচ্ছে আপনি ঠাট্টা করছেন।'

'ঠাট্টা নয় আমি আধঘণ্টার মধ্যেই আসছি। তৈরী থেকো।'

সত্যি আধঘণ্টার মধ্যে গাড়ি গিয়ে হাজির হোলো এ্যালেন। তারপর গাড়ির জানালায় মুখ রেখে চেঁচিয়ে বললো, 'ঠিক আছে। চলে এসো।' ডরোথি একটা ব্যাগ নিয়ে গাড়িতে উঠলো। ওরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেলমারে চলে এল। তারপর হঠাৎ-ই উইলি গাড়িটা থামালো। ডরোথি জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার।'

'একটা গাড়ি বোধহয় আমাদের ফলো করছে। ব্যাপারটা জানতে হবে।'

তারপর নিঃশব্দে ও গাড়ি চালাতে লাগলো। আকাশে চাঁদ

BanglaBook.org

নেই ! উইলি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, 'প্রায় মাঝরাত।'

কিছুক্ষণ পর ডরোথি জিগ্যেস করলো, 'আপনি বলেছিলেন না আমরা মেক্সিকোয় যাচ্ছি।'

উইলি বললো, 'আগামীকাল গিয়ে পৌছবো। তারপর কি করবো টরবো তা আমি জানি। ওখানে একটা সুন্দর ছোট শহরের কথা আমি জানি। ওখানে একটা হোটেল আছে। সুন্দর লম্বা বারান্দা। ওরকম বারান্দা আমি জীবনে দেখিনি।'

'খুব সুন্দর তো।' ডরোথি বললো,

'তোমার খুব ভাল লাগবে।'

রাস্তা একরকম ফাঁকাই। ওরা শহরের দিকে চলতে লাগলো। লিওন আলোয় বড় বড় অক্ষরে এক জায়গায় লেখা আছে:

ক্রেমিংগো।

'আমরা এখানেই রাতটা কাটাই,' উইলি বললো।

ডরোথি সায় দিল ওর কথায়।

ওরা মিঃ জন ওয়ার্ল্ড আর সেক্রেটারী মিস. ডরোথি ক্রামার বলে খাতায় নাম লেখালো। ওরা একটা ডবল বেডরুম আর একটা থাকার ঘর পেল।

একসময় উইলি বললো, 'আমাদের একটু ঘুমোতে হবে।'

'যা বলবেন' ডরোথি ওর দিকে চেয়ে বললো।

উইলি বললো, একটু পাগলামি হয়ে যাচ্ছে না।'

ডরোথি বললো, 'আপনি যদি চান তবে আমাকে নিয়ে ফিরে যেতেও পারেন। আমি তাহলে আপনার সেক্রেটারি হিসেবে ভালই কাজ করবো। আপনাকে কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছিনা আমি।'

উইলি এক মুহূর্ত ডরোথির দিকে চেয়ে রইলো। সব দোষই ওর নিজের। ডরোথির কোন দোষই নেই। এখানে ওই সুন্দরী মেয়েটা ওর জন্যে নিজের সবকিছু সঁপে দিয়ে বসে আছে কিন্তু ও মেয়েটাকে প্রত্যাখ্যান করছে।

BanglaBook.org

উইলি ডরোথির হাতটা তুলে নিয়ে বললো 'ডরোথি, আমার কথা শোনো। আমার অনেক পাগলামি আছে। তোমাকে আমার সঙ্গে থাকতে হলে অনেক ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। পরে আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবো। আমি ঠিক জানি না। আমি যদি সেরকম চট্‌পটে হতাম তবে আমি তোমাকে তোমার অ্যাপোর্টমেণ্টে রেখে আসতাম আর তোমাকে তোমার নিজের মতো করে থাকতে দিতাম·····'

'না,' চেঁচিয়ে উঠলো ডরোথি, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এসব কথা আমার কাছে বলছেন কেন। আর আমাকে এত অনুকম্পাই বা করছেন কেন তা বুঝতে পারছি না। তবে, এখন আমি বুঝতে পারছি একটা ব্যাপার। আমি আগের চেয়ে এখন আপনার সঙ্গ পেয়ে অনেক বেশি আনন্দিত।'

উইলি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'এবার ঘুমোও। আগামী-কাল আমরা মেক্সিকোয় চলে যাবো। আমাদের দুজনের কাছেই সেখানকার জগৎটা আলাদা।'

২৭

আলফোর্ড ওর বস, স্ট্রিকল্যাণ্ডের সঙ্গে ফোনে কথাবার্তা বলছিল।

'রিচার্ডসন একটা গাড়িকে অনুসরণ করে গেছেন। লোকটা জন ওয়ার্ল্ড নামে একটা মেয়ের সংগে ক্রেমিংগো মোটর হোটেলে উঠেছে। এবার কি করতে হবে?'

'সব সময় চোখে চোখে রাখতে হবে।'

'ঠিক আছে তাই হবে,' আলফোর্ড বললো, 'লোকটা নিশ্চয়ই কোথাও কিছু লুকোচ্ছে।'

অথবা ডাকাতির ব্যাপারে ওর ভয়ও থাকতে পারে। এখনই অবশ্য কোনরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। তবে মেয়েটাকে সবসময় চোখে চোখে রাখতে হবে।'

BanglaBook.org

'যদি ওরা আগামীকাল দক্ষিণে গিয়ে মেক্সিকোয় ঢোকে তবে ?'

'সেটা একটা চিন্তার ব্যাপার। তুমি ফোন ছেড়ে দেবার পরই আমি মেক্সিকোর পুলিশদের সংগে একটা ব্যবস্থা করে ফেলবো। যদি ওরা ওখানেই যায় তবে আমরা ওদের বাধা দিতে পারবো না। বোধ হয় উইলি মেক্সিকোতেই যাবে।'

আলফোর্ড ফোন ছেড়ে দিয়েই দৌড়ালো।

উইলি ঝাঁকি মেরে উঠে পড়লো। কুলকুল করে ঘেমে চান করে উঠেছে ও। স্বপ্নের মধ্যে কোনরকম ভয় পেয়ে গিয়েছিল বোধহয়। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো।

ওর দরজায় টোকা পড়ল। ডরোথি ঢুকলো। আমার মনে হোলো আমি আপনার গলার আওয়াজ পেলাম। আমি শোবার ঘরে বসেছিলাম। আমি অনেকক্ষণ জেগে বসে রইলাম। একটুকুও ঘুম আসছিলো না। আমি বুঝতে পারলাম না কিছু।

'আমরা ফিরে যাবো। ঠিক এখনই। একটা ভুল হয়ে গেছে।'

'আমি কিন্তু ওইরকমই ভাবছিলাম। ঠিক ওরকম ভাবে থাকা যায় না।'

উইলি বললো, 'ঠিক আছে। তৈরি হয়ে নাও। ঠিক সময়মতো সব কাজটাজ করে নাও। যেন কেউ তফাৎটা না ধরতে পারে।'

'ঠিক আছে,' বলেই ডরোথি দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

উইলি নিজের মনেই বলতে লাগলো, 'তুমি বোকামির কাজ করছো, উইলি 'খুবই বোকামি করছে।'

আলফোর্ড অফিসে ঘুমোচ্ছিল। পোষাক সব পরেই ছিল। শুধু জুতোটা ছাড়া।

আলফোর্ড উঠে বসলো। কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব ? উইলি নিজের মেয়েকে নিয়ে কেন একটা হোটেলে উঠবে আর কয়েক ঘন্টা ওর সঙ্গে কাটাবে ?'

BanglaBook.org

'ঠিক আছে,' ও বললো, 'আমার কিন্তু ভীষণভাবে সন্দেহ হচ্ছে এগিয়ে যাবো আমি।'

বসের ফোন পেল।

'হ্যাঁ, যতদূরেই যাক ওরা, ছেড়োনা কিন্তু।'

'একটা চেক পয়েন্ট পড়বে। লক্ষ্য রেখো! আমি ওখানেই থাকবো। আমাদের আরো বেশি সর্তক হতে হবে। যদি তুমি একটু ভুল করে বসো তার খেসারৎ হিসেবে আমরা কিন্তু চিরকালের জন্য একটা মেয়েকে হারাবো।'

২৮

সকাল আটটা। সূর্য তখন বেশ কিছুটা ওপরে।

উইলি সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল। যেন ডরোথি যে ওর গাড়িতে আছে তা খেয়ালই নেই ওর। ডরোথি বেশিরভাগ সময়েই ও সমুদ্রের ঢেউ-এর দিকে চেয়েছিল। তারপর উইলির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে রইলো। কি চিন্তা করছে উইলি। ও ডরোথির কাছ থেকে কি চায়? এ ধরনের পাগলামি করার মানেই বা কি? সমস্ত ব্যাপারটাই কিরকম রহস্যময় ঠেকছে ওর কাছে।

উইলি বললো, 'তোমার বোধ হয় দেরী হয়ে যাচ্ছে?'

'ঠিক আছে, আমি তো অনেক ঘুমিয়েছি আগে। চিন্তার কিছু নেই।'

'এসবের জন্য আমি খুব দুঃখিত।' বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর উইলি বললো, 'একটা দিন তোমাকে আলাদা একটা নাম্বার দেবো। সেই নাম্বারেই আমরা ফোনে কথাবার্তা বলবো।'

'ঠিক আছে,' ডরোথি বললো।

ডরোথি চুপচাপ বসে রইলো। ও অনেকদিন আগেই বুঝতে পেরেছিল মিঃ এ্যালেন একটা কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে।

BanglaBook.org

আড়চোখে উইলি দুজন লোককে দেখতে পেয়েছিল। ঠিক পেছনেই ওরা ব্যস্ত লোকেদের সংগে মিশে আছে।

'কি ব্যাপার?' উইলি ওদেরই একজনকে জিজ্ঞেস করলো।

'ড্রাইভারের লাইসেন্সটা আপনার দেখি?' লোকটা এফ বি আই-এর আইডেন্টটি কার্ড দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

উইলি ওর লাইসেন্সটা দেখালো লোকটাকে।

লোকটা কিছু না বলে অনেকক্ষণ ধরে লাইসেন্সটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। উইলির হঠাৎ চোখে পড়লো একটা লম্বা মতো লোক অনেকক্ষণ ধরে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক নলটা উঁচিয়ে বললো, 'চুপচাপ বসে থাকুন।' সেই লম্বা মতো লোকটা খুব তাড়াতাড়ি গাড়িটার কাছে চলে এল। ও গাড়ির দরজাটা খুলেই বললো, 'ঠিক আছে, মিস্. ম্যাডেন বেরিয়ে আসুন।'

উইলি কিছু বুঝতে পারলো না।

ডরোথি বললো, 'আমার নাম ডরোথি ভেলিনস্কি, মিষ্টার আলফোর্ড। আপনি তো জানেন।'

আলফোর্ড ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন পুলিশকে ইসারায় চোখ টিপে কাছে আসতে বললো। তারপর উইলির দিকে তাকিয়ে বললো, মিষ্টার ম্যাডেন আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করার আদেশ পেয়েছি। আর আপনাকে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি।'

'আপনি পাগলের প্রলাপ বকে যাচ্ছেন, আমার নাম জন ওয়ার্ল্ড। আমি আমার ব্যবসার জন্যে গাড়ি করে যাচ্ছিলাম।'

'আমার মনে হয় আঙ্গুলের ছাপটা অন্য কথা বলবে। বেরিয়ে আসুন আপনি।'

উইলি বেরিয়ে এসে আলফোর্ডের সামনে দাঁড়ালো। আলফোর্ড বললো আমি আশাকরি আপনি আমার সঙ্গে যাবেন আর কোন রকম ঝামেলা পাকাবেন না। স্থানীয় স্টেশন খুব বেশি দূরে নয়।

উইলি জিজ্ঞেস করলো' ডরোথিকে আপনি মিস্. ম্যাডেন বলে

BanglaBook.org

ডাকলেন কেন? কোথায় জানাশোনা হোলো আপনাদের?'

আলফোর্ড বললো, আমিও ম্যাডানের অফিসে গিয়েছিলাম। আমার ধারণা ও আপনাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল।'

উইলি নিজের মনেই বলে হাসছিল।

'কিন্তু—মিস ম্যাডেন—' উইলি জোর দিয়ে বললো। আমার কাছে তো নতুন ঠেকছে। আমি তো ওকে ডরোথি ভেলিনস্কি বলেই জানি।

'আপনার কাছে সেটা হতে পারে। কিন্তু আমরা ওর বাবা মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। ওঁরা এল, এ, তে থাকেন।

'আমার নাম জন ওয়াল্ড' উইলি বললো, 'প্রথমেই দরকার আমার একজন উকীলকে।'

'যে আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর ওরা স্টেশনের কাছাছি এলে উইলি বললো, 'আমার ধারণা আপনি ওকে মিস্ ম্যাডেন ভেবে প্রশ্ন করেছিলেন।'

'স্বাভাবিক।'

'আচ্ছা, আপনি প্রথমে ওকে বুঝিয়ে দিন ও কে? কারণ আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন ও জানে না।'

স্টেশনে এসে ওরা উইলিকে খুব হাসিখুশী দেখলো। ও ওদের সঙ্গে কোনরকম ঝামেলা করছে না।

উইলি নিজের মনেই বললো খুব সোজা নয়। এত সোজা নয় ব্যাপারটা।

উইলি চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালো। এই মুহূর্তে ও একেবারে একা দরজা খুলে গেল। ডরোথি ঢুকলো অনেকক্ষণ ওকে দেখেনি উইলি। ওকে খুব ম্লান দেখাছিল। ডরোথি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওকে দেখছিল। ঠিক তখনই আলফোর্ড দরজা বন্ধ করে দিল

'ভেতরে এসো' 'উইলি বললো, 'বোসো'

BanglaBook.org

ডরোথি ঠিক উইলির সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে বসলো। তারপর উইলির দিকে তাকিয়ে রইলো যেন এর আগে উইলিকে কখনো দেখেনি। উইলি ওর দিকে চেয়ে হাসলো।

'আমি আশা করি সবকিছু বুঝেছো তুমি।' উইলি বললো। মিস্টার আলফোর্ডের ব্যাপারে সবকিছু আপনাকে বলা উচিত। কিন্তু ঐ ভদ্রলোককে নিয়ে আমি এত জড়িয়ে পড়েছি যে আমি সব কিছু জেনে গিয়েছিলাম।'

উইলি ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললো' 'খুবই স্বাভাবিক।'

ডরোথির মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো আমি ভেবেছিলাম আপনি আমার ওপর রেগে যাবেন। যদি রেগেও যেতেন তবে আমি আপনাকে দোষ দিতে পারতাম না।

উইলি বললো, তবে আমাকে যে ধরা হবে এটা একেবারে অঙ্কের হিসেবের মতোই প্রাঞ্জল। আগে হোক আর পরেই হোক আমাকে ধরা হোতোই।'

'কিন্তু আমি কি—করবো?' ডরোথি হঠাৎ-ই জিগ্যেস করলো, 'কাগজে তো সবকিছুই ছাপা হবে' তাই না? আমি অফিসে ফিরে যেতে পারবোনা। আমি এরকম চাইনি। আমি এই জায়গাটাকে খুব ঘৃণা করি।

উইলি ওকে জরীপ করে বললো, 'তুমি কি করতে চাও?'

'আমি আপনার সংগেই থাকতে চাই!' ডরোথি উত্তর দিল।

'আর আমি আশা করি এই-বেশ-এ হেরে যাই.....?'

'তাহলে আমি অপেক্ষা করবো। আমি আপনার সমস্ত জিনিষই ভালভাবে দেখবো! আমি খুবই করিৎকর্মা মিঃ এ্যালেন। হঠাৎই ডরোথি মুখে হাত চাপা দিয়ে হেসে উঠলো। উইলিও হেসে উঠলো।

আর ওরা যখন হাসছিল, আলফোর্ড ভেতরে ঢুকে ভ্রুকুটি টেনে এদের দিকে তাকিয়ে রইলো।

BanglaBook.org

ডরোথিকে মিঃ আলফোর্ডের খুবই ভাল লেগেছে। তাছাড়া সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হচ্ছে ও উইলি ম্যাডেনের নিজের মেয়ে।

উইলি বললো, 'আলফোর্ড' আমি আশা করি ডরোথির ওপর কোনরকম অভিযোগের ছাপ দেওয়া হবে না। যদি ওরা অভিযোগ তোলে তবে আমি সবরকম ভাবেই বিরোধিতা করবো। আর সেটা হবে তখন থেকেই।'

'না আমার তো মনে হয় সেরকম কিছু হবেনা।' আলফোর্ড বললো, 'এর সম্পর্কে কোনরকম খারাপ অভিযোগ নেই। দৈবক্রমে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ একটু অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে।

'যদি ওরা করে তবে আমি লড়বো।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

আলফোর্ড বললো' ম্যাডেন, তুমি যদি লোকেদের কাছে কোন রকম গঞ্জনা শোনো তবে আমি আমার ক্ষমতার দৌড় দেখিয়ে দেব।

উইলি একমুহূর্ত আলফোডের দিকে ক্রুদ্ধভাবে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো,'একবার আমি যদি মিডওয়েস্টে যাই তবে আপনি কিছু করতে পারবেন না—।'

আর সেটা আলফোর্ড খুব ভালভাবেই জানতো। আলফোর্ড বললো মিস্ ম্যাডন, আমার তো মনে হয় আপনি যেতে পারেন। মিস্ পেস ওর কাছে একবার পরীক্ষা করিয়ে নিল। উনি পছন্দমতো আপনাকে কাছাকাছি একটা ঘর দেখে দেবেন। অথবা আপনাকে এস. এ. তে যাবার জন্যে একটা বাসে তুলে দিতে পারেন। তবে ওখান থেকে পরীক্ষা না করলে তো আপনি যেতে পারবেন না।'

ডরোথি উঠে আলফোর্ডের দিকে ফিরে বললো, 'আবার কখন আমি ওকে দেখতে পারবো?'

'আগামীকাল সকালের আগে নয়।'

'এখন ভাল করে ঘুমোও। ঘর নেবার জন্যে তোমার কাছে

BanglaBook.org

টাকা আছে? যদি না থাকে সাজিট-এর কাছে বলো। আমার সব এর কাছেই আছে বলে মনে হয়।'

'এটা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে,' আলফোর্ড বললো।

'ওহ,, আমাদের দরকার আছে।' উইলি চেঁচিয়ে বললো।

ডরোথি তাড়াতাড়ি বললে, 'আমার কাছে বেশ কিছু আছে। আগামীকাল আপনার সংগে আবার দেখা হবে।'

ও চলে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলো। তারপর আলফোর্ড ওকে পাঁচশোহাজার ডলারের কথা বলতেই উইলি বললো, 'ইনস্যুরেন্স কোম্পানী না শোনা পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। ওরা এসে কথাবার্তা বলবে আমার উকীলই ওটা হাতে নেবেন। ধরুন আমার কাছেই পাঁচশো হাজার ডলার আছে

'তোমার কাছেই আছে?'

'এরকমই তো কাগজে বলছে।'

স্থানীয় ছোট একটা হোটেলে ডরোথি শিশুর মতো ঘুমোচ্ছে। ওকে খুব নিঃস্ব মনে হচ্ছে। উইলি ঘুমোয়নি তবে ওকে আরও বেশি আনন্দিত মনে হচ্ছে। জেলের সেলে ও চুপচাপ মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। এখন ও ওর যৌবন ফিরে পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে। দুটো ভারী বোঝা ওর মাথা থেকে নেমে গেছে। ডরোথিও জানলো এ কে আর ওর সংগে ওর মেয়ে হিসেবে থাকতে চায় ডরোথি।

BanglaBook.org

২৯

দুমাস কেটে গেল। এখনও মামলার কোনো নিষ্পত্তি হোলো না। ডাবেল রাশকিন ও সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছে।

রাশকিন খুব চালাক। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই। খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন লোক। চল্লিশের বেশি বয়েসও নয়। অনেক রাজনৈতিক টানা পড়েনও গেছে ওর ওপর দিয়ে। আর ও সেগুলো

ভালভাবেই সামলিয়েছে। উইলি ওর নিজের মামলাটা সাজাবার জন্যে রাশকিনকে এক লাখ ডলার দিয়েছে।

উইলি ওকে মোটেই পছন্দ করে না। পছন্দ করেনা সব ব্যাপারে ওর গোলামির জন্যে। ডরোথির সংগে ও ভাব করে ফেলেছে।

প্রায়ই উইলির কাছে ডরোথির প্রশংসা করে।

ডরোথি স্টেট ইউনিভার্সিটির লিবারাল আর্টস্ কলেজে অভিনয় নিয়ে ভর্তি হয়েছে। ডরোথি ভেলিনস্কি নামে প্রায়ই ও টি, ভিতে অভিনয় করে। আর প্রত্যেকেই জেনে গেছে ডরোথির আসল পরিচয়টা। লোকেরা যখন ডরোথিকে নিয়ে নানা রকম কথাবার্তা বলে তখন সাধ্যমতো প্রতিবাদ করে উইলি।

উইলি আর ডরোথি একটা অ্যাপোর্টমেণ্ট নিয়ে থাকে। অবশ্য জেল থেকে বেরিয়ে ওই অ্যাপোর্টমেণ্টের জন্যে রাশকিনকে খাটতে হয়েছে প্রচুর।

ডরোথি দশহাজার ডলার পেয়েছে একটা জাতীয় পত্রিকা থেকে ওর 'জীবনের গন্ধ' ছাপানের জন্যে। আর সেই নিয়ে সিনেমায় সাক্ষাৎকারও বেরিয়েছে। উইলি নিজেও একজন লেখকের কাছ থেকে চেক পেয়েছে ও নিজের জীবনের কাহিনী ছাপানোর জন্যে, উইলি আদৌ সম্মত ছিল না।

ব্যাপারগুলো খারাপ লাগছিলো না। উইলি তখনও একজন 'বিখ্যাত' মানুষ হিসেবেই ছিল লোকেদের কাছে। কারণ ও বসে আছে পাঁচশো হাজার ডলারের ওপর।

ডরোথি তখন ওর নিজের মেয়ের মতোই হয়ে গেছে। ওরা দুজনেই নিজেদের কাজে এত ব্যস্ত ছিল যে খাবার সময় পর্যন্ত ওদের দু জনের সংগে দেখাশোনা হোতো না।

একবার ডরোথি নিউইয়র্কে যাবার কথা বলেছিল। উইলি এতে রাজীত হয়নি আবার প্রস্তাবটা নাকচও করতে পারেনি। কিন্তু একরাতে ও সম্বন্ধে ডরোথি রাশকিনের সংগে কথাবার্তা বলেছিল।

BanglaBook.org

আর উইলির মেজাজ গরম হয়ে গিয়েছিল।

ওর মামলাটা মিটতে এত দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে উইলি খুবই হতাশ হয়ে পড়ছিল।

তখন সন্ধ্যে সাতটা। উইলি ডরোথিকে শুভরাত্রি জানাতে এসেছিল। রাশকিন ওর জন্যে অপেক্ষা করবে। তারপর ওরা যাবে। সেখানে উইলি থাকলে রাজী হয়নি। বিদায় জানাবার সময় উইলি ওকে বলেছিল, 'তোমাকে বিদায় জানাতে এলাম। ভালভাবে থেকো।'

'ধন্যবাদ।' ডরোথি বললো, 'আচ্ছা, তুমি রাশকিনকে পছন্দ করোনা, তাই না?'

'না,' উইল বললো, 'তবে ও ওই শহরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন।'

বলেই উইলি সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

ডরোথি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উইলির কথা ভাবছিল। ওর জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য লোক ওই উইলি। তবে যাইহোক্, ও এমন একজনের মেয়ে যে এক মিলিয়ন ডলার চুরি করছেন। তবে জারেলের শহরের সুনাম আছে ওর আর খুব উচ্চাকাঙ্খী ও।

উইলির সামনে বসে আছে কার্ল বেনেডিক্ট।

'কি করতে এখানে এলে তুমি, হতভাগা কোথাকার?'

শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো।

'দরজা তো খোলেই ছিল। উইলি—কোন রকম ইয়ার্কি করতে চেয়োনা। আমার পকেটে কিন্তু বন্দুক আছে।'

উইলি এক মুহূর্ত কার্লকে জরীপ করে সিগারেট ধরালো।

'কি করতে চাও তুমি, কার্ল?' উইলি জিজ্ঞেস করলো।

BanglaBook.org

'আমার কথার যুক্তি আছে। আমার মাথার সব চুল সাদা দেখেছো তো! সেইজন্যে ওরা আমাকে তেমন লক্ষ্য করে না। আর সেইজন্যে আমি বাঁক দেখে পালাতে পেরেছি। এবার ওরাই কিন্তু ক্ষেপে গেছে। ও জো উইকস্‌কে খতম করেছে। আমার পেছোনেও লেগেছে। এবার ও তোমার পেছোনেও লেগেছে, উইলি।'

'ঐ বদমাইসটা! কি বলতে চাইছো তুমি?' উইলি রেগে গিয়ে বললো।

'খুবই সোজা ব্যাপার। ও তোমাকে সরিয়ে ফেলতে চায়, উইলি।'

'তার আগেই ওকে আমি শেষ করে দেবো।' উইলি বললো।

'দাঁড়াও। তোমার ঐ বান্ধবী যাকে তুমি বলো তোমার মেয়ে ওকে দিয়ে.....'

'উইলি বাধা দিয়ে বললো, 'কার্ল তোমার টাকার দরকার? তুমি যেরকম বরাবর টাকা নিতে এসেছো সেরকম নিতে পারো বলো তুমি। কিন্তু ওই কথা মুখে এনোনা।'

কার্ল বললো, 'উইলি, দেখো আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি আগে; আমরা আবার একসংগে কাজ করতে পারিনা কেন?

'তোমার মনের ইচ্ছাটা একটু খুলে বলো তো?'

'তুমি আমার সংগে মাঝে মধ্যে যোগাযোগ রাখলেই আমি ওয়াইকে সরিয়ে দেবো। উইলি, আমি তোমার ঐ পাঁচশো হাজারের ব্যাপরে কিছু বলছি না। ওটা আমার কাছে হারানো ইতিহাসেরই সামিল। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো, উইলি।'

'আমি কিন্তু খুব বেশি সম্পত্তির মালিক নই,' উইলি বললো।

'আমি কি বেশি কিছু চাইছি? আমাকে দুশো ডলার আর

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

একটা ওভারকোর্ট দিলেই চলবে। কোন সকালেই তুমি কাগজে একটা পরিচিত নাম দেখবে। তারপর আমি তোমার কাছে হাজার চাইবো।'

'পাঁচশো।'

ঠিক আছে, উইলি। তাই হবে।'

যখন ড্যাবেন রাশকিন ডরোথিকে নিতে এলো তখন উইলি ওর সংগে কথা বললো। বললো ডরোথির জীবন খুবই বিপদাপন্ন। ও যদি জেট—ও ডরোথিকে নিউ ইয়র্কে নিয়ে যায় তবেই ভাল।

তারপর ডরোথিকে নিয়ে রাশকিন চলে গেল।

ডরোথির ছলোছলো চোখের দিকে তাকাতে পারলোনা উইলি। ওদের চলে যাওয়াটা দেখলো সে।

এবার উইলি একেবারে একা পড়ে গেছে। অনেকদিন ধরেই ওর এই নিঃসঙ্গতাটা ছিল না। ও দরজা জানালা সবকিছু দেখে রিভলবারটা ঠিক করে পরীক্ষা করে রেখে দিল।

ডরোথি আর রাশকিনের মুখটা ভেসে উঠলো ওর চোখের সামনে। ওরা নিউ-ইয়র্কের পথে। তবে ও কিছু পেয়েও যেন হারিয়ে ফেললো অনেক কিছু।

কিছু পরেই ঘুমিয়ে পড়লো ও। জেগে উঠে আবার একটা ভয় চাগিয়ে উঠলো ওর মনে।

এর শেষ কোথায়?

ওর আবার ইচ্ছে হোলো কলম প্যাড নিয়ে ওর মনের ইচ্ছাটা লিখে ফেলে। কিন্তু এসময়ে হারিয়ে ফেললো ওর সব কথা। সাদা কাগজের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ও।

সমাপ্ত